সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫৩শ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

কলিকাতা, ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

*শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ

সহকারী সভাপতি

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্, সি, আই, ই

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ

শ্রীরাজশেখর বসু, এম-এ

ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, এম-বি, ডি-এস্-সি

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীরায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল

শ্রীহরিহর শেঠ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বি-এ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ,

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ : কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম-এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী, আর-এ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ, ২। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ৩। শ্রীঅমল হোম, ৪। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৭। রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, এস্-জে, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১১। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, ১৩। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, এম-এ, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ,বি-এল, ১৫। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৬। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৮। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ২০। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এসসি, ২১। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২৪। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৬। শ্রীরাধানাথ দাস।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রিপঞ্চাশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

১৩৫৩

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। চৌরপঞ্চাশিকা	—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়	৬১
২। নবাবিষ্কৃত রাজশাসন	—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৪১
৩। বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা	ঐ	১
৪। বিদ্যাপতির শিবগীত	—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার	৩৩,৭০
৫। ভুবণকার ও ভুবণমত	—শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর	২২
৬। রচনাপঞ্জী	—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়		৫৫
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়		২০
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়		১৯

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
৫৩শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা
১৩৫৩

বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা

(প্রাক্‌শিরোমণি যুগ)

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নব্য ন্যায়ের ইতিহাসে চারিটি সুনির্দ্দিষ্ট যুগের পরিকল্পনা করা যায়। উদয়নাচার্য্য হইতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথম যুগ প্রায় ২৫০ বৎসরব্যাপী (১১০০-১৩৫০ খ্রীঃ সন) এবং গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই যুগের বিবরণ সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ। দ্বিতীয় যুগ গঙ্গেশ হইতে শিরোমণি পর্য্যন্ত। গদাধরের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী তৃতীয় ও চতুর্থ যুগের বিবরণ আংশিক ভাবে অনেকেই অবগত আছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দ্বিতীয় যুগের অর্থাৎ শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় বাঙ্গালী মহানৈয়ায়িকের বিবরণ সংগৃহীত হইল। শিরোমণির যুগান্তকারী গ্রন্থ অনুমানদীধিতির রচনাকাল নির্ণীত হইলে এই যুগের অধস্তন সীমা পাওয়া যাইবে। আমরা এক প্রবন্ধে (সা-প-প, ১'৫০, পৃ ১৪-১৫) শিরোমণির গ্রন্থরচনাকাল ১৫০০-১৫১০ সন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। নিম্নলিখিত প্রমাণ-বলে ইহা কিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া ১৫০০ সনকেই শিরোমণির রচনাকালের শেষ সীমা বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। অনুমানদীধিতির বহু স্থলে পাঠভেদ বিদ্যমান আছে এবং প্রাচীন টীকাকারদের মধ্যে তজ্জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। হেত্বাভাস-প্রকরণের অসিদ্ধিগ্রন্থে শিরোমণিকৃত অসিদ্ধির সিদ্ধান্ত লক্ষণ দীধিতির প্রচলিত পাঠানুসারে এই :—

উচ্যতে। সাধারণ্যকথিতাসাধারণ্যানুপসংহারিত্বভিন্নং জ্ঞানস্য বিষয়তয়া পরামর্শবিরোধিতাবচ্ছেদকং রূপমসিদ্ধিঃ। (ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যাংশেও পাঠভেদ আছে, বাহুল্য বোধে উদ্ধৃত হইল না)।

এ স্থলে জগদীশ তর্কালঙ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন :—উচ্যত ইত্যনন্তরম**স্মৎসম্প্রদায়সিদ্ধঃ পাঠো** লিখ্যতে। (জাগদীশী, চৌখাম্বা সংস্করণ, পৃ. ১১৮৪) এই পাঠই গদাধর-সম্মত বটে; বুঝা যায়, গদাধরের গুরু হরিরাম তর্কবাগীশ এবং জগদীশের গুরু রামভদ্র সার্ব্বভৌম এক সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।[১]

১। ৺ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে হরিরাম 'সম্ভবতঃ' রামভদ্রের পুত্র ছিলেন। (নব্যভারত, ১৩০৫, পৃ. ৪৮৪ ও ১৩০৭, পৃ. ১৮২) ইহা নিষ্প্রমাণ উক্তি হইলেও বর্ত্তমানে আলোচনার অযোগ্য নহে। সম্প্রদায়ের সাম্য ও আবির্ভাবকাল বিবেচনা করিলে উক্ত অনুমানের যৎকিঞ্চিৎ সমর্থন পাওয়া যায়।

অপর সম্প্রদায়ের পাঠ যথা,—সাধারণ্যাসাধারণ্যাভিন্নং তজ্‌জ্ঞানস্থ বিষয়তাপরামর্শ বিরোধিতাবচ্ছেদকরূপমসিদ্ধিঃ। এই পাঠ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের সম্মত (জাগদীশী, পৃ. ১১৮৪ পাদটীকা এবং অস্মন্নিকটে রক্ষিত ভাবানন্দীর ২৫৬খ হইতে ২৫৯খ পত্র দ্রষ্টব্য)। এই স্পষ্ট সম্প্রদায়ভেদ সত্ত্বেও আমাদের দেশের নৈয়ায়িকগণ জগদীশকে যে ভবানন্দের ছাত্র বলিতেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। শেষোক্ত পাঠ ভবানন্দের গুরু[২] কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম-রচিত দীধিতিপ্রসারিণী গ্রন্থেও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে এ স্থলে সম্পূর্ণ এক অভিনব বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিরোমণির উক্ত 'নিকৃষ্ট' লক্ষণ ব্যাখ্যা করার পূর্বে "ইতঃ প্রাচীনপাঠানুসারেণ ব্যাখ্যা" বলিয়া দীধিতির এক সুদীর্ঘ সন্দর্ভের উপর কৃষ্ণদাস যথাযথ টীকা করিয়াছেন।[৩] দীধিতির এই সন্দর্ভ প্রায় সমস্ত প্রতিলিপিতেই বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা একটি মাত্র প্রতিলিপিতে দীধিতির এই চিরলুপ্ত সন্দর্ভ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৬৮১ সংখ্যক সংস্কৃত পুথির ১০৯-১১১ পত্র)। ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, কৃষ্ণদাস এই টীকাংশের দুই স্থলে প্রাচীনতর টীকা-সম্মত পাঠান্তর উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন :—

অত্র চ কচিৎ পুস্তকে···ইতি পাঠঃ, তত্র চ · ইতি ভাবার্থং বর্ণয়ন্তি, তন্ন···। বস্তুতস্তথা পাঠঃ প্রামাদিক এব (৩১০খ পত্র)।

অনুপাদেয়শ্চ পক্ষ ইতি কচিৎ পাঠঃ। স তু প্রামাদিক এব···। (৩১২খ পত্র)।

২। কৃষ্ণদাস যে ভবানন্দের গুরু ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ ৯৯)। সম্প্রতি দৃঢ়তর প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভবানন্দরচিত "অনুমানালোকসার" নামে পক্ষধর মিশ্রের অনুমানখণ্ডের টীকা-গ্রন্থ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। কাশীর সরস্বতীভবনে একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি (পত্রসংখ্যা ৫৩ মাত্র) আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। ১১ পত্রে তাঁহার গুরুর একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে—"অত্র গুরবঃ, ঘটত্বমিত্যাদৌ ক্লৃপ্তশক্তেরেব প্রকৃতার্থলাভঃ। তত্র হি ঘটেতরাবৃত্তিত্বে সতি সকলঘটবৃত্তিত্ব-প্রকারেণ ঘটত্বমুপস্থাপ্যতে। তত্র ঘটপদাদেব ঘটত্ব লাভঃ···ইত্যাহুঃ।" এই সন্দর্ভ অবিকল কৃষ্ণদাসরচিত দীধিতিপ্রসারিণী হইতে গৃহীত (অনুমানখণ্ড, সোসাইটী সং, পৃ. ১০-১১)। সুতরাং কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমই ভবানন্দের গুরু ছিলেন সন্দেহ নাই। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার দীধিতিপ্রতিবিম্ব গ্রন্থে নামোল্লেখ না করিয়া কৃষ্ণদাসের এই সন্দর্ভই তীব্র ভাষায় খণ্ডন করিয়াছেন—"বালভাষিতমিদমতিমনোহরমিব ভাসমানমপি ব্যাকরণস্মৃতিবিরোধাৎ ধর্ম্মস্মৃতি-বিরুদ্ধমশ্লীলভাষণমিব নিবারণীয়মেব।" (কাশীর পুথি, ১৫খ পত্র) কৃষ্ণদাস সুতরাং রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ৪৬-৮ দ্রষ্টব্য)।

৩। কৃষ্ণদাসের অনুমানদীধিতিপ্রসারিণীর পুথি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ছিল, কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। পুণার একটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি (B. O. R. I. No. 263 of 1895-1902, লিপিকাল ১৬৬২ সম্বৎ ও ১৫২৮ শক অর্থাৎ ১৬০৬ খ্রীঃ) আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। ৩০৯ক হইতে ৩১২খ পত্রে টীকা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে টীকাকারদের পৌর্ব্বাপর্য্য ও রচনাকাল আলোচনা করিলে দেখা যায়, জগদীশই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং অনুমান, জাগদীশীর রচনাকালের অধস্তন সীমা ১৬০০ সন।[৪] জগদীশ নিজগ্রন্থে মথুরানাথ তর্কবাগীশের মত খণ্ডন করিয়াছেন; একটি স্থল নির্দ্দিষ্ট হইল: সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণে মথুরানাথের টীকাংশ—"ইদমিতি দ্রব্যস্য ধর্ম্মিণি তাদাত্ম্যেন গুণকর্ম্মণোঃ সাধ্যতাভ্রমনিরাসায় ইদমিতি পক্ষনির্দ্দেশঃ।" (দীধিতি-মাথুরী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথি, ৯৮-৯ পত্র—এই ব্যাখ্যা কৃষ্ণদাস কিংবা ভবানন্দ সম্মত নহে) জগদীশ 'যত্তু' বলিয়া ইহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন (চৌখাম্বা সং, পৃ. ২১৩)। মথুরানাথ রামভদ্রের ছাত্র (সা-প-প, ১৩৫১, পৃ. ৭০-১) এবং ভবানন্দের পরবর্ত্তী। ভবানন্দের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণদাসের রচনাকাল সুতরাং কিছুতেই ১৫৫০ সনের পরে নহে (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ ১০১ দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণদাস অসিদ্ধিগ্রন্থীয় দীধিতির "প্রাচীন" পাঠ এবং তন্মধ্যে পাঠান্তর ও ব্যাখ্যান্তর উল্লেখ করায় বুঝা যায়, শিরোমণির সহিত তাঁহার ব্যবধান ন্যূনকল্পে ৫০ বৎসর হইবে। শিরোমণির গ্রন্থরচনাকাল সুতরাং ১৪৯০-১৫০০ সন মধ্যে অবধারিত হয় এবং নিঃসন্দিগ্ধরূপে তিনি মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তাঁহাকে চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ধরিয়া নবদ্বীপ-বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাকাল যে ১৪১৪ সন বলিয়া অনুমিত এবং দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা একান্তভাবে ভ্রান্ত এবং প্রমাণহীন।[৫]

৪। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত পুথিসংগ্রহমধ্যে একটি জাগদীশী সামান্য-লক্ষণাগ্রন্থের প্রতিলিপিতে লিপিকাল ও পুষ্পিকা পাওয়া যায়:—(৩০খ পত্রে, ইতি সকল-নবদ্বীপাধ্যাপকাগ্রগণ্য-মহামহোপাধ্যায়শ্রীযুত জগদীশতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্যবিরচিতা দ্বিতীয়মণি-দীধিতিপূর্ব্বখণ্ডটিপ্পনী সমাপ্তা॥ শরত্রিপুরবৈরিদৃক্-শরপরেন্দুসংখ্যে শকে, রবৌ নভসমাগতে হরিতিথৌ সিতে পক্ষকে। অলেখি কবিবিষ্ণুনা গুরুপদাব্জসংসেবিনা, দ্বিতীয়মণিদীধিতি-প্রথমখণ্ডটীকা শ্রমাৎ॥ শ্রীবিষ্ণুদেবশর্ম্মণঃ পুস্তকং স্বাক্ষরঞ্চ॥ ইহার অর্থ, ১৫৩২ শকাব্দের শ্রাবণ শুক্লা একাদশী অর্থাৎ ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই। কীথ সাহেবও লিখিয়াছেন, "Jagadisa is to be dated about A. D. 1600" (I. O. II, p. 555; Bodleian Cat., 1, App. p. 74; Logic and Atomism p. 38). কিন্তু তখনও এইরূপ নির্দ্দেশের কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

৫। বালীনিবাসী তদানীন্তন স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টার মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত সর্ব্বপ্রথম এক প্রবন্ধে রঘুনাথ কর্ত্তৃক মিথিলাজয়ের এই তারিখ অনুমান করেন (Transactions of the Bengal Social Science Association, Vol. I, 1867, p. 82)। রঘুনাথ চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক এবং প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে মিথিলা জয় করেন, এই মাত্র যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছিল। পরে Mookerjee's Magazine-এ (Sept., 1872, p. 130) ইহা পুনর্লিখিত হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় (Hist. of Indian Logic, p. 464) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে স্থান দান করিয়া এই তুচ্ছ নির্দ্দেশকে অযথা গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

১। বাসুদেব সার্ব্বভৌম

রঘুনাথ শিরোমণির গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রাক্‌শিরোমণি যুগের একজন অতি প্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত ছিলেন। রঘুনাথ যে তাঁহার ছাত্র ছিলেন, তদ্বিষয়ে উৎকৃষ্ট লিখিত প্রমাণ আমরা এত দিনে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কাররচিত অনুমানদীধিতি-প্রতিবিম্ব গ্রন্থের খণ্ডিতাংশেই বহুতর স্থলে সার্ব্বভৌমের গ্রন্থ হইতে বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচ স্থলে তাঁহাকে শিরোমণির গুরুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা,

দ্বন্দ্বস্য ভেদাদিতি (অনুমিতিপ্রকরণে)। ননস্যাভেদোঽপ্রসক্তঃ কিমিতি নিষিধ্যতে। অতএব এবংবিধবিষয়োপি দ্বন্দ্বে কর্ম্মধারয়োচ্ছে এব **এতদ্‌গুরুভিরা**শঙ্ক্য যত্রাভেদে তাৎপর্য্যং তত্র কর্ম্মধারয়ো যত্র তু ভিন্নোপাধিমদ্ধর্ম্মিণি ভেদাভেদোদাস্তেন যুগপদুপস্থিত্যা ক্রিয়ান্বয়ে তাৎপর্য্যং তত্র দ্বন্দ্ব ইতি পরিষ্কৃত ইতি চেন্ন…(১৮ ক পত্র)। ইহা অবিকল সার্ব্বভৌম-রচিত "অনুমানমণিপরীক্ষা" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত (ন চৈবং কর্ম্মধারয়োচ্ছেদঃ। যত্রাভেদে…দ্বন্দ্বঃ। ৪ক পত্র)।

অনুমিতিত্বজাত্যাশ্রয়করণত্বমেবানুমানলক্ষণং তদেব চ ইতরভেদানুমিতৌ হেতুকার্য্যং তাদৃশজাত্যবচ্ছিন্নস্যেতরভেদজ্ঞাপনায়ৈবোক্তানুমিতিলক্ষণমিতি **স্বগুরূক্তং** তৎকরণমনুমান-মিতি মণিবিরুদ্ধমিত্যুপেক্ষিতম্। (৪৮ক পত্র) ইহাও অবিকল সার্ব্বভৌমবচনের অনুবাদ (ধূমপ্রাগভাবাদিত্যত্র বৈয়র্থ্যপক্ষে তু অনুমিতিত্বং জাতিস্তদাশ্রয়করণত্বং হেতুকার্য্যম্। তাদৃশজাত্যবচ্ছিন্নস্য ইতরব্যাবৃত্তিজ্ঞাপনায়ৈব হি উক্তানুমিতিলক্ষণোপযোগঃ। ১০ পত্র)।

আমরা বাহুল্য বোধে বাকী তিনটি স্থল (ইতি তদ্‌গুরবঃ ৪৮খ, ইতি স্বগুরূক্তং ৪৯ক ও ইতি গুরূক্তং ৪৯খ) উদ্ধৃত করিলাম না। তত্তৎস্থলেও আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি, সার্ব্বভৌমবচনেরই অনুবাদ করা হইয়াছে।

এই নবাবিষ্কৃত প্রমাণবলে কতিপয় সন্দিগ্ধ বিষয়ে এখন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হইয়াছে। প্রথমতঃ, খণ্ডনভূষামণিকার রঘুনাথ শিরোমণি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। খণ্ডনভূষামণিকার সার্ব্বভৌমকে "পরমগুরু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃ ১২৫)। দ্বিতীয়তঃ, রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের কিম্বা অপর কাঁহারও ছাত্র ছিলেন না—রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের ভাষা হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। বিদ্যালঙ্কার মিশ্রমতও অনেক স্থলে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহাকে গ্রন্থকারের গুরু বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। উভয়ে শিরোমণির গুরু হইয়া থাকিলে মিশ্রকে বাদ দিয়া কেবল সার্ব্বভৌমকে একক গুরু-গৌরবে মণ্ডিত করার অর্থ হয় না, "এতৎপ্রথমগুরুভিঃ" প্রভৃতি পদে অনায়াসে তাহা সূচনা করা যাইত। তৃতীয়তঃ, **রঘুনাথ অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নাই।**[৬] চৈতন্যের সহাধ্যয়নের ন্যায় ইহাও একটি কল্পিত আখ্যায়িকা

৬। ন্যায়ের একটি পুঁথির মধ্যে পৃথক্ এক পত্রে নবদ্বীপের সারস্বত ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ১০টি প্রশ্ন লিখিত আছে। সম্ভবতঃ নবদ্বীপে অধ্যয়নকালে কোন ছাত্রের অনুসন্ধিৎসা ইহার

মাত্র পণ্ডিতসমাজে প্রচার লাভ করিয়াছে। সার্ব্বভৌমের বহু পূর্ব্ব হইতেই নব্য ন্যায়ে "গৌড়ীয়" মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এ বিষয়ে দুইটি নূতন প্রমাণ উল্লিখিত হইল। মৈথিল ভৌয়ালকুলোদ্ভব গোপীনাথ ঠক্কুর-রচিত মণিসার গ্রন্থের অনুমানখণ্ড ত্রিবাঙ্কুরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে বহু স্থলে "গৌড়"মতের খণ্ডন দৃষ্ট হয় (পৃ. ৭, ১১, ৪৫, ৪৮, ৮৫ ও ৯৯ দ্রষ্টব্য)—এই মতগুলি শিরোমণি, সার্ব্বভৌম কিম্বা প্রগল্‌ভাচার্য্যের গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা সমকালীন অপর কোন গৌড়ীয় গ্রন্থকারের বিলুপ্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। গোপীনাথ পক্ষধর মিশ্রের পরবর্ত্তী এবং শিরোমণির সমকালীন। কারণ নবদ্বীপের ৪০৯ ল-সংএর গ্রন্থতালিকায় (সা প-প, ১৩৫০, পৃ. ১৪) আমরা "শব্দ-গোপীনাথে"র উল্লেখ দেখিয়াছি।[৭] মধুসূদন ঠক্কুর-রচিত আলোককণ্টকোদ্ধার গ্রন্থের অনুমানখণ্ডেও প্রগল্‌ভের নাম ব্যতীত বহু স্থলে "**গৌড়াস্তু**" বলিয়া বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে (কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ১৫৭২ সং পুথির ২১।১, ২৩.১, ২৮।২, ৩।১, ৭১.২, ৮১।১, ৯১'২ এবং ১০৩।২ পত্র দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে একটি (৩।১ পত্রে) সার্ব্বভৌমের কূট-ঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ, দুইটি (২৮।২ ও ৭১।২ পত্রে) দীধিতি হইতে গৃহীত এবং বাকী পাঁচটি বিলুপ্ত-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

অনুমানমণিপরীক্ষা

সার্ব্বভৌমের দুইটি গ্রন্থ মাত্র এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তত্ত্বচিন্তামণির অনুমান খণ্ডের আদ্যন্ত খণ্ডিত টীকা এবং বেদান্তপ্রকরণ অদ্বৈতমকরন্দের টীকা। প্রথমটি কাশীর সরস্বতী-ভবনে রক্ষিত এবং তত্রত্য অধ্যক্ষের কৃপায় আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি। ইহা নাগরাক্ষরে লিখিত, পত্রসংখ্যা ৪-২০৫ (মধ্যে দুইটি পত্র নাই, ১১২-১৩), অনুমিতি হইতে বাধপ্রকরণের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত (সোসাইটী সং, পৃ. ৯৭৪ পর্য্যন্ত) গিয়াছে। কিন্তু মধ্যে

মূল। শেষ প্রশ্নটি এই—"রঘুনাথ শিরোমণি কি কেবল বিচার করিতে কিম্বা পাঠ করিতে মিথিলায় যান ?" সুতরাং শিরোমণি পাঠ করিতে মিথিলায় যান নাই, এইরূপ প্রবাদও পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত ছিল। ৺শ· চ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১২৯৯ সনে মিথিলা গিয়াছিলেন। তিনি একটি কিম্বদন্তী শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, মিথিলাধিপতি ভৈরব সিংহের রাজত্ব-কালে তৎখনিত এক বৃহৎ জলাশয়োৎসর্গে "নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি (কাণাভট্ট) আগমন করিয়াছিলেন।" (ভারতী, পৌষ ১৩০৮, পৃ ২৮৮) পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থের ১ম সংস্করণে প্রায় অনুরূপ প্রবাদ লিখিত হইয়াছে (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ১২)।

৭। গোপীনাথের কুলপরিচয় ("ভৌয়ালকুলোদ্ভব") বিদেশী লেখকের হস্তে বিকৃত হইয়া নানাবিধ অদ্ভুত আকারে পরিণত হইয়াছে—'গোঘোট', 'সোমসুত' (মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুরের পুথিতে) প্রভৃতি। কাশীর সরস্বতীভবনে "শব্দমণিসারে"র পুথিতে আমরা উদ্ধৃত বিশুদ্ধ পাঠ দেখিয়াছি। গোপীনাথের কালনির্ণয়ে এ যাবৎ সকলেই ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়াছেন।

অবয়বপ্রকরণের টীকা সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে। হেত্বাভাসপ্রকরণের প্রারম্ভে একটি মনোহর মঙ্গলাচরণ-শ্লোক আছে (১৮৩ খ পত্র):

হৃদ্ব্যোমকমলাসীনং তত্ত্বসাধকমদ্ভুতং।
অনাভাসং পরং ধাম ঘনশ্যামমহং ভজে॥

মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসার বহু পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌমের হৃৎকমলে ঘনশ্যাম বিরাজমান ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ নূতন একটি তথ্য বটে। অনেকেই অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় তাঁহার উৎকট অদ্বৈত-মত দেখিয়া বিভ্রান্ত হইবেন; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাহ্য দার্শনিক মত বুদ্ধির বিলাসের জন্য এবং সভায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য যে ব্যক্তি অবলম্বন করেন, তিনিই আন্তরিক অনুষ্ঠানকালে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। শঙ্করাচার্য্যও "শাক্ত" ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ এখন প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সার্ব্বভৌমের এই টীকাগ্রন্থের নাম প্রতিলিপিটির উপরে এবং পুথির তালিকায় "সারাবলী" বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। গ্রন্থমধ্যে কুত্রাপি এই নাম নাই। পরন্তু ১১৪ক পত্রে "(বিশে) ষস্তু প্রত্যক্ষমণিপরীক্ষায়াং বোধ্যঃ", ১০৫ক পত্রে "তন্নিরাসঃ প্রত্যক্ষমণিপরীক্ষায়াং দ্রষ্টব্যঃ", ১৭৫খ পত্রে উক্ত নিয়মে তর্কস্তু শব্দমণিপরীক্ষায়ামপূর্ব্ববাদে দ্রষ্টব্যঃ" প্রভৃতি উক্তি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম "অনুমানমণিপরীক্ষা।" ইহা দীধিতি অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড় এবং মূলের বিস্তৃত ব্যাখ্যাসম্বলিত, দীধিতির বহু অংশের ন্যায় কেবল বিষমপদব্যাখ্যা নহে। সার্ব্বভৌমের প্রমাণপঞ্জী এ স্থলে সংগৃহীত হইল।

আচার্য্য (১৬২।২ প্রভৃতি) কিরণাবলী (৩৯।২)
কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ (১০৫।২)
খণ্ডন (৪।১)
গুরুচরণ (৮।২ প্রভৃতি, ১৫ বার) টীকাকার (৮।১, ১০।২)
তত্ত্ববোধকার (১০০।১)
দর্পণ (৫০।১)
দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ (১৭৯।১) নরসিংহ (৫৩।১, ৫৭।২)
নিবন্ধ (১১০।২, ১৮৭-৮, ১৯১।২)
পরিমল (এষ পরিমললিতঃ পন্থাঃ ২৬।১)
প্রকাশ (১৯২।১)
প্রত্যক্ষপরীক্ষা (৪।১)
প্রত্যক্ষমণিপরীক্ষা (১০৫।১, ১১৪।১, ১ ৪।১)
প্রমাণপ্রকাশ (১৩।২)
প্রমাণভাস্কর (১২৯।২)

প্রমাণোদ্দ্যোত (৬১।১)

প্রমেয়তত্ত্ববোধ (১৭৪।১, ১৯৩'২)

প্রমেয়প্রকাশ (১৪৯।১)

প্রমেয়ভাষ্য (১৪৬।১)

প্রাভাকর (৫ ।১, ৬৬ ১ প্রভৃতি)

মণিকণ্ঠ (৩২।১ প্রভৃতি, ১০ বার) মহার্ণব (৫৭।২)

মিশ্র (৩৬।১, ৪৭।১, ৭৯।১, ১৭৭।১)

যজ্ঞপতি (২৯।১ হইতে, ৫২ বার)

রত্নকোষকার (৯৪'২)

লীলাবতীকার (১৮৭।১)

লীলাবতীপ্রকাশ (১৩৩।২)

লীলাবত্যুপায় (৭২।২)

বৰ্দ্ধমান (৪৫।২ প্রভৃতি, ৫ বার)

বার্ত্তিক (৮।১)

শব্দমণিপরীক্ষা (৮০।১, ১৬৮।১, ১৭৫।২)

সোন্দড় (১৩।১, ১৩১।১, ২০৫।১)

সার্ব্বভৌমের ভাষা হইতে বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা সূচিত হয়—"ইতি শ্রীবর্দ্ধমানচরণোন্নীতঃ পন্থাঃ" (১৪৫।১), "অত্র শ্রীবর্দ্ধমানানুগৃহীতো মণিকৃতঃ পন্থাঃ" (১৪৮।১)। পক্ষান্তরে যজ্ঞপতির উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন, তাঁহার মত তিনি ৫২ বারই খণ্ডন করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই—"অত্র যজ্ঞপতিঃ তৎপ্রতারিতশ্চ" (৬৬।১), "তৎ কো যজ্ঞপতেরন্যঃ প্রাজ্ঞম্মন্যো ভাষেত," "ইতি যজ্ঞপতি-পাম্থপর্য্যটিতঃ পন্থাঃ" (১৫০।১)। যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের মত প্রায় একই সময়ে তিন জন মহানৈয়ায়িক খণ্ডন করেন—প্রগল্‌ভাচার্য্য, যজ্ঞপতির ছাত্র পক্ষধর মিশ্র এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তন্মধ্যে সার্ব্বভৌমের খণ্ডনের ভাষাই তীব্রতম হইয়াছে। যজ্ঞপতির পুত্র "নরহরি উপাধ্যায়" দূষণোদ্ধার নামক গ্রন্থে এই তিন জনেরই উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নরহরি স্বয়ং পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন।[৮] সার্ব্বভৌম চারি বার "মিশ্র"-

৮। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীমধ্যে পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতির অভ্যুদয়কাল লইয়া অনেক বিচারালোচনা হইয়াছে। নরহরি-বিরচিত "দূষণোদ্ধার" গ্রন্থের অনুমানখণ্ড (বরোদা ও তাঞ্জোরে পুথি আছে) পরীক্ষা করিয়া আমরা পূর্বতন বহু মনীষীর পণ্ড শ্রম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। নরহরির গ্রন্থ প্রধানতঃ তাঁহার "গুরুচরণে"র প্রতি উত্তর। এই গুরুচরণ যে পক্ষধর মিশ্র, তাহা অনুমানালোকের সন্দর্ভ মিলাইলে অনায়াসে বুঝা যায়। তদ্‌ভিন্ন নরহরি একাধিক বার প্রগল্‌ভ ও সার্ব্বভৌমের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই মিশ্র সুপ্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্র নহেন। আলোক গ্রন্থের মত কিম্বা সন্দর্ভ কুত্রাপি সার্ব্বভৌম উল্লেখ করেন নাই। নরহরির প্রচেষ্টা হইতেও বুঝা যায়, সার্ব্বভৌম ও পক্ষধর মিশ্র সমকালীন ছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই বচন সার্ব্বভৌম উক্ত স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ, ১৩৪৭, চৈত্র, পৃ. ৪২৫) সার্ব্বভৌমের গুরুর পরিচয় অজ্ঞাত বলিয়া লিখিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, অদ্য আমরা তৎসম্পর্কে মূল্যবান্ তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। অনুমিতিলক্ষণে সার্ব্বভৌম তাঁহার গুরুর একটি দীর্ঘ সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (৮।২ হইতে ৯।২ পত্র), তাহার প্রথমাংশ এই :—**অত্রাস্মদ্‌গুরুচরণাঃ,** সাধ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারেণ প্রকৃতসাধ্যব্যাপ্ত্যবগাহি-পক্ষতাবচ্ছেদকপ্রকারক-পক্ষতোপরক্ত-পক্ষধর্ম্মতাবগাহি-**জন্যজ্ঞানজন্যোঽসাক্ষাৎকার্য্যশাব্দোঽনুভবোঽনুমিতিরিত্যর্থঃ** .... ইত্যাহুঃ। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার অনুমানদীধিতিপ্রতিবিম্ব গ্রন্থে অনুমিতিপ্রকরণে চক্রবর্ত্তিলক্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দীধিতির 'যাং কাঞ্চিদনুমিতিব্যক্তিমাদায়' বচনের ব্যাখ্যাশেষে লিখিয়াছেন (৪২।১ পত্র) :—

"তস্মাজ্জন্যতজ্জন্যোঽসাক্ষাৎকার্য্যশাব্দোঽনুভবোনুমিতিরিতি **বিশারদ**-শারদামনুস্মৃত্যৈবেদমিতি।" (পার্শ্বে একটি টিপ্পনী আছে—জন্যং যৎ তৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানং তেন জন্যঃ।) সুতরাং **সার্ব্বভৌম তাঁহার পিতা নরহরি** বিশারদের নিকটই নব্য ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং **অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নাই**। পিতাকে গুরুরূপে উল্লেখ করা নৈয়ায়িকসমাজে অজ্ঞাত নহে। বর্দ্ধমানোপাধ্যায় কতিপয় স্থলে 'গুরুচরণাস্তু' বলিয়া গঙ্গেশের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সার্ব্বভৌমের সময় পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িকের উদ্ভব হয় নাই। তিনি স্বয়ং ষড়্‌দর্শনে কৃতবিদ্য ছিলেন। তৎপুত্র বাহিনীপতির পিতৃবন্দনা-শ্লোকেও সার্ব্বভৌমের বেদান্ত, ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা কীর্ত্তিত হইয়াছে (শব্দালোকোদ্দ্যোতের প্রথম শ্লোক) :—

> নৈগমে বচসি নৈপুণং বিধেঃ, সার্ব্বভৌমপদসাভিধং মহঃ।
> জীর্ণতর্কতনুজীবনৌষধং, জৈমিনের্জয়তি জঙ্গমং যশঃ॥

বঙ্গদেশেও তখন বেদান্তের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় পিতৃপরিচয়স্থলে নরহরি বিশারদকে "বেদান্তবিদ্যাময়াৎ" বিশেষণে মণ্ডিত করা হইয়াছে। নব্য ন্যায়ের টীকা রচনা করিলেও বেদান্তেই সার্ব্বভৌমের স্বরস ছিল বুঝিতে হইবে। খণ্ডনভূষামণিকার দ্বারা উদ্ধৃত শ্লোকে সার্ব্বভৌম শঙ্কর মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রের উপর "ব্রহ্মাস্ত্র" নিঃক্ষেপ করিয়াছেন (সা-প-প, ১৩৩৯, পৃ. ১২৫) :—

> বাচস্পতিশঙ্করয়োর্গৌতমকৃতবুদ্ধিশাস্ত্রগর্ব্বিতয়োঃ।
> নির্ব্বাপয়ামি গর্ব্বমেকং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায়॥

মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি যে শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার বেদান্তমতে আসক্তি পরিস্ফুট :—[১]

জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী, শিক্ষিতা
মীমাংসা, বিদিতৈব সাঙ্খ্যসরণির্যোগে বিতীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং, কিন্তু স্ফুরন্মাধুরী-
ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি॥ (পদ্যাবলী, ৯৯ শ্লোক)

কিন্তু বঙ্গদেশে নব্য ন্যায়ের প্রথম প্রবর্ত্তকরূপেই সার্ব্বভৌমের নাম চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার বেদান্তাদি শাস্ত্রে রচিত গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। অদ্বৈতমকরন্দের টীকা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং তাহার পুথি বর্ত্তমানে পুরীধামে আছে কি না সন্দেহ।

কাশীর সরস্বতীভবনে "শব্দমণিপরীক্ষা" (২৮- ৫৩ পত্র) নামে একটি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। সার্ব্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিখ্যাত "বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যে"র গ্রন্থালয়ে ইহা রক্ষিত ছিল। বিদ্যানিবাসের বংশধারা কাশীতে বিলুপ্ত হইলে ইহা কাশীবাসী নৈয়ায়িক চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন সংগ্রহ করেন এবং ক্রমে ৺হরিহর শাস্ত্রীর হস্তগত হয়। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। খুব সম্ভবতঃ ইহাও সার্ব্বভৌম-রচিত এবং অপূর্ব্ববাদ হইতে শব্দখণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত। আমরা রচয়িতার বিষয়ে এখনও নিঃসন্দেহ হইতে না পারায় এই মূল্যবান্ গ্রন্থের বিবরণ দিতে বিরত থাকিলাম। আমাদের নিকট সার্ব্বভৌমের শব্দখণ্ডটীকার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র (৩ পত্র) রক্ষিত আছে ; পুষ্পিকা যথা, "ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায়সার্ব্বভৌমকৃতা বেদলক্ষণটিপ্পনী"। ইহা রামভদ্রী টীকা হইতে পৃথক্ বটে।

সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ অবস্থানকালে অর্থাৎ (জয়ানন্দের মতে চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে) তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার রচনাকাল ১৪৭০-৮০ সনের পরে যাইবে না। তৎকালে তাঁহার বয়স ৩০।৪০ হইতে ন্যূন হইবে না। কারণ, ধ্রুবানন্দের "মহাবংশাবলী" (পৃ. ১২৯) এবং অন্যান্য বহু রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, সার্ব্বভৌমের পুত্র "জলেশ্বর বাহিনীপতি" খড়দহ মেলের বিখ্যাত কুলীন কামদেব পণ্ডিতের পুত্র সুধাকরের কন্যা বিবাহ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এই বিবাহের সময় ১৫০০ সনের পূর্ব্বে, পরে হইবে না। বাহিনীপতির দশ কন্যা ছিল, তন্মধ্যে অন্ততঃ একজন জামাতার নামও (ঘোষালবংশীয় হৃদয়) মহাবংশাবলীতে লিখিত হইয়াছে (পৃ. ১৩৯)। বাহিনীপতির জন্ম ১৪৬০-৭০ সনে ধরিয়া সার্ব্বভৌমের জন্মাব্দ হয় অনুমান ১৪৩০-৪০ সন মধ্যে এবং প্রায় ১৪৫০ সনে সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে তাঁহার পিতার নিকট নব্য ন্যায় অধ্যয়ন করেন। মিথিলা হইতে তৎকর্ত্তৃক গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া আনয়নের কথা সম্পূর্ণ অলীক।

১। মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রভাব বর্ণনাকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রায়শঃ সার্ব্বভৌম অপেক্ষা প্রবোধানন্দের মনীষারই বেশী উল্লেখ করিয়া থাকেন। অথচ তৎকালীন বিদ্বৎগোষ্ঠীতে পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় সার্ব্বভৌমের নিকট প্রবোধানন্দ অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি ছিলেন।

২। প্রগল্‌ভাচার্য্য

সার্ব্বভৌম ব্যধিকরণপ্রকরণে লিখিয়াছেন (১৪।১ পত্র) :—

উত্তানাস্তু, সাধ্যাভাববতি বৃত্তৌ প্রকৃতানুমিতিবিরোধিত্বং নাস্তি তত্ত্বং লক্ষণমাহুঃ। তন্ন, সাধ্যাভাববতীত্যস্য বৈয়র্থ্যাৎ সর্ব্বস্যৈব সাধ্যাভাববত্ত্বাৎ। কিং চানুমিতিবিরোধিত্বম্ অনুমিতিপ্রতিবন্ধকজ্ঞানবিষয়ত্বং তদভাবঃ স্বরূপসন্নেবানুমিতিনিয়ামকো ন তু জ্ঞায়মানোপযোগী ব্যাপ্তিঘটকঃ। ইহা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধ কল্প দীধিতিগ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে এবং মিথিলার কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। মথুরানাথ ভিন্ন দীধিতির টীকাকারগণ সকলেই ইহা "প্রগল্‌ভে"র লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ স্থলে দীধিতিতে প্রগল্‌ভের অপর দুইটি লক্ষণও খণ্ডিত হইয়াছে। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, সার্ব্বভৌম উক্ত স্থলে প্রগল্‌ভের মতে দোষ দিয়াছেন—"**সার্বভৌমস্য চ প্রগল্‌ভমতদূষণং** সাধ্যাভাবপদবৈয়র্থ্যং...।" (প্রতিবিম্ব, ৭৯।২ পত্র) সুতরাং প্রগল্‌ভাচার্য্য সার্ব্বভৌমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। প্রগল্‌ভ বারেন্দ্রশ্রেণী লাহিড়ীবংশের বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ৭১-৭৩)। তাঁহার সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সংক্ষেপে লিখিত হইল। তিনি কাশীতে পঠন-পাঠন করিয়াছেন—তাঁহার বেদান্তাধ্যাপকের নাম "অনুভবানন্দ"। তদ্রচিত "খণ্ডনদর্পণ"গ্রন্থের একটি মূল্যবান্ পুষ্পিকা যথা, "ইতি শ্রীজ্ঞানানন্দভগবৎপাদশিষ্য-শ্রীমদনুভবানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীপ্রগল্‌ভাচার্য্যস্য কৃতৌ খণ্ডনদর্পণে বিদ্যাসাগরাচার্য্যাদি-কৃতখণ্ডনোপায়াদিসংগ্রহে পরপ্রকাশখণ্ডন-স্বপ্রকাশব্রহ্মস্থাপনপরিচ্ছেদঃ।" (কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজের পুথি, ২ ।২ পত্র) অনুমানপরিচ্ছেদের শেষে একটি মঙ্গলাচরণ-শ্লোক আছে—

অনেন জগতাং নাথঃ প্রীণাতু মধুসূদনঃ।
শ্রীবিশ্বেশ্বরভূমৌ যঃ কাশ্যাং মোক্ষপ্রদঃ শিবঃ॥

সুতরাং তিনি কাশীতেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "পরমগুরু" জ্ঞানানন্দ 'বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী'-কার প্রকাশানন্দের গুরু ছিলেন। এই প্রকাশানন্দ সুতরাং প্রায় ১৪৫০ সনেই কাশীর বৈদান্তিকগোষ্ঠীর নায়ক ছিলেন এবং তাঁহার সহিত চৈতন্য-পার্ষদ প্রবোধানন্দের অভেদকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। খণ্ডভূষামণির এক স্থলে "অত্র প্রকাশানন্দ-সরস্বতীশ্রীপাদাঃ" বলিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (কলিকাতার পুথি, ১০৭।২ পত্র)। প্রগল্‌ভাচার্য্যের ন্যায়গুরু ছিলেন তাঁহার পিতা 'নরপতি মহামিশ্র'—"পিতুর্নরপতের্ব্যাখ্যাং হৃদি কৃত্বা" (প্রত্যক্ষচিন্তামণি ও দ্রব্যপ্রকাশের টীকায়)। ইহার অর্থ হইল এই যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তত্ত্বচিন্তামণির পঠনপাঠন বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

কাশীতে প্রগল্‌ভাচার্য্যের নব্যন্যায়সম্প্রদায় প্রায় একশতাব্দীকাল গৌরবের সহিত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ছাত্র "জগদ্‌গুরু" বলভদ্র মিশ্র দ্রব্যপ্রকাশের "বিমল" নামক টীকার প্রারম্ভে তাঁহার গুরুর নাম করিয়াছেন—"মত্বা তর্কবিচারচঞ্চুরমনঃ শ্রীমৎ-প্রগল্‌ভাৎ গুরোঃ।" বলভদ্রও বাঙ্গালী ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার ও

তদীয় পুত্র পদ্মনাভ মিশ্রের বিবরণ পৃথক্ প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য—বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর চিরবিলুপ্ত কীর্ত্তির মধ্যে তাঁহাদের গ্রন্থরাজি সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল। প্রগল্‌ভের গ্রন্থরচনাকাল শতাব্দীর তৃতীয় পাদে (১৪৫০-৭৫ মধ্যে) স্থাপন করিতে হইবে। মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের সমকক্ষরূপে কাশীর বাঙ্গালী পণ্ডিত প্রগল্‌ভ এবং নবদ্বীপের সার্ব্বভৌম দুই জন দিক্‌পাল ছিলেন। প্রগল্‌ভের অনুমানখণ্ডের টীকায় ৭ স্থলে "মিশ্রাস্তু" বলিয়া বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (কাশীর পুথি, ১৪৮।২, ১৫৭।১, ১৬৭।২, ১৭৪।১, ১৮২।২, ১৮৪।২ ও ১৮৬।১ পত্র দ্রষ্টব্য)—তিনি পক্ষধর মিশ্র হইতে পৃথক্। উপমানখণ্ডের টীকা প্রায় কোন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকই রচনা করেন নাই। প্রগল্‌ভরচিত উপমানসংগ্রহ নামক টীকার কতিপয় প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে পূর্ব্বতন টীকার অত্যন্তাভাব তিনিও অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন :—

উপায়াঃ প্রত্যক্ষে চরমমনুমানে চ কৃতিভিঃ
কৃতাঃ শব্দে চিত্রং ন বিলিখনমস্ত্যেষু কিমপি।
ন চোচ্ছ্বাসোপ্যত্রোপমিতিকরণেঽকারি গহনে
নিরালম্বে কিঞ্চিল্লিখতি ভুবি যঃ সোত্র বিরলঃ॥
তত্র প্রবৃত্তস্য গুরূপদেশমাত্রৈকবিত্তস্য মমোৎসুকস্য।
টীকাং বিধাতুং ভবতু প্রসন্না বাণী যথা পূর্ণমনোরথস্য॥

(উপমানসংগ্রহ, সোসাইটির G. 1752 পুথি লিপিকাল ১৬৪৩ বিক্রমাব্দ)।

৩। নরহরি বিশারদ

সার্ব্বভৌম তদীয় গ্রন্থে ১৫ স্থলে নানাপ্রকরণে তত্ত্বচিন্তামণির উপর তাঁহার 'গুরু'র ব্যাখ্যা-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের উক্তিবলে প্রতিপন্ন হয়, তাঁহার পিতা নরহরি বিশারদই এই গুরু। তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন; মৌখিক উপদেশমাত্র ঐ সকল স্থলে উদ্ধৃত হয় নাই। এক স্থলে (৭৯-৮০ পত্রে) "গুরবস্তু" বলিয়া উদ্ধৃত বচনের উপর "কস্যচিৎ দূষণং · নিরস্তং" হইয়াছে। অপর এক স্থলে (১০৭ পত্রে) পাওয়া যায়, 'যচ্চ তৈরুক্তং (পূর্ব্ববাক্যে "গুরুচরণৈঃ" আছে), বদ্ব্যাব্ত্যানুমিতিবিরোধী সাধ্যসাধনসংবন্ধাভাবঃ স উপাধি**রিত্যাদিলক্ষণত্রয়ং**, অত্র কশ্চিদ্বক্তি···।" এতদ্দ্বারাও স্পষ্ট লিখিত গ্রন্থই সূচিত হয়, মৌখিক উপদেশ হইলে "ইত্যাদিলক্ষণত্রয়ং" পদটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অনুমানখণ্ড ব্যতীত প্রত্যক্ষখণ্ডেও তাঁহার টীকা রচিত হইয়াছিল। সার্ব্বভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র (কাশীনাথ) বিদ্যানিবাসরচিত অতিদুর্লভ চিন্তামণিটীকার প্রত্যক্ষখণ্ডে তিন স্থলে বিশারদের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (কাশীর পুথি, ৪৬।১, ৫১।২ ও ৬০।১ পত্র দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থ নবদ্বীপে ১৪৫০ সনের পূর্ব্বেই রচিত হইয়া থাকিবে। তিনি মিথিলার যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের সমকালীন ছিলেন সন্দেহ নাই ; কারণ, যজ্ঞপতির পুত্র নরহরি স্বগ্রন্থে সার্ব্বভৌমের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সময়ে গৌড়দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন।

সার্ব্বভৌমের পুত্র বাহিনীপতি তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পিতামহের প্রভাব ও বংশবিস্তৃতি সূচনা করিয়াছেন :—

কংশরিপোরবতারে বংশে বৈশারদে জাতম্ ।
উত্তংসং খলু পুংসাং তং বন্দে সার্ব্বভৌমাখ্যম্ ॥ (শব্দালোকোদ্দ্যোতের ২ শ্লোক)

বিশারদের পারিবারিক বহুতর নূতন তথ্য আমরা কুলগ্রন্থে পাইয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা বিবৃত হইল না। তিনি প্রায় ১৪০০ সনে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে বার্দ্ধক্যে কাশী গমন করিয়াছিলেন—"বিশারদ নিবাস করিলা বারাণসী" (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল)। তাঁহার স্মৃতি-নিবন্ধ হইতে বহু বচন হরিদাস তর্কাচার্য্য (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ৫২), গোবিন্দানন্দ, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্ত গ্রন্থকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হরিদাস-উদ্ধৃত একটি অতিমূল্যবান্ সন্দর্ভ হইতে জানা যায়, তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থ ১৩৯৭ শকাব্দের (১৪৭৬ সনের) পরে বার্দ্ধক্যে রচিত হইয়াছিল এবং গৌড় সুলতান বারবক সাহ তাঁহার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৪। শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী

দীধিতির অনুমিতিপ্রকরণে এবং ব্যধিকরণ-প্রকরণে টীকাকারগণের ব্যাখ্যানুসারে "চক্রবর্ত্তী"-লক্ষণ উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে "চক্রবর্ত্তী" উপাধি বৈয়াকরণদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং বর্ত্তমানে অনেকেই অবগত নহেন যে, ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গলার নৈয়ায়িকসমাজে 'ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী" অর্থাৎ সংক্ষেপে "চক্রবর্ত্তী" উপাধি বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল।[১০] আমরা শতাধিক "ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তী" উপাধিধারী পণ্ডিতের নাম পাইয়াছি, তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার গদাধর। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারই প্রতিবিম্বগ্রন্থে শিরোমণি-উদ্ধৃত চক্রবর্ত্তীর উপরিলিখিত পূরা নামটি উদ্ধার করিয়া অতি মূল্যবান্ তথ্য কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন (৭৪।২ পত্র)। অনুমানখণ্ড ব্যতীত প্রত্যক্ষখণ্ডেও এই ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তীর টীকা রচিত

১০। ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে নৈয়ায়িকগণের সর্ব্বসাধারণ "ভট্টাচার্য্য" উপাধি সর্ব্বশেষে না বসিয়া তত্তদুপাধিবিশেষের অব্যবহিত পূর্ব্বে বসিত। "ভট্টাচার্য্য-বিশারদাৎ নরহরেঃ" (অদ্বৈতমকরন্দের টীকা), 'ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমং" (সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণব-তোষিণী), "ভট্টাচার্য্যশিরোমণিভিঃ" (ভবানন্দ). "ভট্টাচার্য্যচূড়ামণিতনয়ঃ" (রামভদ্র), "ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমরামভদ্রেণ ধীমতা" (রামভদ্রের সমাসবাদ), "ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তি-রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং" (যাদবব্যাসের মঞ্জরীসার) প্রভৃতি প্রয়োগ প্রণিধানযোগ্য। সংক্ষেপকালে "ভট্টাচার্য্য" পদটি সর্ব্বত্র বর্জ্জিত হইয়া বিশারদ, সার্ব্বভৌম, শিরোমণি প্রভৃতিরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই যুগের "চক্রবর্ত্তী" উপাধি উপেক্ষার বিষয় নহে। গদাধরের সময়ে "চক্রবর্ত্তী" উপাধির বিপর্য্যয় সাধিত হওয়ায় তাঁহার "ভট্টাচার্য্য" উপাধিমাত্র প্রচার লাভ করে।

হইয়াছিল। কারণ, বিদ্যানিবাসও প্রত্যক্ষখণ্ডের টীকায় তিন স্থলে "ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্ত্তিনঃ" বলিয়া সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (২০।১,৩০।১ ও ৬২।১ পত্রে)। ব্যধিকরণগ্রন্থে যে চারি জনের সন্দর্ভ দীধিতিকার উদ্ধৃত করিয়াছেন—চক্রবর্ত্তী, প্রগল্‌ভ, মিশ্র ও সার্ব্বভৌম—তন্মধ্যে কালানুযায়ী উৎকৃষ্ট ক্রম সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তদনুসারে চক্রবর্ত্তী মহারথি-ত্রয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বিশারদের সমকালীন ছিলেন ধরা যায়। সৌভাগ্যক্রমে বহু কুলগ্রন্থে নরহরি বিশারদের এক ভ্রাতার নাম আমরা পাইয়াছি "শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী" এবং তিনিই যে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীনাথ নাম, চক্রবর্ত্তী উপাধি এবং বিশারদের সমকালীনতা—অন্য কোন পণ্ডিত-গোষ্ঠীতে এই তিনটির সমাবেশ একত্র পাওয়া যাইবে না। অধিকাংশ কুলগ্রন্থে ভ্রাতাদের ক্রমনির্দ্দেশ আছে—"বিশারদ-ভট্টাচার্য্য-শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী-শ্রীকান্তপণ্ডিতাঃ।" অর্থাৎ শ্রীনাথ বিশারদের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত একটি মাত্র কুলপঞ্জীতে (১৮৫।১ পত্রে) কিন্তু পাওয়া যায়—"শ্রীনাথচক্রবর্ত্তি-বিশারদভট্টাচার্য্য-শ্রীকান্তাঃ।" শ্রীনাথ তদনুসারে ভ্রাতাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা সকলেই নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন, আপাততঃ এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। শ্রীনাথের অধস্তন বংশধারার উল্লেখ কোন কুলপঞ্জীতে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

৫। বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি

বাসুদেব সার্ব্বভৌমই ভ্রাতাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতির উপাধিটি মাত্র চৈতন্যসম্প্রদায়ে এবং অধিকাংশ কুলপঞ্জীতে উল্লিখিত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামীর গুরুকীর্ত্তনশ্লোকে প্রথম গুরু সার্ব্বভৌম এবং দ্বিতীয় গুরুই বিদ্যাবাচস্পতি—"ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।" তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কারণ, তৎপুত্র বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যরচিত চিন্তামণির টীকায় প্রামাণ্য-বাদাংশে তিন বার "অস্মৎপিতৃচরণাঃ" বলিয়া সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে (২৯।৩০, ৩২।১, ও ৫৬।২ পত্র দ্রষ্টব্য—প্রথম সন্দর্ভটি দীর্ঘ)। তদ্ভিন্ন বিদ্যানিবাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহানৈয়ায়িক রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি শব্দালোকের রৌদ্রী টীকায় এক স্থলে একটি দুর্লভ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—"প্রয়োগো হেতুভূতো যস্যাংতত্ত্বজ্ঞানস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা শাব্দপ্রমোপস্থিতৌ তজ্জন্যং যস্যেতি বহুব্রীহিণা শাব্দপ্রমাকরণত্বমেব উক্তলক্ষণার্থ **ইত্যস্মৎপিতামহচরণাঃ**।" (পুণার পুথি, ১০।২ পত্র)। রুদ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথ পঞ্চাননও শিরোমণিকৃত আখ্যাতবাদের টীকায় এক স্থলে "ইতি অস্মৎপিতামহচরণাঃ" বলিয়া বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (পুণার পুথি, ২৭।১ পত্র)। সুতরাং শব্দখণ্ডেও বিদ্যাবাচস্পতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের উপর রত্নগর্ভভট্টাচার্য্যরচিত "বৈষ্ণবাকূতচন্দ্রিকা" নামক টীকা বহু কাল হইল মুদ্রিত হইয়াছে। রত্নগর্ভ খুব সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি এক "বিদ্যাবাচস্পতির" বচনানুসারে টীকা রচনা করিয়াছিলেন—"ভক্তো বিদ্যাবাচস্পতিবচনদীপাবলিমতা" (শেষে ১ শ্লোক)। রত্নগর্ভের

এই গুরু আমাদের আলোচ্য বিদ্যাবাচস্পতি হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। তিনি তৎকালের একজন অতিশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন সন্দেহ নাই। রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির "ভ্রমরদূত" কাব্যের শেষে তাঁহার অতি উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায়:—

যোঽভূদ্‌গৌড়ক্ষিতিপতিশিখারত্নঘৃষ্টাঙ্ঘ্রিরেণু-
বিদ্যাবাচস্পতিরিতি জগদ্‌গীতকীর্ত্তিপ্রপঞ্চঃ।

বিদ্যাবাচস্পতির প্রকৃত নাম সম্বন্ধে এখন বিতর্কের অবসান হওয়া কর্ত্তব্য। নগেন্দ্রনাথ বসুকৃত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ১ম ভাগ ১ অংশের ১ম সংস্করণে (১৩০৫ সনে মুদ্রিত, পৃ. ২০৫-৬) আখণ্ডলবংশ মুদ্রিত হয়। তন্মধ্যে মনোহর শ্লোকে লিখিত আছে, কেশবের পুত্র নরহরি বিশারদ প্রভৃতি এবং বিশারদের দুই পুত্র বাসুদেব ও রত্নাকর (বিদ্যাবাচস্পতি)। ২য় সংস্করণেও (১৩১৮ সন, পৃ. ২৪৮-৪৯) ইহাই অবিকল মুদ্রিত হয়। এই বংশলতাটি কোন চক্রান্তকারীর জঘন্য কৃত্রিমতার পরিচায়ক; বসু মহাশয় স্বয়ং চক্রান্তের মধ্যে নাও থাকিতে পারেন। রাণাঘাটনিবাসী ৺সাতকড়ি ঘটকসংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে ইহা গৃহীত বলিয়া লিখিত হইয়াছে (পৃ. ২৩৬ পাদটিপ্পনী)। নরহরির এক ভ্রাতা ধনঞ্জয় মিশ্রের পৌত্র হইলেন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন—ইহা অসম্ভব। কারণ, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ১৫০০ সনের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই। নলডাঙ্গা রাজশাখার আদিধারাটিও কৃত্রিম (ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৭, পৃ. ৪২৮-৯ দ্রষ্টব্য)। আমরা এ যাবৎ যতগুলি কুলপঞ্জীতে সার্ব্বভৌমের বংশধারা লিপিবদ্ধ পাইয়াছি (সংখ্যা প্রায় ২০ হইবে), সর্ব্বত্র বিশারদের পিতার নামই "রত্নাকর" লিখিত আছে, কুত্রাপি তাহার ব্যতিক্রম দেখি নাই। পিতামহ-পৌত্রের এক নাম বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। কুলপঞ্জীসমূহে সার্ব্বভৌম প্রভৃতির উপাধি মাত্রই লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ দুইটি পুথিতে পূরা নাম লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল:—"রত্নাকরস্য · তৎসুতা চক্রপাণি-নরহরিবিশারদ-মীনকেতন-নারায়ণ শ্রীনাথ-শ্রীকণ্ঠাঃ। বিশারদস্য...তৎসুতা বসুদেবসার্ব্বভৌম-কৃষ্ণবিদ্যাবিরিঞ্চি-**বিষ্ণুবিদ্যাবাচস্পতি**-চণ্ডীদাসাঃ। (বঙ্গীয় সা-প-প, ২১০২ সং পুথি, ১৩১।২ ক্রোড়পত্র)। রাজসাহী মিউজিয়ামে রক্ষিত পুথিতে (১১৮।২ পত্রে) পাঠ-ভেদ এই:—চক্রপাণি-নরহরি-মীনকেতন...শ্রীকান্ত-বিসারদাঃ...বাসুদেবসার্ব্বভৌম কৃষ্ণানন্দ বিদ্যানন্দনিধি:—**বিষ্ণুদাষবিদ্যাবাচস্পতি**-পণ্ডীদাষাঃ। (কুলপঞ্জীমাত্রই কিরূপ লিপিদোষবহুল, ইহা তাহার একটি নিদর্শন।) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত অতিদুর্লভ "বিদ্যাবিরিঞ্চি"-উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তির নামনির্দ্দেশই এ স্থলে কুলপঞ্জীর অকৃত্রিমতার প্রমাণ বলিয়া ধরা যায়। দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যাবাচস্পতির রত্নাকর নামই প্রবন্ধপুস্তকাদিতে গৃহীত হইয়া আসিতেছে; আমরা তজ্জন্য তাহার অমূলকতা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিলাম।

৬। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর

অতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইঁহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি (সা-প-প, ১৩৫৭,

পৃ. ১৫৯-১৫৮)। তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির একজন টীকাকার (ঐ, পৃ. ১৫২) এবং শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার পিতা "শ্রীকান্ত পণ্ডিত" এবং পিতামহ "রত্নাকর" (ঐ, পৃ. ১৫৮)। সুতরাং তিনি সার্ব্বভৌমেরই পিতৃব্যপুত্র সন্দেহ নাই। কুলপঞ্জীতে তাঁহার পিতার "পণ্ডিত" উপাধিটি যথাযথ লিপিবদ্ধ থাকায় তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হইল। বঙ্গদেশে একই সময়ে রত্নাকরের পুত্র শ্রীকান্ত পণ্ডিত দুই জন থাকার সম্ভাবনা নাই। বরিশাল, কাশীপুরনিবাসী পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরের পিতা-পিতামহের নাম জানা যায় না। তিনি ভিন্ন ব্যক্তি এবং ভিন্নবংশীয় (কাশ্যপ গোত্র, চট্টবংশীয়) ছিলেন সন্দেহ নাই, যদিও স্থানীয় ইতিহাসে তাঁহাকেই কলাপের প্রসিদ্ধ টীকাকার হইতে অভিন্ন ধরা হইয়াছে। (বৃন্দাবনচন্দ্র পূতত্বণ্ডের চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস, পৃ. ৬০-৬২)।

৭। পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য

দীধিতির অনুমিতিগ্রন্থে অনুমানস্বরূপ প্রস্তাবে মূলের "তচ্চেতি" বাক্যের ব্যাখ্যায় একজন পূর্ব্বটীকাকারের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"অনুমিতের্জ্ঞানাকরণকজ্ঞানত্বেন প্রত্যক্ষমিতিমধ্যনিবেশে তৎকরণস্যাপি প্রত্যক্ষপ্রমাণান্তর্ভাবঃ স্যাদিতি তন্নিরস্ত্যতি তচ্চেতীত্যাপি কশ্চিৎ।" এ স্থলে একজন মাত্র টীকাকার রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার প্রতিবিম্বগ্রন্থে পূবতন টীকাকারের নামটি লিখিতে বিস্মৃত হন নাই—"পুরুষোত্তমভট্টাচার্য্যমতং লিখতি, অনুমিতেরিতি।" (৪৮।১ পত্র) কেবল তাহাই নহে, যাহারা এ স্থলে পুরুষোত্তমমতে শিরোমণির অস্বরস উদ্ভাবন করিয়াছেন, "মৎসরাঃ" বলিয়া তাঁহাদের দোষ দেখাইয়া বিদ্যালঙ্কার স্বয়ং উপসংহার করিয়াছেন, "নাস্ত্যেব বাহস্বরসঃ।" অনুমান হয়, রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার পুরুষোত্তমের আত্মীয় ছিলেন। অনুমিতিলক্ষণে মিশ্রমতের আলোচনায় দীধিতিতে আছে, "পরেতু পক্ষধর্ম্মতেত্যত্র পক্ষতাবিশেষণং ইত্যাদি।" বস্তুতঃ কিন্তু পক্ষধর মিশ্রের আলোক টীকায় 'পক্ষতাবিশেষণং' এইরূপ কোন স্পষ্টোক্তি নাই। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার পূর্ব্বে এক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ন চ বক্ষ্যমাণপক্ষতাজন্যস্বরূপবিশেষণাভাবাদেব নাতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যং, **পুরুষোত্তমভট্টাচার্য্যীয়ং** হেতন্মতং তৈস্ত (মিশ্রৈঃ) তন্ন দত্তম্। যদি চ তদ্ধীয়তে…।" (১৮।২ পত্র) সুতরাং এখানেও বিদ্যালঙ্কার অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুরুষোত্তমের পরিচয় অজ্ঞাত। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী'তে কাঞ্জিলালবংশীয় এক পুরুষোত্তমের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি বিদ্যাবাচস্পতির জামাতা ছিলেন—"বিদ্যাবাচস্পতেঃ কন্যা ব্যূঢ়া চ পুরুষোত্তমৈঃ" (পৃ. ১১৫, পুথির বিশুদ্ধ পাঠ দেখিয়া ছন্দোদুষ্ট অশুদ্ধ পাঠ সংশোধিত হইল)। উভয় পুরুষোত্তম অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

৮। কবিমণি ভট্টাচার্য্য

বিদ্যানিবাস প্রত্যক্ষখণ্ডের মঙ্গলবাদের টীকায় অজ্ঞাতপূর্ব্ব এই নৈয়ায়িকের "শিষ্ট"-লক্ষণ শ্রদ্ধা সহকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"কবিমণিভট্টাচার্য্যাস্তু, যাবদ্দোষানন্তসংসর্গাভাববত্ত্বং তত্ত্বং, তেন নাতিব্যাপ্তির্ন বা ঈশোহলক্ষ্যঃ। পুরুষত্বঞ্চ বাচ্যমতো নাচেতনেঽতিব্যাপ্তিরিত্যাহুঃ।"

(২২।১ পত্র)। ইহার পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অবসথী চট্টবংশীয় দিগম্বরপ্রকরণ বিজয়-পুত্র মুকুন্দের কুলবিবরণে পাওয়া যায়, "মুকুন্দস্য…ততঃ কন্যা **কবিমুনিভট্টেন** নীতা" (বঙ্গীয় সা-প, ২১০২ সং পুথির ২৬২।১ পত্র)। উভয়ে অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। কুলগ্রন্থোক্ত কবিমণি কিন্তু বিদ্যানিবাসের সমকালীন। কারণ, উক্ত মুকুন্দের ভ্রাতা কৃষ্ণাই সার্ব্বভৌমপুত্র বাহিনীপতির এক কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

৯। কাশীনাথ বিদ্যানিবাস

এই বিখ্যাত পণ্ডিত নিঃসন্দেহ শিরোমণির বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। আইন্ ই-আকবরীতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে ইহার নাম আছে (I. H. Q., XII., p. 35)। ১৪৮০ শকাব্দে (১৫৫৮ সনে) ইনি "সচ্চরিতমীমাংসা" রচনা করেন—খণ্ডিত প্রতিলিপি বরোদায় রক্ষিত আছে। ১৫১০ শকেও (১৫৮৯ সনে) তিনি জীবিত ছিলেন, কৃত্যকল্পতরুর এক পুথি তাঁহার জন্য তখন লিখিত হইয়াছিল। লিপিকার "শূদ্ররবিচন্দ্র" তৎকালে বিদ্যানিবাসের দিগন্তব্যাপী কীর্ত্তি ও সম্মানের পরিচয় একটি মনোহর আর্য্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

সর্ব্বজগতীপ্রতিষ্ঠিতভট্টাচার্য্যৌঘমৌলিরত্নানাং।
নৈয়তকালিকপুস্তকমেতদ্বিদ্যানিবাসানাম্॥ (I., 2183)

তৎকালে তিনি কাশীধামে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, শিরোমণি এক স্থলে তাঁহার পিতা বিদ্যানিবাসের 'বিবক্ষা' উদ্ধৃত করিয়াছেন (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ১২)। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি যৌবনারম্ভে অতি অল্প বয়সেই তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়া অলৌকিক প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন এবং শাস্ত্রোক্ত প্রায় ১২০ বৎসর পরমায়ু পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যক্ষখণ্ডের যে টীকাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে শিরোমণির নাম কিম্বা সন্দর্ভ পাওয়া যায় না। এই মূল্যবান্ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহা বঙ্গাক্ষরে লিখিত, পত্রসংখ্যা ৬৮, মঙ্গলবাদ হইতে জ্ঞপ্তিবাদ পর্য্যন্ত উপলব্ধ। লিপিকাল যথা, শুভমস্তু শকাব্দা ১৫০৫ ২৬ মাঘ, মহোপাধ্যায় শ্রীবিদ্যানিবাসভট্টাচার্য্যস্য পুস্তকমিদং শ্রীকৃষ্ণদাসঘোষেণ লিখিতমিতি। প্রারম্ভ যথা,

মনঃসমাকর্ষণমূলমন্ত্রঃ সিদ্ধাঞ্জনং সন্তমসপ্রচারে।
জীবাতুরাভীরকৃশোদরীণাং জীয়ান্মুরারের্ম্মুরলীনিনাদঃ॥
সানন্দং ত্রিদশৈঃ সকৌতুকমুমাসখ্যা গণৈঃ সাদ্ভুতং
সাকূতং গিরিকন্যয়া সচকিতং চেতোভুবা বীক্ষিতাঃ।
তৎফুল্লৈকসরোরুহোদরমিলদ্ভৃঙ্গালিভঙ্গীভৃতাং
পান্তু ত্বাং শশিশেখরস্য গিরিজাবক্ত্রে দৃশাং বিভ্রমাঃ॥
বিশারদতনূজস্য বিদ্যাবাচস্পতেঃ সুতঃ।
বিদ্যানিবাসস্তনুতে চিন্তামণের্ব্বিবেচনম্॥

পূর্ব্বোক্ত বিশারদাদির নামোল্লেখ ব্যতীত ইহাতে "অস্মদুপাধ্যায়াস্তু" (৪ বার, ৬,১, ৪১।১-২

ও ৫৩।১ পত্র), উপাধ্যায়াস্তু (২০।২), তত্ত্বালোককৃতঃ (৪০।১), ত্রিসূত্রীনিবন্ধ (৩।২), ত্রিসূত্রীপ্রকাশ (২৪), দর্পণোক্তং (২৪), মিশ্রাস্তু (২৫, ২৮, ৩১, ৩৫, ৩৭, ৪১), প্রভাকৃতঃ (৫৫।২, ৫৭।১), প্রভাকর (৫২।১), যজ্ঞপতি (৪১।১, ৪৩।১), ভাষ্য (৪।১ প্রভৃতি), "বর্দ্ধমান-গঙ্গাদিত্যানুমতঃ" (৫৩।১), শশধর (২২।১), শোন্দড় (৪৯।২) এবং "সার্ব্বভৌম-চরণাঃ" (২০।১) বলিয়া বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। মিশ্র এখানে পক্ষধর মিশ্রই বটে। ৫১।২ পত্রে "ইতি শ্রীবিশারদচরণা বদন্তি" বাক্যের ভাষা দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, গ্রন্থরচনাকালে বিশারদ অতি বার্দ্ধক্যাবস্থায় জীবিত ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ ১৪৯০ সনের কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স অনধিক ২৫ হইবে। তৎকালে সম্ভবতঃ তিনি নবদ্বীপেই বাস করিতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের অল্প পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম পুরী হইতে বারাণসী গিয়া বাস করেন। তৎপূর্ব্বে এই পরিবার স্থায়িভাবে কাশীর অধিবাসী ছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই।

নগেন বসুর উদ্ধৃত কৃত্রিম কুলপঞ্জীর শ্লোকে বিদ্যানিবাসের প্রকৃত নাম ম'ই, কিন্তু সংসৃষ্ট বংশলতায় "কাশীনাথ" নাম মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা রাজসাহীর কুলপঞ্জীতে "কাশীনাথ বিদ্যানিবাষ" এবং পরিষদের পুথিতে "কাশী বিদ্যানিবাস" নাম দেখিয়া তাহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম। কাশীতে বিদ্যানিবাসের কীর্ত্তিকথা এবং কুলপঞ্জীতে বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত পারিবারিক কথা অপ্রাসঙ্গিক বোধে বিবৃত করিলাম না। বিদ্যানিবাসের একটি বংশধারা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় এখনও পূর্ব্ববঙ্গে জীবিত আছে।

উল্লিখিত নয় জন মহানৈয়ায়িক ব্যতীত আরও বহুতর নৈয়ায়িক বঙ্গদেশে শিরোমণির পূর্ব্বে ছিলেন, যাঁহাদের নাম ও গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। কালক্রমে পুথি আলোচনার ফলে কতিপয় নাম আরও আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। সার্ব্বভৌমের গ্রন্থে প্রায় অগণনীয় পূর্ব্বব্যাখ্যাবচন 'কশ্চিৎ,' 'কেচিৎ,' 'অন্যে,' 'উক্তানাঃ' প্রভৃতি নির্দ্দেশপূর্ব্বক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং "ইতি মূর্খপ্রলাপঃ" (২৫।১), "তদুন্মত্তভাষিতং" (১:৮১), "কশ্চিদ্-বিপশ্চিন্মন্যো" (৯৮।২) প্রভৃতি ভাষায় বহুতর সমকালীন ও পূর্ব্বকালীন নৈয়ায়িকের উপর আক্রমণ আছে। ইঁহাদের অনেকেই বাঙ্গালী ছিলেন সন্দেহ নাই। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে বহু স্থলে শিরোমণির বচন উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। অথচ শ্রাদ্ধতত্ত্বে ও একাদশীতত্ত্বে শব্দখণ্ডের একটি বিচারে—অব্যয়পদানুবাদে তু বিভক্তের্নানুবাদকতা—প্রমাণস্বরূপ লিখিয়াছেন, "এবমেব **ঈশান-ন্যায়াচার্য্যাঃ**।" এ স্থলে সহজেই অনুমিত হয়, ঈশান ন্যায়াচার্য্য শিরোমণির পূর্ব্ববর্ত্তী একজন পরম প্রামাণিক নৈয়ায়িক ছিলেন। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ নাম গ্রন্থান্তরেও দুষ্প্রাপ্য হইবে না।

নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ শতাধিক বর্ষ যাবৎ নব্য ন্যায়ের ইতিবৃত্তমূলক অনেক গল্প শিষ্য-পরম্পরায় প্রচারিত করিয়াছেন এবং তাহাই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পণ্ডিতসমাজে বদ্ধমূল

হইয়াছে। শিরোমণি সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন, এই একটি মাত্র তথ্য ব্যতীত গল্পগুলি প্রায় সর্ব্বাংশে অমূলক ও কাল্পনিক বলিয়া এক্ষণে নির্ণীত হইতেছে।

প্রবন্ধোক্ত নয় জন পণ্ডিতের মধ্যে প্রগল্‌ভ বারেন্দ্রশ্রেণীয়, পুরুষোত্তম ও কবিমণির পরিচয় সন্দেহযুক্ত। বাকী ছয় জনই বিশারদ ও তাঁহার ভ্রাতৃগোষ্ঠী অর্থাৎ রাঢ়ীয় বন্দ্যবংশীয়। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই বংশধারার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অক্ষুণ্ণ ছিল। বাঙ্গলার সারস্বত ইতিহাসে এত দীর্ঘকালব্যাপী একটিমাত্র পরিবারের অপূর্ব্ব অবদান তুলনারহিত সন্দেহ নাই।

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

(ক) বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : ? ; মৃত্যু : ১৯০১

১। **মেঘনাদ ব্যঙ্গকাব্য**। (১ আগষ্ট ১৮৭৮)। পৃ. ৩২

২। **আচাভুয়ার বোম্বাচাক** (সামাজিক নক্‌শা)। ? (১০ আগষ্ট ১৮৮০)। পৃ. ৮৪

৩। **অহল্যা-হরণ** (পৌরাণিক নাট্য-গীতি)। (ইং ১৮৮১)। পৃ. ৩২

৪। **রাবণ-বধ** (পৌরাণিক দৃশ্য-কাব্য)। মাঘ ১২৮৮ (২ মার্চ ১৮৮২)। পৃ. ১০৪

৫। **দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর** (নাটক)। ১২৯১ সাল (১৪ মে ১৮৮৪)। পৃ. ১০৪

৬। **রাজসূয় যজ্ঞ** (পৌরাণিক নাটক)। (৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫)। পৃ. ৮৫

৭। **প্রভাস-মিলন** (পৌরাণিক গীতিনাট্য)। কার্ত্তিক ১২৯৪ (১৩ নবেম্বর ১৮৮৭)। পৃ. ৬২

৮। **সীতা-স্বয়ম্বর** (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। (১৫ এপ্রিল ১৮৮৮)। পৃ. ৭০

৯। **নন্দবিদায়** (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। ভাদ্র ১২৯৫ (৭ নবেম্বর ১৮৮৮)। পৃ. ৭৪

১০। **পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ** (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। অগ্রহায়ণ ১২৯৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ৬৩

১১। **জন্মাষ্টমী**। (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। পৃ. ৬৩

১২। **মোহশেল** (চম্পূনাট্য)। (৫ মার্চ্চ ১৮৯১)। পৃ. ২০

১৩। **খণ্ডপ্রলয়**। (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩)।

১৪। **মুই হ্যাদু**। (পঞ্চরং)। ১৩০০ সাল (১১ জানুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ৫৫

১৫। **মিলন** (সামাজিক নাটক)। ১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৪ ?)। পৃ. ১৪৪

১৬। **হরি-অন্বেষণ** (পৌরাণিক নাট্যগীতি) ১৩০১ সাল (ইং ১৮৯৪ ?)। পৃ. ৬৪

১৭। **যমের ভুল** (পঞ্চরং)। ১৩০১ সাল (২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৪)। পৃ. ৪৫

১৮। **রক্ত-গঙ্গা**। ১৩০২ সাল (২৩ অক্টোবর ১৮৯৫)। পৃ. ২৮

১৯। **ধ্রুব**। ৫ আশ্বিন ১৩০৩ (ইং ১৮৯৬)। পৃ. ৭৫

২০। **নবরাহা** (পঞ্চরং)। ১ জানুয়ারি ১৮৯৭। পৃ. ৩৩

২১। **নরোত্তম ঠাকুর** (ধর্ম্মমূলক দৃশ্যকাব্য)। ২০ পৌষ ১৩০৩ (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ১২৮

গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩):—পাণ্ডব নির্ব্বাসন, দুর্য্যোধন-বধ, রাবণ-বধ, নন্দবিদায়, প্রভাস মিলন, বৃন্দাবন দৃশ্যাবলী, অক্রুর সংবাদের গীত, সুভদ্রাহরণ, কুমার-সম্ভব নাটকের গীত, বাণ-যুদ্ধ, মেঘনাদ ব্যঙ্গকাব্য।

দ্বিতীয় ভাগ :—ভীষ্ম-মহিমা, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, রাজসূয় যজ্ঞ, সীতা-স্বয়ম্বর, গোলোক-বিহার, বাঁশিকাশী, আচাভুয়ার বোম্বাচাক, পরিক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, অহল্যা-হরণ।

(খ) অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ২০ জুলাই ১৮৭৫ ; মৃত্যু : ১৫ মে ১৯৩৪

১। **রঙ্গিলা** (কৌতুক নাটিকা)। ১৩২১ সাল (২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ৬৮।
…মিনার্ভা, ১১ পৌষ ১৩২১।

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই।

২। **আহুতি** (প্রেম ও ধর্ম্মমূলক নাটক)। চৈত্র ১৩২১ (৫ মার্চ্চ ১৯১৫)। পৃ. ৯৮।
…মিনার্ভা, ২২ ফাল্গুন ১৩২১।

'সাইন্ অব দি ক্রসে'র ছায়াবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকার "নিবেদনে" লিখিয়াছেন :—
"নাটক প্রণয়নে এই আমার প্রথম উদ্যম।"

৩। **শুভদৃষ্টি** (সামাজিক নাটক)। শ্রাবণ ১৩২২ (৫ ডিসেম্বর ১৯১৫)। পৃ. ১১২।
…মিনার্ভা।

'Lady of Lions' অবলম্বনে লিখিত।

৪। **রামানুজ** (ধর্ম্মমূলক নাটক)। ১৩২৩ সাল (১১ জুলাই ১৯১৬)। পৃ. ২০৪।
…মিনার্ভা, ৩১ আষাঢ় ১৩২৩।

৫। **উর্ব্বশী** (পৌরাণিক গীতিনাট্য)। ? (২৭ মে ১৯১৯)। পৃ. ১১৪।…ষ্টার,
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

৬। **দুমুখো সাপ** (কৌতুক নাটিকা)। ? (২০ আগষ্ট ১৯১৯)। পৃ. ৯১।
…ষ্টার, ২৪ শ্রাবণ ১৩২৬।

উইলিয়ম কন্‌গ্রীভের The Double Dealer অবলম্বনে।

৭। **রাখী-বন্ধন** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩২৭ সাল (৮ জুলাই ১৯২০)। পৃ.
১১৬।…ষ্টার, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

ইবসেনের The Warriors at Helgeland অবলম্বনে।

৮। **ছিন্ন-হার** (সামাজিক নাটক)। ১৩২৭ সাল (২২ সেপ্টেম্বর ১৯২০)। পৃ.
২০৭।…ষ্টার, ৫ ভাদ্র ১৩২৭।

৯। **বাসবদত্তা** (প্রাচীন চিত্র)। ফাল্গুন ১৩২৭ (১১ মার্চ ১৯২১)। পৃ. ১৬৯।
…ষ্টার, ২ মাঘ ১৩২৭।

১০। **অযোধ্যার বেগম** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (১০ ডিসেম্বর ১৯২১)। পৃ.
১৭৫।…ষ্টার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৮।

১১। **অপ্সরা** (গীতি-নাটিকা)। ভাদ্র ১৩২৯ (৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২)। পৃ. ৩৬।
…ষ্টার, ২ ভাদ্র ১৩২৯।

১২। **সুদামা** (ভক্তিমূলক গীতিনাটক)। ? (১৫ নবেম্বর ১৯২২)। পৃ. ৭৫।
…ষ্টার, ৬ আশ্বিন ১৩২৯।

১৩। **ভদ্রা** (গার্হস্থ্য উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩৩০ (২৫ মে ১৯২৩)। পৃ. ১৭৬।

১৪। **কর্ণার্জ্জুন** (সচিত্র পৌরাণিক নাটক)। ? (২৯ জুলাই ১৯২৩)। পৃ. ১৭৭।
…আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ১৫ আষাঢ় ১৩৩০।

১৫। **ইরাণের রাণী** (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (১২ জানুয়ারি ১৯২৪)। পৃ. ১০০।… আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ১৭ পৌষ ১৩৩০।
"ইংরাজী নাটক অবলম্বনে।"

১৬। **বন্দিনী** (নাটক)। পৌষ ১৩৩১ (২৮ ডিসেম্বর ১৯২৪)। পৃ ৯৪।… আর্ট থিয়েটার লিঃ, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ১০ পৌষ ১৩৩১।

১৭। **শ্রীকৃষ্ণ** (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ (১৫ মে ১৯২৬)। পৃ. ২৩৮।
…ষ্টার।

১৮। **চণ্ডীদাস** (প্রেম-ভক্তিমূলক নাটক)। ? (২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ১২৪।
… ষ্টার, ১০ পৌষ ১৩৩৩।

১৯। **শ্রীরামচন্দ্র** (পৌরাণিক নাটক)। ? (১৯ জুলাই ১৯২৭)। পৃ. ২০৪।
…আর্ট থিয়েটার, মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে, ১৬ আষাঢ় ১৩৩৪।

২০। **মগের মুলুক** (ঐতিহাসিক নাটক)। (১০ ডিসেম্বর ১৯২৭)। পৃ. ৬৮।

২১। **পুষ্পাদিত্য** (গীতিনাট্য)। (২৪ ডিসেম্বর ১৯২৭)। পৃ. ১০৪।

২২। **ফুল্লরা** (পৌরাণিক নাটক)। ? (৭ ডিসেম্বর ১৯২৮)। পৃ. ১৪৬।· ষ্টার, ৪ কার্ত্তিক ১৩৩৫।

২৩। **মন্ত্রশক্তি** (সামাজিক নাটক)। ? (১ মার্চ ১৯৩০)। পৃ. ১৮৪।…আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।
শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর উপন্যাস হইতে নাটকাকারে রূপান্তরিত।

২৪। **শকুন্তলা** (পৌরাণিক নাটক)। ? (ইং ১৯৩০ *)। পৃ. ১৬০।… ষ্টার।

২৫। **মুক্তি** (প্রহসন)। ? (১০ জুন ১৯৩১)। পৃ ৪৭।…আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ১৬ পৌষ ১৩৩৭।

২৬। **শ্রীগৌরাঙ্গ** (ভক্তিমূলক নাটক)। আশ্বিন ১৩৩৮ (১ অক্টোবর ১৯৩১)। পৃ. ১৭৯।… ষ্টার, ২ আশ্বিন ১৩৩৮।

২৭। **পোষ্যপুত্র** (সামাজিক নাটক)। চৈত্র ১৩৩৮ (১১ এপ্রিল ১৯৩২)। পৃ. ১৬৯।…আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮।
শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর উপন্যাস হইতে নাটকাকারে রূপান্তরিত।

২৮। **বিদ্রোহিণী** (নাটক)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ (২ ডিসেম্বর ১৯৩২)। পৃ ১২৮।
…আর্ট থিয়েটার, ষ্টার রঙ্গমঞ্চে, ১৯ কার্ত্তিক ১৩৩৯।

২৯। **রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর** (আত্মকথা)। শ্রাবণ ১৩৪০ (ইং ১৯৩৩)। পৃ. ১৯৫।

৩০। **মা** (সামাজিক নাটক)। ১৪ পৌষ ১৩৪০ (১ জানুয়ারি ১৯৩৪)। পৃ. ১৬৭।
…নাট্যনিকেতন, ১ পৌষ ১৩৪০।
শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর উপন্যাস হইতে নাটকাকারে বিরচিত।

---

* ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র "সাহিত্য-সংবাদ" দ্রষ্টব্য।

ভূষণকার ও ভূষণমত

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে 'ন্যায়সার'কার ভাসর্বজ্ঞের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার গ্রন্থের পঠন-পাঠন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং উহার অন্যূন অষ্টাদশখানি টীকাগ্রন্থ[১] রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ন্যায়ভূষণনামক তাঁহার স্বকৃত টীকা[২] অন্যান্য টীকাগ্রন্থ, এমন কি, মূল ন্যায়সারকেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অতিক্রম করিয়াছিল। গুণরত্ন সূরি এবং মলধারী রাজশেখর সূরি ন্যায়ভূষণকে ন্যায়সারের সমস্ত টীকার মধ্যে প্রাধান্য দিয়াছেন। বস্তুতঃ পরবর্তী গ্রন্থকারেরা ন্যায়ভূষণের মতই উদ্ধার এবং খণ্ডন করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই ন্যায়সারের নাম করেন নাই। ইহাকে তৎকালে ন্যায়ভূষণসূত্র এবং ভাসর্বজ্ঞকে ন্যায়ভূষণসূত্রকার[৩] বলা হইত। ন্যায়সারপদপঞ্জিকাকর্তা বাসুদেব ন্যায়ভূষণকে মহাসাগরের[৪] সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি ন্যায়ভূষণ ভূষণ[৫] নামক ভূষণগ্রন্থের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। পুনা হইতে প্রকাশিত ন্যায়সারের ভূমিকায় দেবধর বলেন, বাসুদেবই ভূষণকার। কিন্তু রাঘব ভট্টের টীকা[৬] এবং প্রকাশ্যমান অন্যান্য প্রমাণ হইতে ভাসর্বজ্ঞই যে ভূষণকার, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে। ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ন্যায়সারপদপঞ্জিকায় বাসুদেবের গ্রন্থের নাম 'ন্যায়ভূষণভূষণ'রূপেই গৃহীত হইয়াছে।

১। ভাসর্বজ্ঞ-প্রণীতে ন্যায়সারে অষ্টাদশ টীকাঃ তাসু মুখ্যা ন্যায়ভূষণাখ্যা [।] ন্যায়কলিকা জয়ন্তরচিতা [।] ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতর্কশ্চ। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তি [Bibl. Ind.] গুণরত্ন। এখানে ন্যায়কলিকা এবং ন্যায়-কুসুমাঞ্জলির সহিত ন্যায়সারের কোন সম্বন্ধ নাই। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তির পাঠে গোলমাল থাকায় মহামহোপাধ্যায় ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় গ্রন্থ দুইখানিকে ন্যায়সারের টীকা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। উভয় গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাসর্বজ্ঞো ন্যায়সারতর্কসূত্রবিধায়কঃ
ন্যায়সারাভিধে তর্কে টীকা অষ্টাদশ স্ফুটাঃ
ন্যায়ভূষণনাম্নী তু টীকা তাসু প্রসিদ্ধিভাক্।

ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়, রাজশেখর।

২। ভূষণে তু ভাসর্বজ্ঞেরজ্ঞানস্য রোগাদেরিতি ব্যাকুর্বদ্ভিরীদৃশ এব পাঠঃ কণ্ঠতোঽপি প্রতিষ্ঠিত ইতি—P. V. Vaidya's Notes on Nyāyasāra, পৃ. ২।

৩। যদপি ন্যায়ভূষণসূত্রকারেণোক্তম্... স্যাদ্বাদমঞ্জরী [Ed. Dhruva, Intro. p. Lvi]

৪। ন্যায়ভূষণমহাম্বুধৌ বুধা যেঽলমাবিচরিতুং ন জানতে
তৎকৃতে কৃতিরিয়ং ময়া কৃতা ন্যায়সারপদপঞ্জিকাভিধা।— ন্যায়সার, পুনা, পৃ. ৯৮।

~~৫। প্রতিজ্ঞাবিশেষহান্যাদয়োঽপ্যাভিন্নভূষণভূষণে দৃষ্টিহিতাঃ। ন্যায়সার, ত্রিভেন্দ্রম, পৃঃ ৮১।~~

৬। পাদটীকা ২।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্তও ন্যায়ভূষণ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পরবর্তী দার্শনিক গ্রন্থসমূহে ইতস্তত উদ্ধৃত অংশসমূহেই নিবদ্ধ। স্বর্গত দালাল মহাশয় ন্যায়ভূষণের একখানি পুঁথি দেখিয়াছিলেন। উহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি ভাসর্বজ্ঞের প্রকৃত নাম ভাবসর্বজ্ঞ বলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি উক্ত পুঁথির বিবরণ অথবা প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ না করিলেও ন্যায়ভূষণ যে ভাসর্বজ্ঞেরই অন্যতম রচনা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন[৭]।

বিভিন্ন গ্রন্থে ন্যায়ভূষণ হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি 'ন্যায়ভূষণকারঃ', 'ভূষণকারঃ', 'ভূষণীয়াঃ', 'ভূষণঃ', অথবা 'ভূষণমতম্' এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী Six Buddhist Nyāya Tracts গ্রন্থের ভূমিকায় চারি জন ভূষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়ভূষণ নামক মীমাংসাগ্রন্থ এবং কণাদন্যায়ভূষণ ব্যতীত অন্য দুইখানি গ্রন্থ অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কিরণাবলী এবং তার্কিকরক্ষায় উক্ত ভূষণ-মতের উপর নির্ভর করিয়া ন্যায়ভূষণ নামক ন্যায়সূত্রের কোন বৃত্তি ছিল, ৺বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদের এই অনুমান এবং তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমোদন সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ, উদ্ধৃত প্রত্যেকটি অংশই ন্যায়সারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ন্যায়ভূষণ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন কথা বলা যাইবে না।

এ পর্যন্ত যতগুলি গ্রন্থে ভূষণমত উদ্ধৃত দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে রত্নকীর্তিকৃত (৯৫০-১০০০ খৃঃ অব্দ) অপোহসিদ্ধি ও ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি এবং উদয়নাচার্য-(৯৮৪ খৃঃ অব্দ) কৃত কিরণাবলী সর্বপ্রাচীন। বাদিদেব সূরির (১১৪৭ খৃঃ অব্দ) স্যাদ্বাদরত্নাকর, বল্লভাচার্যের (১২শ শতাব্দী) ন্যায়লীলাবতী, বরদরাজের (১১৫০ খৃঃ অব্দ) তার্কিকরক্ষা, মাধবাচার্যের (১৩৩১-১৩৯১ খৃঃ অব্দ) সর্বদর্শনসংগ্রহ, জয়সিংহ সূরির (১৩৬৫ খৃঃ অব্দ) ন্যায়তাৎপর্য-দীপিকা, ভট্ট রাঘবকৃত ন্যায়সারবিচার, জ্ঞানপূর্ণকৃত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যবিদ্যাসাগরী, মল্লিনাথকৃত তার্কিকরক্ষানিষ্কণ্টকা, বেঙ্কটনাথকৃত তত্ত্বমুক্তাকলাপ এবং ভট্ট দিনকরকৃত মুক্তাবলী-প্রকাশেও ভূষণমত উদ্ধৃত হইয়াছে। তালিকাটি অসম্পূর্ণ। যদৃচ্ছাক্রমে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ কালে দৃষ্ট ভূষণমতগুলিই এখানে সংগৃহীত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থগুলিতে অধিকাংশ স্থলেই খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ন্যায়ভূষণের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে ন্যায়দর্শনে ভূষণকারের দান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে না। কারণ, বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণতঃ প্রকরণ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে দুর্বল যুক্তিগুলি উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়া থাকেন। অনেক সময় মূল গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় পরম্পরাপ্রাপ্ত ভ্রান্ত মতও অন্যের উপর আরোপ করিতে দেখা যায়। যাহা হউক, বিভিন্ন গ্রন্থে ভূষণের মত বলিয়া উল্লিখিত বিষয়গুলি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—ইহাতে ভূষণমত বুঝিবার কিছু সুবিধা হইতে পারে।

৭। **Introduction to Ganakārikā, G. O. S.**

রত্নকীর্তি

রত্নকীর্তি বলেন, সূর্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হইলে তাহা দ্বারা আলোকিত সমস্ত বস্তুরই প্রত্যক্ষের প্রসঙ্গ হইবে, ইহা ভূষণের মত[৮]।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধমতে প্রতীত্যসমুৎপাদ স্বীকার করিলে যে সন্নিকর্ষদ্বারা দণ্ড সূত্র প্রভৃতি কুত্রাপি সম্বদ্ধ হয়, সেই একই সন্নিকর্ষ ভিন্নদেশস্থিত পুরুষ এবং স্ফটিকে দণ্ডী সূত্রী প্রভৃতি ব্যবহারের কারণ কেন হইবে না[৯]?

অপর এক স্থলে ন্যায়ভূষণমতে যেখানে অসিদ্ধ হেত্বাভাস, রত্নকীর্তির মতে তাহা বিরুদ্ধ।[১০]

ভূষণমতে স্থির পদার্থে প্রথম কার্যোৎপাদনকালেই পরবর্তী কার্যোৎপাদনের স্বভাব বর্তমান থাকে। সুতরাং প্রথম ক্ষণেই সমস্ত কার্য করুক, বৌদ্ধদের এই আপত্তি 'আমি বন্ধ্যার পুত্র' এই বাক্যের মত স্ববচনবিরোধী। ভাবী কার্যোৎপাদনস্বভাববস্তু বর্তমানে কার্য করিবে কিরূপে? নীলদ্রব্যের কারণ হইতে পীতদ্রব্য কোন দিনই উৎপন্ন হইবে না।[১১]

উদয়ন

উদয়ন বলেন, ভূষণমতে 'লক্ষণ' 'চিহ্ন' এবং 'লিঙ্গ' এই তিনটী শব্দ সমানার্থক।[১২] টীকাকার বর্ধমান এই প্রসঙ্গে বলেন, লক্ষণ মাত্র কেবলব্যতিরেকী হইয়া থাকে। কিন্তু ভূষণকার উহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী ধরিয়াছেন।[১৩] অন্যত্র উদয়ন বলেন, বৈশেষিকসম্মত

৮। যচ্চাত্র ন্যায়ভূষণেন সূর্যাদিগ্রহণে তদুপকার্যাশেষবস্তুরাশিগ্রহণপ্রসঞ্জনমুক্তং তদভিপ্রায়ানবগাহনফলম্। অপোহসিদ্ধিঃ, পৃ ১১।

৯। যৎ পুনরত্র ন্যায়ভূষণোক্তং ন হ্যেবং ভবতি। যয়া প্রত্যাসত্ত্যা দণ্ডসূত্রাদিকং প্রসর্পতি কচিন্নান্যত্র সৈব প্রত্যাসত্তিঃ পুরুষস্ফটিকদণ্ডিসূত্রিত্বাদিব্যবহারনিবন্ধনমস্তু কিং দণ্ডসূত্রাদিনা? ঐ, পৃ ১৫।

১০। অথ [ক্ষণভঙ্গপক্ষে সামর্থ্যাপ্রতীতিরূপো] দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ তদাহস্তি তাবৎ সামর্থ্যপ্রতীতিঃ সাচ ক্ষণিকত্বে যদি নোপপদ্যতে তদাবিরুদ্ধং বক্তুমুচিতম্। অসিদ্ধমিতি তু ন্যায়ভূষণীয়ঃ প্রায়ো বিলাপঃ। ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিঃ, পৃ. ৩১।

১১। ন্যায়ভূষণোঽপি লপতি প্রথমকার্যোৎপাদনকালে হি উত্তরকার্যোৎপাদনস্বভাবঃ। অতঃ প্রথমকাল এবাশেষাণি কার্যাণি কুর্যাদিতি চেৎ তদিদং মাতা মে বন্ধ্যেত্যাদিবৎ স্ববচনবিরোধাদযুক্তম্। যো হ্যুত্তরকার্যজননস্বভাবঃ স কথমাদৌ তৎ কার্যং কুর্যাৎ। ন তর্হি তৎকার্যকরণস্বভাবঃ। নহি নীলোৎপাদনস্বভাবঃ পীতাদিকমপি করোতীতি।" পৃ. ৫৮ এবং ৪১।

১২। যৎ পুনরাহ ভূষণো লক্ষণং চিহ্নং লিঙ্গমিতি পর্যায়াঃ, তদসৎ। কিরণাবলী (Bibl Indica) পৃ. ১৯৭।

১৩। লক্ষণস্ত কেবলব্যতিরেকিত্বম্। অবিদুষা ভূষণেনান্বয়ব্যতিরেকিত্বমভ্যুপেত্যোপাদিতং দূষণমুপন্যস্ততি যৎপুনরিতি। কিরণাবলীপ্রকাশ, ঐ, পৃ. ১৯৭।

কর্ম্মপদার্থ গুণপদার্থের অন্তর্ভুক্ত।[১৪] এই মতটি দার্শনিকসমাজে বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন মীমাংসাচার্য বাদরি এই মতাবলম্বী ছিলেন, ইহা মণ্ডনমিশ্রকৃত ভাবনাবিবেকের উম্বেককৃত টীকা পাঠে বুঝা যায়।[১৫] পরবর্তী কালে লীলাবতীকণ্ঠাভরণ,[১৬] মুক্তাবলীপ্রকাশ[১৭] এবং তার্কিকরক্ষার টীকা নিষ্কণ্টকায়[১৮] ভূষণের এই মতটী উল্লিখিত হইয়াছে। ন্যায়কুমুদচন্দ্রকার কোন নাম না করিয়া পরপক্ষের এই মতটীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, কোন কর্মে আলোকযুক্ত অবয়বিদ্রব্যের সংযোগ এবং বিভাগপরম্পরা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। এই সংযোগ বিভাগ-পরম্পরা উর্দ্ধদেশে নিয়ত হইলে তাহাকে উৎক্ষেপণ এবং অধোদেশে নিয়ত হইলে তাহাকে অপক্ষেপণ বলে।[১৯] সংখ্যা পরীক্ষাকালে উদয়ন, ভূষণের অপর একটী সন্দর্ভের উল্লেখ ও বিচার করিয়াছেন। উক্ত মতে স্বরূপাভেদকে একত্ব, এবং স্বরূপভেদকে দ্বিত্ব বলা হইয়াছে।[২০] শঙ্করমিশ্র স্বীয় বৈশেষিকসূত্রোপস্কারে এই ভূষণমতটী অবিকল উদ্ধার করিয়াছেন।[২১] পরে তিনি এই সম্বন্ধে ভূষণের মতান্তরের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সমুচ্চয়কে একত্ব এবং অসমুচ্চয়কে অনেকত্ব বলে।[২২] এখানে উদয়নের গ্রন্থে ভূষণকারের নামোল্লেখ নাই। ন্যায়-লীলাবতীকারও বলিয়াছেন,—ভূষণকার দ্বিত্বাদিব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র দ্বিত্বাদিসংখ্যা স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে একত্ব সমুচ্চয় অথবা অপেক্ষাবুদ্ধি বৈচিত্র্য হইতেই দ্বিত্বাদি ব্যবহার উপপন্ন হয়।[২৩] ইহার সমালোচনা করিয়া উদয়ন

১৪। তস্মাদ্বরং ভূষণঃ কর্মাপি গুণস্তল্লক্ষণযোগাৎ। কিরণাবলী, চৌখাম্বা, পৃ. ১৬০।

১৫। দ্রব্যগুণয়োর্ব্রীহ্যরুণিম্নোর্যাগক্রয়রূপয়োর্ধাতুবাচ্যসংযোগবিভাগরূপক্রিয়য়োঃ……… ভাবনাবিবেক, পৃ. ৪২।

১৬। ভূষণমতে চ কর্মণো গুণত্বেন‥ ‥‥চৌখাম্বা, পৃ. ৯৪।

১৭। সংযোগাপেক্ষয়া কর্মণোঽতিরিক্তত্বং নাস্তীতি ভূষণমতম্ [জীবানন্দ] পৃ. ১০।

১৮। কর্মাপি গুণ ইতি ভূষণঃ [পণ্ডিত] পৃ. ১৪১।

১৯। সালোকাবয়বিদ্রব্যসংযোগবিভাগব্যতিরেকেণ নাপরং কিঞ্চিৎ কর্ম প্রতীয়তে উর্দ্ধপ্রদেশালোকাবয়বিদ্রব্যসংযোগবিভাগপরম্পরাহি উৎক্ষেপণমুচ্যতে। এবমপক্ষেপণাদাবপি বক্তব্যমিত্যন্যে। [M.C. Jain Series] ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২।

২০। স্বরূপাভেদ একত্বং স্বরূপভেদস্তু নানাত্বং দ্বিত্বমিতি ভূষণঃ। কিরণাবলী, চৌখাম্বা, পৃ. ১৯২।

২১। স্বরূপাভেদ একত্বং‥‥স্বরূপভেদো দ্বিত্বাদিকমিত্যপি ভূষণমতম্‥‥কলিকাতা, পৃ. ৩১১।

২২। সমুচ্চয়াসমুচ্চয়াবেকত্বানে[ক]ত্বে ইতি চেৎ? কিরণাবলী, চৌখাম্বা, পৃ. ১৩৩।

২৩। নম্বু তথাপি দ্বিত্বাদিকং ন সিধ্যতি। একত্বসমুচ্চয় এব তদ্ব্যবহারোপপত্তেঃ‥‥ ধূমজ্ঞানস্য বিষয়াভেদেঽপি শক্তিবৈচিত্র্যাৎ [স্বভাববৈচিত্র্যাদিতি প্রকাশঃ] ধূমবিষয়কদহনজ্ঞানজনকত্ববৎ তন্নিবন্ধন এব দ্বিত্বাদিব্যবহারোঽস্তু। পৃ. ৩১৩-৩১৫।

বলেন, তোমারও সংখ্যাবিশেষের উৎপত্তির জন্য অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে বিশিষ্ট কিছু [দ্বিত্বাদি] স্বীকার করিতে হইবে।[২৪]

ন্যায়লীলাবতীকার বলেন, ভূষণমতে অনধ্যবসায় বলিয়া কোন জ্ঞান নাই। উহা অসমুচ্চিত নানাবিষয়ক, অতএব সংশয়ের অন্তর্ভুক্ত।[২৫] উদয়ন এই মতের খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন, সংশয় হইতে অনধ্যবসায় পৃথক্ জ্ঞান।[২৬] স্যাদ্বাদরত্নাকরেও উক্ত ভূষণমত খণ্ডিত হইয়াছে।[২৭] ন্যায়সার গ্রন্থে ভাসর্বজ্ঞ নিজেই বলিয়াছেন, সমান অনবধারণত্ব থাকায় উহ এবং অনধ্যবসায় সংশয় হইতে পৃথক্ নহে।[২৮]

বাদিদেব

অন্ধকার স্বতন্ত্র দ্রব্য কি না, এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক সম্প্রদায়ে বহু আলোচনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভূষণ বলেন যে, ভাবপদার্থ যে কারণকূটের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহার অভাবও সেই কারণকূটের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ হইবে। এই নিয়ম অনুসারে আলোক-প্রত্যক্ষের কারণকূটই অন্ধকার-প্রত্যক্ষে যথেষ্ট বলিয়া অন্ধকার আলোকের অভাব ব্যতীত কিছুই নহে। প্রাচীন নৈয়ায়িক শঙ্করও এই মত পোষণ করিতেন।[২৯]

বাদিদেব বলেন, মুক্ত আত্মার সুখ এবং সুখের অনুভূতি আছে, ইহা স্বীকার করিয়া ভূষণ জৈনমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।[৩০] ন্যায়সার গ্রন্থের অন্তিম সূত্রদ্বয়ে এই মত উক্ত

২৪। ত্বয়াপি সংখ্যাবিশেষোৎপত্তয়েঽপেক্ষাবুদ্ধের্বিশেষোঽভ্যুপগন্তব্যঃ, কিরণাবলী, চৌখাম্বা, পৃ. ১৯৩।

২৫। অনধ্যবসায়োঽপি···অসমুচ্চিতনানাবিষয়ঃ সংশয় এব ইতি ভূষণঃ, ন্যায়লীলাবতী, চৌখাম্বা, পৃ. ৪৫১-২।

২৬। অত এবায়ং সংশয়াদ্ভিদ্যতে, কিরণাবলী, চৌখাম্বা, পৃ. ২৬৯।

২৭। নন্বয়মনধ্যবসায়ঃ সংশয়ান্ন বিশিষ্যতে বিশেষানবধারণাত্মকত্বাৎ ইতি তু ন তর্কণীয়ম্। স্বরূপভেদাৎ। অনবস্থিতানেককোটিসংস্পর্শিত্বং হি সংশয়স্য স্বরূপম্। সর্বথা কোট্যসংস্পর্শিত্বং চানধ্যবসায়স্যেতি মহাননয়োর্ভেদঃ। স্যাদ্বাদরত্নাকর, (Y.V. Jaina Series), ৬৪।

২৮। অনবধারণত্বাবিশেষাদুহানধ্যবসায়য়োর্ন সংশয়াদর্থান্তরভাবঃ, ন্যায়সার, [Bibl. Ind.] পৃ. ২।

২৯। যচ্চ শঙ্করন্যায়ভূষণকারাবাচক্ষাতে যো হি ভাবো যাবত্যা সামগ্র্যা গৃহ্যতে তদভাবোঽপি তাবত্যৈবেত্যালোকগ্রহণসামগ্র্যা গৃহ্যমাণং তমস্তদভাব এব। স্যাদ্বাদরত্নাকর, পৃ. ৮১২।

৩০। ভূষণোঽপি মোক্ষে সুখতৎসম্বেদনসনাথমাত্মানমাতিষ্ঠমানোঽস্মদনুচর এব। ঐ, পৃ. ১১১৪।

হইয়াছে।[৩১] বলা বাহুল্য, মতটী অতি প্রাচীন। ন্যায়ভাষ্যে বাৎস্যায়ন উহার সমালোচনা করিয়াছেন।[৩২] এই উপলক্ষ্যে বাদিদেব ভূষণ হইতে যে কয়টী কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ন্যায়সারের ভাষার সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায়।[৩৩] বেঙ্কটনাথ ন্যায়পরিশুদ্ধিগ্রন্থে মোক্ষ-সম্বন্ধে ভূষণকারের মতটী উদ্ধার করিয়াছেন।[৩৪]

চক্ষুর উদ্ভূত রূপ নাই। ইহাদ্বারা কিরূপে অর্থপ্রকাশ সম্ভবপর? এই প্রশ্নের উত্তরে ভূষণ বলেন, অর্থপ্রকাশে প্রদীপাদির প্রকাশ চক্ষুর সহায়ক হয়। অদৃষ্টবশতঃ যাহাদের চক্ষুর উদ্ভূত রূপ আছে, তাহারা অর্থপ্রকাশের জন্য বাহ্য দ্রব্যের অপেক্ষা করে না। কোন কোন নিশাচর প্রাণীর নয়নরশ্মি প্রত্যক্ষ দেখা যায়।[৩৫] এখানে ভূষণ প্রচলিত ন্যায়মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।[৩৬]

বল্লভাচার্য

ভূষণ কালিক পরত্ব এবং অপরত্বের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বহুতর তপনপরিস্পন্দব্যবহিত জন্মত্ব কালিক পরত্ব ব্যবহারের কারণ। সেইরূপ অল্পতর তপন-পরিস্পন্দব্যবহিত জন্মত্ব কালিক অপরত্ব ব্যবহারের কারণ। ভূষণ জিজ্ঞাসা করেন, উহা ব্যতীত কালিক পরত্ব এবং অপরত্বের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিলে 'মধ্যত্ব' স্বীকারেই বা আপত্তি কি?[৩৭]

৩১। তৎ সিদ্ধমেতৎ নিত্যসম্বেদ্যম্। অনেন সুখেন বিশিষ্টা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য মোক্ষ ইতি। ন্যায়সারঃ, Bibl. Indica. পৃ. ৪১।

৩২। ন্যায়ভাষ্য ১. ১. ২২।

৩৩। ন চক্ষুর্ঘটয়োঃ কুড্যাদেরিব সুখসম্বেদনয়োর্বিষয়বিষয়িসম্বন্ধপ্রত্যনীকস্যাধর্ম-সুখাদেঃ সংসারাবস্থায়াং সদ্ভাবাৎ তন্নাশে চ মুক্তাবস্থায়াং ভবতি সুখসম্বেদনয়োঃ সম্বন্ধঃ। কুড্যাদিনাশে চক্ষুর্ঘটসম্বন্ধবদিতি—স্যাদ্বাদরত্নাকর, পৃ. ১১১৪। তুলনীয়ঃ—ন্যায়তাৎপর্যদীপিকা (Bibl. Indica) পৃ. ২৮৯ এবং ন্যায়সার (Ed. Vaidya) পৃ. ৩১, ১৫-১৮ পংক্তি।

৩৪। অতএব হি ভূষণমতে নিত্যসুখসম্বেদনসিদ্ধিরপবর্গে সাধিতা—চৌখাম্বা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

৩৫। যত্তু ভূষণেনাবভাসে কথমনুদ্ভূতরূপাণামর্থপ্রকাশকত্বমিতি চেৎ ন প্রদীপাদিপ্রকাশ-সহিতানাং তদুপপত্তেঃ অতএব যেষামদৃষ্টসামর্থ্যাদুদ্ভূতরূপা নায়না রশ্ময় উৎপন্নাস্তেষাং বাহ্যপ্রকাশনিরপেক্ষা এবার্থং প্রকাশয়ন্তি। যথা নক্তঞ্চরাণাম্। তথাচ কেসাঞ্চিন্নক্তঞ্চরাণাং নায়না রশ্ময়ঃ প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যন্তে। স্যাদ্বাদরত্নাকর। পৃ. ৩২২।

৩৬। নক্তঞ্চরাণাং নয়নরশ্মিদর্শনাচ্চ। ন্যায়সূত্র, ৩. ১. ৪৪।

৩৭। ন চ পরাপরত্বসিদ্ধিরপি। বহুতরতপনপরিস্পন্দান্তরিতজন্মত্বেনৈব তদুপপত্তেঃ অন্যথা মধ্যমত্বস্যাপি স্বীকারপ্রসঙ্গাদিতি ভূষণঃ। ন্যায়লীলাবতী, চৌখাম্বা, পৃ. ২৮৩।

বল্লভাচার্য ভূষণমতে পরত্ব এবং অপরত্বের লক্ষণ দুইটীও উদ্ধার করিয়াছেন। এই মতে পূর্বোৎপন্নত্ব পরত্ব এবং পশ্চাৎ উৎপন্নত্ব অপরত্ব, ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বল্লভ বলেন, এখানে কেবল কণাদমতটীই অনূদিত হইয়াছে।[৩৮]

ন্যায়লীলাবতীকার বলেন, ভূষণ কারণ এবং অকারণের বিভাগ হইতে উৎপন্ন বিভাগ স্বীকার করেন না। উক্ত বিভাগের উদাহরণ যথা, অঙ্গুলি তরুবিভাগ হইতে হস্ত তরুবিভাগ। এখানে অঙ্গুলি হস্তের কারণ। ভূষণ জিজ্ঞাসা করেন, এই বিভাগের প্রমাণ কি? উত্তরে বলা হইয়াছে,—বিভক্তবুদ্ধিই প্রমাণ। ভূষণমতে তাহা অসিদ্ধ। অর্থাৎ অঙ্গুলি তরু বিভাগ হইতে হস্ত তরুবিভাগ হয়। এইরূপ প্রত্যয় অসিদ্ধ। যদি বল, বিভক্ত বুদ্ধি ব্যতীত বিভাগ হয়, তবে অঙ্গুলিকর্ম দ্বারা শরীরকর্ম হয়, ইহাই বা বলিব না কেন? কারণ, অঙ্গুলিজনিত বিভাগ হইতে শরীর তরুসংযোগ নাশ উৎপন্ন হয়।[৩৯] এই সম্পর্কে বৈশেষিক সূত্রোপস্কারে শঙ্কর মিশ্র [ভা]সর্বজ্ঞের একটী যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।[৪০]

বরদরাজ

তার্কিকরক্ষা গ্রন্থে বরদরাজ নিগ্রহস্থান সম্বন্ধে ভূষণকারের কয়েকটি মত উদ্ধার করিয়াছেন। বাদী কর্তৃক তিন বার উচ্চারিত হইলেও প্রতিবাদী ও সভ্যবৃন্দ কেহই বাদীর উক্তির অর্থ বুঝিতে না পারিলে অবিজ্ঞাতার্থনামক নিগ্রহস্থান হয়।[৪১] ভূষণকার বলেন, সভ্যগণের অনুজ্ঞা হইলে বাদী তাঁহার বক্তব্য আরও বেশী বার বলিতে পারিবেন।[৪২]

ন্যায়বাক্যে অবয়ব প্রয়োগের শাস্ত্রসিদ্ধ ক্রম লঙ্ঘন করিলে অপ্রাপ্তকাল নিগ্রহস্থান হয়।[৪৩] ভূষণমতে নিয়মকথায় অর্থাৎ যে স্থলে বাদী প্রতিবাদী শাস্ত্রীয় ক্রম করিবেন না

৩৮। যত্তু ভাসর্বজ্ঞীয়মতং পূর্বোৎপন্নত্বং পরত্বং পশ্চাদুৎপন্নত্বমপরত্বমিতি তৎ কণভক্ষপক্ষমাত্রবিজৃম্ভিতম্। ঐ, পৃ. ৪০৫-৬।

৩৯। তথা কারণাকারণবিভাগজন্যবিভাগঃ। যথা অঙ্গুলিতরুবিভাগাৎ পাণিতরুবিভাগঃ। নন্বত্র কিং প্রমাণম্? বিভক্তবুদ্ধিরিতি চেৎ? ন। তদসিদ্ধেঃ। অন্যথা কর্মাপি কিং নাঙ্গুলিকর্মজং স্যাদিতি ভূষণঃ। ঐ, পৃ ৮৫৬।

৪০। আশ্রয়াশ্রিতপরম্পরাসংযোগস্যৈব ব্যধিকরণকর্মনাশ্যত্বাভ্যুপগমাদিতি সর্বজ্ঞেন যদুক্তং তদপি ন যুক্তম্। কলি. পৃ. ৩২৯।

৪১। পরিষৎপ্রতিবাদিভ্যাং ত্রিরভিহিতমপ্যবিজ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থম্। ন্যায়সূত্র, ৫. ২. ৯।

৪২। পরিষদনুজ্ঞোপলক্ষণং ত্রিরভিধানমিতি ভূষণকারঃ। তার্কিকরক্ষা (পণ্ডিত), ৩৩৭।

৪৩। অবয়ববিপর্যাসবচনমপ্রাপ্তকালম্। ন্যায়সূত্র, ৫. ২, ১১।

বলিয়া পূর্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, সেই স্থলেই উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে, অন্যত্র নহে।[৪৪] টীকাকার জয়সিংহ সূরিও ভূষণমতের অনুবর্তন করেন।[৪৫]

যদি বাদীর বাক্য বুঝিবার পর প্রতিবাদীর উত্তর স্ফূর্ত না হয়, তবে তিনি 'অপ্রতিভা' দ্বারা নিগৃহীত হন।[৪৬] এই সম্বন্ধে উদ্দ্যোতকর বলেন, "প্রতিবাদী যদি বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়া এবং তাহারই অনুবাদ করিয়া উত্তর করিবার সময় নিজের অহঙ্কার ও বাদীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশক কোন শ্লোক পাঠ করেন অথবা ঐ ভাবে অন্য কাহারও বার্তার অবতারণা প্রভৃতি করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার যে উত্তর স্ফূর্তি হয় নাই, ইহা বুঝা যায়। কারণ, উত্তরের স্ফূর্তি হইলে তিনি কখনই উত্তর না বলিয়া শ্লোকপাঠাদি করেন না।[৪৭] ভূষণ এবং অন্যান্য অনেকে বলেন, শ্লোক প্রভৃতি পাঠ করিলে অর্থান্তর, অপার্থক প্রভৃতির প্রসঙ্গ হওয়ায় প্রতিবাদী তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেই অপ্রতিভা নিগ্রহস্থান হইবে।[৪৮]

বাচস্পতি তাৎপর্যটীকায় উদ্দ্যোতকরের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, অর্থান্তরনিগ্রহস্থানে অবজ্ঞা প্রকাশ হয় না। কিন্তু অপ্রতিভায় হয়।[৪৯]

বাচস্পতির উত্তরটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি কি ভূষণকারের পূর্বোক্ত মত জানিতেন? তাহা হইলে ভূষণকার বাচস্পতির পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক হইয়া পড়েন। রাঘব ভট্ট বলেন, ন্যায়সার গ্রন্থেই ত্রিলোচন গুরুর মতের পরোক্ষ উল্লেখ রহিয়াছে।[৫০] সুতরাং ভূষণকার বাচস্পতি মিশ্রের বিদ্যাগুরু ত্রিলোচনের পূর্ববর্তী হইতে পারেন না।

৪৪। ভূষণকারস্তু বিপর্যয়েনার্থপ্রতীতিসম্ভবাদপশব্দবন্নিয়মকথায়ামেবৈতন্নিগ্রহস্থানমিতি মন্যতেস্ম। তার্কিকরক্ষা, পৃ. ৩৪১।

৪৫। ইদং চ নিগ্রহস্থানং নিয়মকথায়ামেব ন ত্বনিয়মকথায়াম্। ন্যায়তাৎপর্যদীপিকা, (Bibl. Ind.) পৃ. ১৯৯।

৪৬। উত্তরস্যাপ্রতিপত্তিরপ্রতিভা। ন্যায়সূত্র, ৫. ২. ১৮।

৪৭। ন্যায়দর্শনটিপ্পনী, মহামহোপাধ্যায় ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ব. সা. প. পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৬৪। শ্লোকাদিপাঠাদিভিরবজ্ঞাং দর্শয়ন্নোত্তরং প্রতিপদ্যত ইতি তদপ্রতিভা নিগ্রহস্থানং মূঢ়ত্বাৎ। ন্যায়বার্তিক, ২য় খণ্ড, (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ), পৃ. ১১৯১।

৪৮। ভূষণকারাদয়স্তু শ্লোকাদিপাঠে অর্থান্তরাপার্থকাদিপ্রসঙ্গাৎ তূষ্ণীম্ভাবমেবাপ্রতিভা-নিগ্রহস্থানমাহুঃ। তার্কিকরক্ষা, পৃ. ৩৫১।

৪৯। অর্থান্তরে হি নিগ্রহস্থানে প্রসঙ্গানুপ্রসক্তং তৎসিদ্ধার্থতাখ্যাজেনাবতারয়তা ন প্রকৃতাবজ্ঞানং ক্রিয়তে ইহ ত্ববজ্ঞানম্ এতাবতা ভেদোপন্যাসঃ। তাৎপর্যটীকা, কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ, পৃ. ১১৯১।

৫০। দ্রষ্টব্য History of Indian Logic, পৃ. ৩৪৮ এবং অন্যে তু সন্দেহদ্বারেণাপরান-ষ্টাবুদাহরণাভাসান্ বর্ণয়ন্তি। ন্যায়সার (Bibl. Ind.) পৃ. ১৩।

বাচস্পতির নির্দিষ্ট কাল 'বস্বঙ্কবসুবৎসর'কে বিক্রমাব্দ বলিয়া অনুমান করা হয়।[৫১] সুতরাং ৮৪১ অথবা ৮৪২ খৃঃ অব্দে বাচস্পতি মিশ্র জীবিত ছিলেন। এবং ঐ সময়ে ভাসর্বজ্ঞের মত কাশ্মীর হইতে মিথিলা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অবশ্য এই অনুমান দৃঢ়তর প্রমাণসাপেক্ষ।

আমাদের বিষয়বস্তুতে ফিরিয়া আসা যাউক। স্বপক্ষে পরাপাদিত দোষ স্বীকার করিয়া পরপক্ষে [সমান] দোষ প্রসঞ্জনের নাম মতানুজ্ঞা।[৫২] এ সম্বন্ধে ভূষণকার বলেন, যিনি স্বপক্ষের দোষ উদ্ধার না করিয়া কেবল পরপক্ষে দোষ প্রসঞ্জন করেন, তিনি প্রতিপক্ষের প্রদর্শিত দোষ স্বীকার করিয়া মতানুজ্ঞাদ্বারা নিগৃহীত হন।[৫৩] এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, ভূষণ সূত্রব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে একমত হইলেও 'পরপক্ষে সমান দোষ প্রসঞ্জনের' কথা বলেন নাই। পক্ষান্তরে ভাষ্যকার উহার উপর জোর দিয়াছেন।[৫৪]

মাধবাচার্য্য

সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য শব্দনিত্যতাবাদী মীমাংসকের মত ব্যাখ্যায় ভূষণমত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, শব্দ নিত্য হইলে সর্বদা উপলব্ধি অথবা অনুপলব্ধির প্রসঙ্গ হয়। মূল ন্যায়সার গ্রন্থেই এই কথাটি দেখা যায়।[৫৫]

জয়সিংহ সূরি

ন্যায়সারের অন্যতম টীকাকার জয়সিংহ ন্যায়তাৎপর্যদীপিকায় কয়েকটী ভূষণমতের উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়সার, ১.১ সূত্র-ব্যাখ্যায় জয়সিংহ ভূষণমত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, সম্যক্‌ত্ব শব্দের অর্থ তথাভূতার্থনিশ্চয়স্বভাবত্ব। এবং অসম্যক্‌ত্ব শব্দের অর্থ তদ্বিপরীতানুভবস্বভাবত্ব।[৫৬]

সংশয়লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভূষণ বলেন, যাঁহারা কেবল উপলব্ধির দ্বারা শব্দে

৫১। History of Indian Philosophy—Das Gupta. Vol. II. পৃ. ১০৭ এবং ন্যায়পরিচয়—জাতীয় শিক্ষা-সমিতি, ২য় সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ৪৭-৮।

৫২। স্বপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা, ন্যায়সূত্র, ৫ ২।২০।

৫৩। ভূষণকারঃ পুনরেবং ব্যাখ্যাতবান্। যস্ত স্বপক্ষে দোষমনুদ্ধৃত্য কেবলং পরপক্ষে দোষং প্রসঞ্জয়তি সতু পরাপাদিতদোষাভ্যুপগমাৎ পরমতমনুজানাতীতি মতানুজ্ঞয়া নিগৃহ্যতে। তার্কিকরক্ষা, পৃ. ১৫৩।

৫৪। ভবৎপক্ষেঽপি সমানো দোষঃ। ন্যায়ভাষ্য, ৫।২।২০।

৫৫। যো হি নিত্যত্বে সর্বদোপলব্ধ্যানুপলব্ধিপ্রসঙ্গো ন্যায়ভূষণকারোক্তঃ সোঽপি ধ্বনি-সংস্কৃতস্যোপলব্ধ্যভ্যুপগমাৎ প্রতিক্ষিপ্তঃ। Govt. Oriental Series, পুনা, পৃ. ২৭৮-৯। তুলনীয়—সর্বদোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ। ন্যায়সার (Bibl. Ind.) পৃ. ২৯।

৫৬। ভূষণকারস্তু তথাভূতার্থনিশ্চয়স্বভাবত্বং সম্যক্‌ত্বম্। তদ্বিপরীতানুভবস্বভাবত্বম-সম্যক্‌ত্বমিতি সম্যক্‌ত্বাসম্যক্‌ত্বস্বরূপমাহ। ন্যায়তাৎপর্যদীপিকা, পৃ. ৫৬।

স্থায়িত্ব এবং কেবল অনুপলব্ধির দ্বারা স্বর্গ ঈশ্বর প্রভৃতির অভাব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডনার্থ উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধিকে পৃথক্ ভাবে সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে।[৫৭]

পদার্থগুলির মধ্যে তর্কের পৃথক্ গণনার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া ভূষণ বলেন, বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের জন্যই তর্ক পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে।[৫৮]

ভাসর্বজ্ঞ বিপর্যয়ের দুইটী উদাহরণ দিয়াছেন। যাঁহারা স্বপ্নজ্ঞানকে প্রমাণফল, স্মৃতি, সংশয় প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন এবং সকল বিপর্যয় সংগ্রহ করিবার জন্য দ্বিতীয় উদাহরণটী গৃহীত হইয়াছে, ইহা ভূষণের বক্তব্য।[৫৯]

জয়সিংহ ইতরখ্যাতি নিরাস সম্বন্ধীয় আলোচনা ভূষণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিবার উপদেশ দিয়াছেন।[৬০]

ন্যায়সার গ্রন্থে অভাবের দুইটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে [ন্যায়সার, ১. ৩৭-৩৮]। ভূষণ বলেন, বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধ নিয়ত না থাকায় দুইটী উদাহরণেরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।[৬১]

অনুমানসূত্র (ন্যায়সার, ২.১) ব্যাখ্যাবসরে জয়সিংহ ভূষণকারের অপর একটী মতের সন্ধান দিয়াছেন। কোন কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত বলিতেন, অর্থসম্বন্ধবশতঃ ভ্রান্তিও প্রমা বলিয়া গণ্য। ভূষণ বলেন, ভ্রান্তি কখনও প্রমা হইতে পারে না। ইহা দেখাইবার জন্যই সূত্রে 'সম্যক্' এই পদটী গৃহীত হইয়াছে।[৬২]

আনন্দপূর্ণ

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের বিদ্যাসাগরী টীকায় আনন্দপূর্ণ ভূষণকারের নামে ন্যায়সার হইতে পাঁচটী সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন।[৬৩] উক্ত গ্রন্থে অন্যত্র বিরুদ্ধ হেত্বাভাস সম্বন্ধীয় বিচারপ্রসঙ্গে ভূষণকারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।[৬৪] উহার ভাষাও ন্যায়সারের অনুরূপ।

৫৭। ভূষণকারস্তু যে উপলব্ধিমাত্রেণ শব্দে স্থায়িত্বমনুপলব্ধিমাত্রেণ—স্বর্গেশ্বরাদীনামসত্ত্বং চেচ্ছন্তি তন্মতপ্রতিক্ষেপার্থমুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোঃ পৃথক্ সংশয়হেতুত্বমিত্যূচিবান্। ঐ, পৃ ৬৪।

৫৮। ভূষণকারস্তু বাদাদিপ্রবৃত্তিবিশেষণার্থং তর্কঃ পৃথগুপদিষ্ট ইত্যাচষ্টেতি। ঐ, পৃ. ৬৫।

৫৯। ভূষণকারস্তু যে স্বপ্নজ্ঞানং প্রমাণফলস্মৃতিসংশয়াদিভ্যোঽর্থান্তরমিচ্ছন্তি তন্মতপ্রতিক্ষেপার্থং সকলবিপর্যয়সংগ্রহার্থঞ্চ দ্বিতীয়মুদাহরণমিত্যুদাহার্ষীৎ। ঐ, পৃ. ৬৭।

৬০। ইতরখ্যাতিনিরাসো ভূষণাদিশাস্ত্রেভ্যো জ্ঞেয়ঃ। ঐ, পৃ. ৬৭।

৬১। ভূষণকারস্তু বিশেষণবিশেষ্যভাবস্যানিয়তত্বাৎ উভয়থাপ্যুদাহরণং যুক্তমিত্যাহ। ঐ, পৃ. ৮০।

৬২। ভূষণকারস্তু ভ্রান্তিরপ্যর্থসম্বন্ধতঃ প্রমেতি শাক্যমত-ব্যুদাসায় সম্যগিতি পদং ভ্রান্তেঃ প্রমাণত্বাযোগাদিত্যাহ। ঐ, পৃ ৮৭।

৬৩। ন্যায়সার, ৩।২-৬ সূত্র ; খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, চৌখাম্বা, পৃ. ৭৬৬।

৬৪। বিপর্যয়-ব্যাপ্তত্বেন নিশ্চিতো বিরুদ্ধো হেত্বাভাস ইতি বচনাৎ পক্ষবিপক্ষয়োরেব বর্তমানো বিরুদ্ধ ইতি ভূষণকৃতাং পক্ষতাৎপর্যতো ন ভেদঃ। খণ্ডন, চৌখাম্বা, পৃ. ৮৪১।

তত্ত্বমুক্তাকলাপের পঞ্চম সরে বেঙ্কটনাথ অদ্রব্যভূত বুদ্ধি নিত্য, এই ভূষণমতটী উদ্ধার করিয়াছেন।[৬৫] কোন্ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভূষণকার বুদ্ধিকে নিত্য বলিয়াছেন, তাহা বুঝা শক্ত। ন্যায়সারে উপলব্ধিসমা জাতি ব্যাখ্যাকালে ভাসর্বজ্ঞ বরং বুদ্ধিকে অনিত্যই বলিয়াছেন।[৬৬] তবে প্রচলিত ন্যায়-বৈশেষিক মতে ঈশ্বরের বুদ্ধি নিত্য।

পরবর্তী কালে ভাসর্বজ্ঞ অথবা ভূষণকারের মত একদেশিমত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।[৬৭]

৬৫। ন্যায়ভূষণকারাশ্চ বুদ্ধেরদ্রব্যভূতায়া নিত্যত্বমাহুরিত্যদ্রব্যসরে বক্ষ্যতে। তত্ত্বমুক্তাকলাপটীকা, অভিনবরঙ্গনাথ, মহীশূর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬।

৬৬। ন্যায়সার, আগমপরিচ্ছেদ, সূ ১০০।

৬৭। ন্যায়ৈকদেশিনো ভূষণীয়াঃ নিষ্কণ্টকা (পণ্ডিত) পৃ. ৫৬।

বিদ্যাপতির শিবগীত

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

মিথিলাকোকিল মহাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের পরিচয় বাঙ্গালীর নিকট নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আজ চারি পাঁচ শতাব্দী যাবৎ তাঁহার মধুর গীতলহরী সমস্ত বঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে। বহু দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর এ ধারণাই ছিল না যে, বিদ্যাপতি বাঙ্গালী নহেন—মিথিলাবাসী। আজকাল যদিও এ সংশয় দূর হইয়াছে, তথাপি তাঁহার জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। পরন্তু বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে এরূপ ভাবে আপনার করিয়া লইয়াছে যে, কখনও তাঁহাকে বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিতেই পারে না। বাঙ্গালা ও মিথিলা উভয় প্রদেশের লোকই বিদ্যাপতিকে নিজেদের জাতীয় কবি বলিয়া মনে করেন। বাঙ্গালার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ কেবল ভাবে নহে—ভাষায়, ছন্দে এবং সুরেও বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে মিথিলা সংস্কৃতচর্চ্চার, বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চার জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল এবং বঙ্গদেশ হইতে বহু ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার্থ মিথিলায় যাইতেন। মনে হয়, তাঁহাদের দ্বারাই বিদ্যাপতির মধুর পদাবলী বাঙ্গালায় আনীত হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই সকল গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন; সুতরাং তাঁহার প্রেম-ধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতির লোকপ্রিয়তাও অনেক বাড়িয়া গেল। এইরূপে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় বিদ্যাপতির গান বাঙ্গালায় আমদানী হইতে থাকে এবং অন্যান্য কবিগণ তাঁহারই অনুকরণে পদ্য রচনা করিতে থাকেন।

শিবগীত

বিদ্যাপতি বাঙ্গালীদের নিকট সুপরিচিত হইলেও তাঁহারা তাঁহাকে কেবল বৈষ্ণব কবি বলিয়াই জানেন। কিন্তু বাস্তবিক বিদ্যাপতি অসাম্প্রদায়িক কবি ছিলেন। তাঁহার রাধাকৃষ্ণের পদ যেরূপ বিশাল, তাঁহার হরগৌরীবিষয়ক পদও সেরূপ বিশাল। তিনি যে দুর্গার ভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থ 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' হইতেই বুঝা যায়।

কিন্তু বিদ্যাপতির শিবগীতগুলি বাঙ্গালায় বৈষ্ণব পদের ন্যায় লোকপ্রিয়তা লাভ করে নাই। অনেকে জানেন না যে, তাঁহার রচিত শিবগীত আছে এবং তাহাও কাব্য-সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বিদ্যাপতি-পদাবলীর বিরাট্ সংগ্রহে সর্ব্বপ্রথম কিছু হরগৌরীবিষয়ক পদাবলী বাঙ্গালা লিপিতে প্রকাশিত করেন। কিন্তু আমি কিছু কাল মিথিলাতে বাস করিয়াই জানিতে পারি যে, এরূপ আরও বহু বিদ্যাপতির শিবগীত এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে, যাহা বাঙ্গালায় এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা জানিতে পারিয়া আমি ঐ সকল গান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এ কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। ফলতঃ তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে এ সংগ্রহ প্রকাশিত করা কখনও সম্ভব হইত না।

মিথিলার শিবগীতগুলি 'নাচারী ও 'মহেশবাণী' নামে পরিচিত। বিদ্যাপতির পর সুবংশলাল, কুমর, জয়মঙ্গল, পুলকিত প্রভৃতি কবিগণ আরও অনেক নাচারী রচনা করেন। বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে মিথিলার স্ত্রীলোকেরা এইরূপ অনেক গীত গাহিয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও এরূপ অনেক গান জানেন, কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতদের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়া এইগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত কতগুলি আধুনিক নাচারী এবং হিন্দী গানও পাওয়া যায়, সুতরাং কোন্‌টা যথার্থ বিদ্যাপতির রচনা, নির্ণয় করা কিছু কঠিন।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদে আদিরস ও করুণ রসের প্রাধান্য, সেইরূপ তাঁহার হরগৌরীর পদে বাৎসল্য, করুণ, হাস্য ও অদ্ভুত রসের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। শিব বিবাহ করিতে আসিয়াছেন বুড়া বলদে চড়িয়া—তাঁহার হাতে ত্রিশূল, গলে রুদ্রমাল, পরণে বাঘছাল, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপিত ও সঙ্গে ভূত প্রেত। এই অদ্ভুত বর দেখিয়া প্রতিবেশিনীগণ বড়ই কৌতুক অনুভব করিল এবং নানা ভাবে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, আবার সাপের ফোঁস-ফোঁসানিতে ভয়ে পলাইয়া গেল। কিন্তু ভোলানাথ আপন ভাবে বিভোর—তাহাদের উপহাসে মোটেই লজ্জিত হইলেন না। কবি মহাদেবের বেশভূষা ও গতিবিধি লইয়া রঙ্গরস করিতেছেন, কিন্তু তিনিই যে গৌরীর আরাধ্য দেবতা ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, তাহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—'গৌরী উচিত বর পাওল,' 'ইহোথিকা ত্রিভুবননাথ' ইত্যাদি।

বরের রূপগুণ দেখিয়া এবং আদরের মেয়ে গৌরীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মাতা মেনকার বিলাপ বড়ই হৃদয়স্পর্শী—'কথিলে গৌরী হমর কোখি জন মলি, কথিলে ভেল বিবাহ গে মাই। দুধ পিয়ায় গৌরী ধিয়া পোসলহুঁ, রহতহুঁ আশ লগায়, গে মাই। কমলক ফুল সন গৌরী হমর ছথি সভকক প্রাণ আধার গে মাই। সে গৌরী কোনা তপোবন জায়তী মরব জহর বিষ খায় গে মাই।' শিবের মা, বাপ, ভাই কেহ নাই, গৌরী শ্বশুরালয়ে গিয়া কিরূপে দিন কাটাইবে?

হরকে মায় বাপ নহি থিকইন
নহি ছৈন সোদর ভায়।
মোর ধিয়া জে সাথুর জায়তী
বৈসতী ককর লগ জায়।

আবার, ঘর নহিঁ ধন নহিঁ ভাই সহোদর
জাতিক কোন বিচার।......
সাসু সসুর নহিঁ ননদ জেঠৌনী
জায় বৈসতী ধিয়া কেকর ঠাহিয়া।

শুধু তাহাই নহে, সেখানে গিয়া গৌরীকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে এবং ত্রুটি হইলেই তিরস্কার শুনিতে হইবে।

ঘাস কাটি লায়তী বসহা চরৈতী
কুচতী ভাঙ্গ ধতুর।···
সাস সসুর সুখ নে জানতী
উপরাগ সুনি নিত কালতী।

শঙ্করের ঘরে গিয়া পার্ব্বতীর কিরূপ অবস্থা হইল, তাহা কবি একটী করুণ গানে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শিব ভিক্ষা মাগিয়া সামান্য কিছু ধান লইয়া আসিয়াছেন, ব্যাঘ্রচর্ম্মে তাহা রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও বৃষ খাইয়া ফেলিয়াছে। ভাতের জল চড়াইয়া দিয়া গৌরী চাউল ধার করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু নগরের লোক এমনই যে, কেহ ধারও দিল না। সন্ধ্যার সময় যখন সদাশিব আসিবেন, তখন তাঁহাকে কি দিয়া বুঝাইবেন?

মাঁগি চাঁগি লায়লা সদাশিব তামা ছুই ধান,
বাঘছাল দেলৈন্হি পসারি সেহো বসহা খুঁজি খায়লহে।
অদহন দেলৈন্হি চড়ায় পাঁইচ লাবয় গেলী হে।
কেহন নগরকের লোককি পাঁইচ নহিঁ দেল কহে।
আদহন দেলৈন্হি উতারি বৈসলি মন ভারিয়ে হে
সাঁঝখন আওতা সদাশিব কি লয় বুঝায়ব হে।

সাংসারিক দুরবস্থা দেখিয়া পার্ব্বতী শিবকে কৃষিকর্ম্ম করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সংসারে অনভিজ্ঞ ও নির্লিপ্ত সদাশিব কিরূপে সব কাজ পণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তাহাও ছুই একটি হাস্যরসপূর্ণ গানে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কবি ভোলেন নাই যে, শঙ্করের এই দারিদ্র্য সম্পূর্ণ তাঁহার নিজেরই ইচ্ছাকৃত। তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী, দাতা, বাস্তবিক তাঁহার কোনই অভাব নাই।

আর নিরধন ভোরা, আপনে ভিখারী বিলহ নহি থোড়া,
ফড়ি কচোরা হর ঈশ্বর বোলাবে, জগতজন সবে কোটি কোটি দেবে।
সবকেঁ ওড়াবে ভোলা সাত সাত দোসাকা, আপ ওঢ়ে মৃগছালরা।
সবকেঁ খিয়াবে ভোলা পাঁচ লাক বনকা, আপ খায় ভাঙ্গ ধতুরা।

ভাষা ও বানান

যে সকল বাঙ্গালী পাঠক বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, শিবগীতের ভাষা তাহা অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ধরণের। কৃষ্ণগীতের ভাষা অনেকটা বাঙ্গালার মত, কিন্তু শিবগীতের ভাষা বিশুদ্ধ মৈথিলী। ইহার কারণ, বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদ-সকল অনেকটা বিকৃত ও বঙ্গভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। তবে নগেন্দ্র বাবু মিথিলায় প্রচলিত বিশুদ্ধ পাঠের যে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলেও

বাংলাপাঠে বিশেষ প্রভেদ ধরা পড়িবে না। মিথিলায় প্রচলিত পাঠ—"হমর দুখক নহি ওর", বাঙ্গালায় "আমার দুঃখের নাহি ওর"। কতকগুলি কৃষ্ণগীতের শব্দ (মিথিলায় প্রচলিত গানেও) যথার্থ বাঙ্গালা (যথা, ডাকে ডাহুকী)। ইহার দুইটী কারণ হইতে পারে—(১) বিদ্যাপতির উপর জয়দেবের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা প্রভাব পড়িয়াছিল; অথবা (২) বাঙ্গালায় বিদ্যাপতির কৃষ্ণগীত যেরূপ সুরক্ষিত হইয়াছিল, মিথিলায় সেরূপ হয় নাই এবং মিথিলাতেও গানগুলি অনেকাংশে বাঙ্গালা পুথি দৃষ্টে পুনর্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালার নিকট এই ঋণ মিথিলাবাসীরা অকপটে স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, বাঙ্গালীরাই বিদ্যাপতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালীদের জন্যই তাঁহারা বিদ্যাপতিকে পুনরায় চিনিতে পারিয়াছেন।

আমার এই সংগ্রহের কতকগুলি গান পুরাতন পুথি দৃষ্টে পাইয়াছি, কতকগুলি আমার ছাত্রদের সাহায্যে (গ্রামের বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে) পাইয়াছি, কিছু আধুনিক মুদ্রিত পুস্তকে* পাইয়াছি এবং কিছু নগেন্দ্রবাবুর সংগ্রহ হইতে পাইয়াছি। পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকগুলি প্রায়ই দেবনাগরী লিপিতে লিখিত। মৈথিলী লিপিতে লিখিত পুথি আজকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। মৈথিলী ভাষার অক্ষর ও বানান বাঙ্গলারই অনুরূপ, কিন্তু দেবনাগরী অক্ষরে শুদ্ধ বানান বিকৃত হইয়া হিন্দীর আকার ধারণ করিয়াছে।

হিন্দীতে ঈকার ও ঊকারের ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। তাই 'দুই' স্থলে 'দুঈ', 'চললি' স্থলে 'চললী' পাঠ দেখা যায়। আবার বাঙ্গালা পুথিতে সংস্কৃত মূলানুযায়ী 'ভনহি' স্থলে 'ভণহি', 'হুমু' স্থলে 'শুমু', 'কমল' স্থলে কমল', 'তুঅ' স্থলে 'তুয়', 'জখন' স্থলে 'যখন' পাঠ দেখা যায়। মিথিলার প্রাচীন পুথিতে ণ, শ, ষ ও সএর প্রয়োগ অতি বিরল, তাই 'শিব' স্থলে 'সিব', 'নারায়ণ' স্থলে 'ন রা এ ন' দেখা যায়। আবার 'বএস', 'জৌবন,' 'সরীর' পাঠও আছে। কিন্তু এ বিষয়ে সকল পুথিতে সামঞ্জস্য নাই। শিব, নারায়ণ, বয়স, যৌবন প্রভৃতি পাঠও দেখা যায়। এ জন্য এবং উপরোক্ত বানানগুলি বাঙ্গালা লিপিতে অত্যন্ত বিসদৃশ হইবে ভয়ে আমি তৎসম শব্দগুলির রূপ অবিকৃত রাখিলাম। অন্যান্য স্থলে আমি ঐ সকল পুথির বানানেরই অনুসরণ করিয়াছি। মৈথিলী ভাষাকে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালা করি নাই। বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ ব নাই, সুতরাং অসমীয়ার অক্ষর দ্বারা তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, যথা—বুঢ়ৱা। আবার বাঙ্গালায় ন্+হ যুক্তাক্ষর নাই, সে স্থলে 'হ্ন' অক্ষর প্রচলিত। কিন্তু তাহা হ্+ন অশুদ্ধ বলিয়া করলন্হি, আয়লন্হি প্রভৃতি শুদ্ধ বানানই রাখিলাম।

---

* রামকৃষ্ণ বেণীপুরী-সম্পাদিত "বিদ্যাপতি," ভোল ঝা-সংগৃহীত "মিথিলা-গীত-সংগ্রহ," কালীকুমার দাস-সম্পাদিত "মৈথিলী গীতাঞ্জলি," রঘুবর সিংহ-প্রকাশিত "মহেশবাণী" এবং গঙ্গেশ ঝা-সম্পাদিত "মহেশবাণী"। ভক্কী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার দাস মৈথিলবাচস্পতি মহাশয় আমার বিশেষ পরিচিত এবং স্বয়ং "কুমর" ভণিতায় বহু গানের প্রণেতা।

উপসংহার

ভবিষ্যতে অন্যান্য কবিগণের শিবগীত, রামগীত, কৃষ্ণগীত প্রভৃতিও প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আছে। বর্ত্তমান সংগ্রহে বিশুদ্ধ শিবগীত ছাড়াও কিছু গান দৃষ্ট হইবে। যথা—দেবীস্তব, গঙ্গাস্তব, রামগীত, বৃদ্ধ বয়সের গান, যোগ ও উচিতী। বিদ্যাপতির যে সব গান বাঙ্গালা দেশে অজ্ঞাত, তাহারই প্রচার করা এই সংগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা জামাতাকে বশ করিবার জন্য যে সকল গান গাহে, তাহার নাম যোগ (অর্থাৎ জাদু) এবং জামাতার স্তুতির জন্য যে সকল গান গাহে, তাহার নাম উচিতী (অর্থাৎ উচ্চতা)। বহু যোগ ও উচিতী গানে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে এবং তন্মধ্যে কতকগুলি বাস্তবিক শিববিবাহ-সম্পর্কিত। লোকসাহিত্য হিসাবে যে ইহাদের বিশেষ মূল্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

আমার ইচ্ছা, বিদ্যাপতির শিবগীতগুলি তাঁহার কৃষ্ণগীতের মতই বাঙ্গালায় প্রচলিত হয়। কিন্তু উহাদের সুর বাঙ্গালীদের নিকট অপরিচিত। এই সকল গানে নাচারী, ঐজন, তিরহুতি প্রভৃতি কয়েকটী বিশেষ সুর অবলম্বিত হয়।

যুগলস্তব

১ অর্দ্ধনারীশ্বরস্তব

জয় জয় শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি।
জয় অধ পুরুষ জয়তি অধ নারী॥
আধ ধবল তনু আধা গোরা।
আধ সহজ কুচ আধ কটোরা॥
আধ হাড়মাল আধা গজমোতী।
আধ চানন শোভে আধ বিভূতি॥
আধ চেতন মতি আধা ভোরা।
আধ পটোর আধ মুঞ্জ ডোরা॥
আধ যোগ আধ ভোগবিলাসা।
আধ পিধান আধ নগবাসা॥
আধ চান্দ আধ সিন্দুর শোভা।
আধ বিরূপ আধ জগলোভা॥

ভনে কবিরঞ্জন বিধাতা জানে।
দুই কএ বাঁটল এক পরানে॥

১। অধ=আধ=আধা। কটোরা—বাটি (অর্থাৎ বাটির ন্যায়)। চানন—চন্দন। ভোরা—ভোলা, বিভোর। পটোর—পট্টবস্ত্র। মুঞ্জডোরা—মুঞ্জ ঘাসের ডোরা বা কটিবন্ধ। বিরাপ—বিরূপ। কবিরঞ্জন—বিদ্যাপতির উপাধি। কএ—কায়ে।

২ হরিহরস্তব

ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা।
খনে পীতবসন খনহি বঘছলা॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি।
খনে শঙ্কর খনে দেব মুরারি॥
খনে বৃন্দাবন চরাইয় গায়।
খনে ভীখ মাগথি ডমরু বজায়॥
খনে যমুনাতট লেখি মহাদান।
খনে ঝাড়ীখণ্ড মেঁ ধরথি ধেয়ান॥*
এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী।
জো নারায়ণ সো শূলপাণি॥

২। ভল—ভাল। তুঅ—তোমার। কলা—কৌশল, লীলা। বঘছলা—বাঘছাল। ঝাড়ীখণ্ড—ছোটনাগপুর অঞ্চল, ৺বৈদ্যনাথ এই অঞ্চলে অধিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাকে ঝাড়ীখণ্ডনাথ বলে। কাঁখ—কাঁধের। বোকান—ঝুলি। ভরু—ভরিয়া।

৩ দেবীস্তব

জয় জয় ভৈরবী অসুরভয়াউনি পশুপতি ভাবিনী মায়া।
সহজ সুমতি বর দিঅ ও গোসাউনি অনুগতি গতি তুঅ পায়া॥
বাসর রৈণি শবাসন শোভিত চরণ, চন্দ্রমণি চূড়া।
কত ওক দৈত্য মারি মুঁহ মেলল কত ও উগিলি কৈল কূড়া॥
সামর বরণ নয়ন অনুরঞ্জিত জলদ যোগ ফুল কোকা।
কট কট বিকট ওঠ পুট পাঁড়রি লিধুর ফেন উঠ ফোকা॥

---

* খনে গোবিন্দ ভয় লিয় মহাদান।
খনহি ভসম ভরু কাঁখ বোকান॥ ইতি পাঠান্তর।

ঘন ঘন ঝনয় ঘুঘুর কত বাজয় হন হন কর তুঅ কাতা।
বিদ্যাপতি কবি তুঅ পদ সেবক পুত্র বিসরু জনু মাতা॥

৩। ভয়াউনি—ভীতিজনক। গোসাউনি—গোস্বামিনী, দেবী। ভাবিনী—পত্নী। সহজ·· পায়া—তোমার শরণই আমার গতি, বর দাও—যেন স্বাভাবিক সুগতি হয়। বাসর রৈণি—দিনরাত। কত ওক—কত। মেলল—নিক্ষেপ করিল। উগিরি কৈল কুড়া—উদ্গিরণ করিয়া জড় করিল। সামর—শ্যামল। কোকা—কোকনদ। জলদ···কোকা—যেন মেঘে পদ্ম ফুটিয়াছে। ওঠ পুট—ওষ্ঠ পুট। পাঁড়রি—পাটল বর্ণ। লিধুর—রক্ত। ফোকা—ফোস্কা, বুদ্বুদ। ঘুঘুর—ঘুঙ্ঘুর। কাতা—খড়্গ। জনু—না। বিসরু জনু—বিস্মৃত হইও না।

৪

জয় জয় ভগবতী জয় মহামায়া।
ত্রিপুরসুন্দরি দোর করু দায়া॥
দালিম কুসুম সম তুঅ তনু ছবি।
তখনে উদিত ভেল জনি রবি॥
ধনুশর পাশ অঙ্কুশ হাত।
তেতিস কোটি দেব নাব মাথ॥
চন্দিন উপমা ন পাও।
কামরমনী দাসী পদ দাও॥

৪। দায়া—দয়া। ছবি—রং, ছটা। জনি—যেন। নাবমাথ—নতমস্তক। চন্দিন—চাঁদ। কামরমনী···দাও—(তোমার রূপ) কামপত্নী রতিকে দাসীপদ দান করে।

৫

জয় জয় ভগবতী ভীমা ভবানী।
চারি বেদে অবতরু ব্রহ্মবাদিনী॥
হরিহর ব্রহ্মা পুছইত ভরমে।
একও ন জানে তুঅ আদি মরমে॥
ভনই বিদ্যাপতি রায় মুকুটমণি।
জীবও রূপ নারায়ণ নৃপতি ধরণী॥

৫। অবতরু—অবতীর্ণ হইয়াছে। পুছইত ভরমে—জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়। একও—এক জনও। মরমে—মর্ম্ম।

৬

বিদিতা দেবী বিদিতা হো অবিরল কেসা সোহন্তী।
এ কামেক সহস কো ধারিনী অরিরন্ধা পুরনন্তা॥

কজ্জল রূপ তুঅ কালী কহিঅ উজ্জল রূপ তুঅ বাণী।
রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিঅ গঙ্গা কহিঅ পানী ॥
ব্রহ্মা ঘর ব্রহ্মাণী কহিঅ হরঘর কহিঅ গোরী।
নারায়ণ ঘর কমলা কহিঅ কে জানে উতপতি তোরী ॥
বিগ্যাপতি কবিবর ইহো গাওল যাচক জনকে গতি।
হাসিনী দেবীপতি গরুড় নারায়ণ দেবসিংহ নরপতি ॥

৬। বিদিতা—প্রকাশমানা, জ্ঞাতা। হো—হও। সোহন্তী—শোভমানা। অবিরল—ঘন। একানেক—একে অনেক। সহস—সহস্র। অরিরঙ্গা—শত্রুর যুদ্ধক্ষেত্র। পুরনন্তী—পূর্ণকারিণী। উজ্জ্বল—সাদা। বাণী—সরস্বতী। পরচণ্ড—প্রচণ্ড। উতপতি—উৎপত্তি। যাচক জনকে গতি···দেবসিংহ নরপতি—হাসিনী দেবীর পতি রাজা গরুড়-নারায়ণ দেবসিংহ যাচকগণের গতি।

৭

আদি ভবানী বন্দি তুঅ পাএ।
তুঅ সুমিরত তুরত দুখ জাব ॥
সিংহ চড়লি মৈয়া যোগিনী বেশ।
বাঘছাল পহিরণ লেল পরিবেশ ॥
সিংহ চড়লি মৈয়া পৈসলি রণ ধায়।
তথমুক কহিনী কহল নহি জায় ॥
বাম লেল খপর দহিন লেল কাঁতি।
বধয় চললি অসুর নিশি রাতি ॥
মারল অসুর গাঁথল গ্রিবহার।
বিছি বিছি পহিরল রুদ্রক মাল ॥
রক্তে ভিজলি মৈয়া মারলি অসুর।
জজ্যে পুঞ্জু জাজ্য সারি পৈর নুপূর ॥
চুহু চুহু শোণিত পীউল লক্ষ ধার।
দস্তক শব্দে মহিমা অপার ॥

৭। পাএ—পা। সুমিরত—স্মরণ করিতে। পহিরণ—পরিধান। পরিবেশ—প্রবেশ। পৈসলি—প্রবেশ করিল। খপর—খর্পর। কাঁতি—খড়্গ। গ্রিবহার—গ্রীবার (গলার) হার। জজ্যে পুঞ্জু জাজ্য—তোমার জঙ্ঘাদেশে (অসুরদের) জঙ্ঘাসকল পুঞ্জীকৃত? পীউল—পান করিল। কছনী কাছি—কাপড়ের আঁচল কাছিয়া। ভাউরি—যুদ্ধে ভ্রমণ। টরি—কাঁপিয়া। দাহিন ভেলি—কৃপালু হইয়া।

ক্রমশঃ

নবাবিষ্কৃত রাত-শাসন*

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত "কৈলাইন" নামক গ্রামে বিগত ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হয়। উক্ত গ্রাম কুমিল্লা নগরী হইতে প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং লালমাই স্টেশন হইতে প্রায় ১১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামটির সীমা অতিক্রম করিয়াই চাঁদপুর মহকুমার আরম্ভ। গ্রামের প্রাচীনতার নিদর্শনস্বরূপ একটি পূর্ব্ব-পশ্চিম লম্বা 'মঘপুষ্করিণী' এবং অপর এক পুকুর হইতে প্রাপ্ত একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। 'পাঁচকড়ার বাড়ী' নামে একটি পরিত্যক্ত ভিটি হইতে মাটি তুলিতে যাইয়া গ্রামস্থ জনৈক মুসলমান ৪-৫ হাত মাটির নীচে তাম্রপট্টটি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে ঐ গ্রামের শ্রীযুত চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য উপলব্ধি করিয়া প্রশংসনীয় উদ্যোগ সহকারে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত শ্রীযুত পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সম্বাদ জ্ঞাপন করায় মূল্যবান্ বস্তুটির উদ্ধার সম্ভব হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক গ্রাম্য কবিরাজ প্রায় ৬ সের ওজনের একটি তাম্রপট্ট জ্বালাইয়া ঔষধে লাগাইয়াছে! বর্ত্তমান শাসনটি ঐরূপ অসদ্গতি প্রাপ্ত না হইয়া যে লোকলোচনের গোচর হইতে পারিয়াছে, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুত চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।

১৯৪৬ সনের জানুয়ারি মাসে আমরা পুলিন বাবুর প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া তাম্রপট্টটি দেখিবার জন্য ডক্টর শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের গৃহে গিয়াছিলাম। তখনও শাসনটি সম্যক্ পরিষ্কৃত হয় নাই। পাঠোদ্ধারের পূর্ব্বে তৎকালে ডক্টর বড়ুয়া দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে শ্রীধারণ নাম দেখিয়া লোকনাথ-শাসনের জীবধারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ

---

* ১৩৫৩ সনের বৈশাখের 'ভারতবর্ষে' (পৃ. ৩৬৯-৭৪) 'সমতটের রাত রাজবংশ' শীর্ষক প্রবন্ধে ডক্টর শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সরকার এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ-ডি মহাশয় এই তাম্রশাসনের প্রথম ১৮ পঙ্‌ক্তির পাঠ সংশোধনপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া নাতি-সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনায় ঐতিহাসিকোচিত অভিনিবেশ ও যুক্তি-বিচারের অবতারণা থাকিলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের আবশ্যকতা ছিল না। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি ১৩৫৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের শীঘ্র প্রকাশের প্রতিশ্রুতি সম্বৎসরমধ্যেও প্রতিপালিত হইল না দেখিয়া আমরা ইহা প্রকাশ করিতেছি।

কল্পনা করিতেছিলেন, যদিও ইহা বৈন্যগুপ্তের শাসন কি না, সে চিন্তাও তাঁহার মনে ছিল।[১] তৎকালে আমরা বিষয়ান্তরে মগ্ন থাকায় পাঠোদ্ধারে সাহায্য করার জন্য তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। বিগত মে মাসে পুলিন বাবুর নিকট হইতে পরীক্ষার জন্য তাম্রশাসনটি আনিয়াছিলাম।

পাঠোদ্ধার :—শাসনলিপির মোট পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ৪৯ —সম্মুখে ২৮ পঙ্‌ক্তি, পশ্চাদ্ভাগে ২১ পঙ্‌ক্তি। আমরা কোনরূপ সংশোধন না করিয়া যথাযথ সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি। শেষাংশ সুখপাঠ্য নহে এবং অনেক স্থলেই পাঠে সন্দেহ থাকিয়া গেল।

১। ওঁ স্বস্তি বিলসন্তি যস্য শশ্বদ্দিতিসুতদমনেন বিক্রমোদ্গারাঃ স্ স জয়তি হরিরেকার্ণ্ণবমধ্যোদ্ধৃতমেদিনীভারঃ ॥ প্রজ্ঞাতিশয়বিশো-

২। ধিতগুণরাশৌ দুগ্ধসিন্ধুবন্ধৌতা যস্য শ্রীরপি সশ্রীঃ স শ্রীশ্রীধারণো জয়তি ॥ অথ মত্তমাতঙ্গশতসুখবিগাহ্যমানবিবিধতীর্থয়া নৌভি-

৩। রপরিমিতাভিরুপরচিতকূলয়া পরিকৃতাদভিমতনিম্নগামিন্যা ক্ষীরোদয়া সর্ব্বতোভদ্রকাদ্দেবপর্ব্বিতা-চ্ছীমৎসমতটেশ্বরপাদানু-

৪। ধ্যাতাঃ কুমারামাত্যা অধিকরণঞ্চ গুপ্তানাটন-পটলায়িকয়োর্বিবষয়পতী[২] অধিকরণঞ্চ বোধয়ন্তি বিদিতম-

৫। স্তু বো নিরুপমগুণগণৌঘশালিনি জগদুদয়স্থিতিনিরোধবিবিধপ্রপঞ্চ-ধামনি বিবুধসত্তমে শতমখশত্রুশাতনব্যস-

৬। নবিলসিতায়তৌ ভগবতি পুরুষোত্তমে পরময়া বিনিবেশিতাশয়শ্রদ্ধয়া শব্দবিদ্যাদিবিবিধসময়পরিগমজনিতস্বক-

৭। স্বকগুণবিশেষঘনঘটিতবুদ্ধিরবিকলশক্তিত্রিতয়সম্পদুদগতো যথারুচি প্রবর্ত্তিতষাড়্‌গুণ্যগোচরশ্চাপচক্রবিক্রা-[৩]

৮। ড়িত ইব গতঃ কলাসু কোশলমনতিশয়সুন্দরমতিমধুরচিত্রগীতেরুৎ-পাদয়িতা কবিরপরিমিতগোহিরণ্যভূমিপ্র-

---

১। বর্ত্তমান শাসনলিপির পাঠোদ্ধারের পর ইহার প্রসঙ্গে বৈন্যগুপ্তের উল্লেখ সর্ব্বথা পরিবর্জনীয় ছিল। কিন্তু ডক্‌টর সরকার তাঁহার প্রবন্ধের মুখবন্ধে অনর্থক আড়ম্বর সহকারে বৈন্যগুপ্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রদ্ধেয় ডক্‌টর বড়ুয়াকেও পঙ্কলিপ্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন।

২। বিষয়পতী, এখানে দ্বিবচনান্ত পাঠই মূলে আছে। বিষয়পতীন্-রূপে সংশোধন করার কোন হেতু নাই।

৩। **ডক্‌টর সরকার নিপীড়িত পড়িয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে।**

৯। দানপুণ্যকীর্ত্তেরসমসমপ্রতাপোপনতসামন্তচক্রস্য সুগৃহীতনাম্নো দেবস্য সমতটেশ্বরশ্রীজীবধারণরাতভট্টা-

১০। রকস্য সূনুরুদিতোদিতকুলায়ামপরিমিতপ্রজাধারিণ্যাং সাক্ষাদিব বসুন্ধরায়ামগ্রমহিষ্যামুৎপন্নঃ শ্রীবন্ধুদেব্যাং প্রসাদা-

১১। তিশয়সুমুখেন পিত্রা স্বয়মর্পিতাধিরাজ্যঃ পিতেব পালয়িতা[৪] জগতো বুদ্ধিনিগ্রহাদনভিমতপ্রাণনিগ্রহে মনুরপর ই-

১২। ব পরমকরুণাশ্রয়ঃ কুলবসতিরিব সত্বসম্পাদো জন্মভূমিরিব প্রিয়বচন-জাতস্য গজতুরগসতত‌পীড়ন-

১৩। ক্রমোচিতশ্রমবলিততনুবিভাগরম্যদর্শনঃ পরমবৈষ্ণবোনেক প্রাণিকোটী-শতসহস্রজীবিতস্য প্রদায়কতয়া

১৪। পরমকারুণিকো মাতাপিতৃপাদানুধ্যাতঃ প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দঃ সমতটেশ্বরঃ শ্রীশ্রীধারণরাতদেবঃ কুশলী

১৫। পিতৃচরণশুশ্রূষণৈকশীলস্য বিজিতচক্ষুরাদিকরণগ্রামতয়া[৫] বিনয়স্যেব মূর্ত্তিমতো হস্ত্যশ্বপ্রহরণবিদ্যা-

১৬। ভিরনুগতশব্দবিদ্যাপরিশ্রমস্যাপযা (+ পিত +) পিতৃপিতামহ-ক্রমো-চিতপ্রবয়সঃ শ্রীযেব নায়কগুণসম্পদা স[৬]

১৭। সমাপূর্যমাণসন্ততেরাজ্ঞাশতপ্রাপিণো যুবরাজপ্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দশ্রীবল-ধারণবাতভট্টারকস্য

১৮। মুখেন স্ফুটচিত্রবল্গুভাষিণা সমাদিশতি স্ম। বিজ্ঞাপিতস্মহাসন্ধি-বিগ্রহাধিকৃতশ্রীজয়নাথেন যৎকিঞ্চি-

১৯। ল্লোকদ্বিতয়সুখনিবন্ধনঙ্কর্ম্ম কর্ত্তব্যমস্মাদৃশৈস্তৎসর্ব্বম্পসা (+ দা +) দেব-পাদানামেতন্মৃলত্বাদাশয়শ্চ বিদিতো বৎসলঃ পাদী-

২০। যো যথা জন্মশতমপ্যনুগ্রহীতুমিচ্ছতি লোকমনুজীবিনমতোর্থম্ কথ্যতে (?) পাদীয়সংবিধানসংব্যপেক্ষণম্পুণ্যক্রিয়া-

২১। ণাস্তেনার্হসি ভূম্যা স্তোকয়া প্রসাদঙ্কর্ত্তুন্তামহমবাপ্য প্রীতপ্রীতবুদ্ধি-রপগতসংসারদোষনির্ম্মলস্তাসংসক্তস্তা-

৪। ডক্টর সরকার (অ)পগতো পড়িয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

৫। ডক্টর সরকারের করণারামতয়া পাঠ শুদ্ধ নহে।

৬। স একটি অতিরিক্ত উৎকীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২২। পি সংসক্তস্য জগতি মহাকরুণয়া সর্ব্বজ্ঞস্য ভগবতস্তথাগতোরত্নস্য গন্ধধূপদীপমাল্যানুলেপনার্থস্তদুপদিষ্ট-

২৩। মাগর্গস্য ধর্ম্মস্য লেখনবাচনার্থমার্যসঙ্ঘস্য চ চীবরপিণ্ড-পাতাদিবিবি-ধোপচারার্থমধিগতবিদ্যানামপি ব্রাহ্মণার্য্যা-

২৪। ণাম্পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তনার্থং মাতাপিত্রোরাত্মনঃ পুত্রপৌত্রসন্ততের্জ্জগতশ্চ পুণ্যোপচয়ার্থম্বিভজ্য প্র(+ দ +)দামিতি বিজ্ঞাপন-

২৫। য়ানয়া যুক্ততরমাবেদিতমিতি প্রসন্নমানসৈঃ পঞ্চবিংশতিরস্মাভি-র(স্য) ক্ষেত্রপাটকাঃ প্রসাদীকৃতাস্তে যূয়মস্মৎবটক-

২৬। শাসনসনাথমারোপ্য শ্রীতাপতাম্রম্প্রযচ্ছত তানিতি পিতৃচরণপ্রসাদাদ-বাপ্তস্য সমতটাদ্যনেকদেশাধিরাজ্যস্যাস্ট-

২৭। মে সম্বৎসরে শ্রাবণমাসস্য তিথৌ সিতসপ্তম্যাং শ্রাবিতনির্জ্জাতা-য়ামাজ্ঞায়াং সীমলিঙ্গানি দাতুং লিখিতে বিষয়পতাবধিকরণেন

২৮। তৎপ্রতিলিখিতকদর্শনেন ভবন্তি সীমলিঙ্গানি যত্র ॥ গুপ্তীনাটনে খড়োব্বালোকাএতুবা (?) পাটকোরখল্লুযু দণ্ডানা-

পশ্চাদ্ভাগে

২৯। স্প্রাপিণামষ্টাদশানাম্পাটকানাং সীমলিঙ্গানি যত্র পূর্ব্বেণ দশগ্রামে নায়বিড্ডিকাবিল্লভঙ্গাননৌপৃ-

৩০। থ্বীশ্রীক্ষেত্রং নিক্রান্তবপ্রবিষ্টকভঙ্গাননৌপৃথ্বীশ্রীডক্ষেল্লনৌস্থিরবেগা-ক্ষেত্রাণি দক্ষিণেন নৌস্থিরবেগা প-

৩১। শ্চিমেন দ্বিস্থলিকা নদী উত্তরেণাপি দ্বিস্থলিকা নদী নায়বড্ডিকাবিল্লশ্চ ॥ নিধানী-খাডোব্বা-রঙ্কুপৌত্তকে বপ্প-

৩২। যশঃপ্রাপিণাং পঞ্চানাং পাটকানাং প্রথমখণ্ডে পূর্ব্বেণ তীরদেশীয়তাম্রং দক্ষিণেন নৌশিবভোগা পশ্চিমেন

৩৩। স্বতাম্রং উত্তরেণার্দ্ধত্রিকশতকুলপুত্রকাণাং ক্ষেত্রং দ্বিতীয়ে পূর্ব্বেণ স্বতাম্রং দক্ষিণেন দণ্ডজয়সেনক্ষেত্রং প-

৩৪। শ্চিমেনাদ্বাগঙ্গা উত্তরেণার্দ্ধত্রিকশতকুলপুত্রকানা(ং) ক্ষেত্রং। পটলায়িকা-করলকোটেপি বহিঃক্ষেত্রপাটক-

৩৫। দ্বয়স্য পূ(+ র্ব্বে +)ণ দেবীমঠতাম্রম্প্রবিষ্টকপুস্কবলোঙ্কমপশ্চিমালৌ (?) সব্যঞ্জনেন মিত্রবলবিহারতাম্র-

৩৬। মাদিত্যমণ্ডপো নৌদণ্ডকশ্চ দক্ষিণেন কাঞ্চীরকপুষ্করিণী নৌদণ্ডকশ্চ পশ্চিমেন নৌদণ্ডকঃ

৩৭। প্রবিশ্য ঈষদ্ব্যঞ্জনেন গণ্ডদেবমেড়োঞ্চপূর্ব্বালী নিষ্ক্রান্তকব্যঞ্জনেন বিষ্কনাদী (?) মল্লকর্ম্ম-

৩৮। কারাণাং ক্ষেত্রং সব্যজনেন নিষ্ক্রম্য মহাকায়স্থভাস্করচন্দ্রতাম্রমুত্তরেণ করলবিহারনৌস্কণ্ডহারাদ (?)

৩৯। ব্রভঙ্গেন চ সব্যজনশ্রীতাপসধনদেবক্ষেত্রঞ্চেতি এবমবধৃতসীমানঃ পঞ্চ-বিংশতিপাটকা ইতি পূরি-

৪০। তে মহতি ভূতে (?) বিভজ্য প্রতিপাদিতা ইতি গৌরবাৎ যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলমিতি স্বদানপা-

৪১। লাপেক্ষয়াপ্যপরিলিখিতৈরিমে দানেন্নুমোদনবিধৌ পরিপালনীয়া মোক্ষে পভাবগণৈরুচিতানুভাবাঃ শ্লো-

৪২। কা মুনেরপি পরাশরবংশকেতোর্ব্ব্যাব্যা সদা ভুবনরক্ষণবদ্ধকর্ত্রেতি ॥ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিস্সগরাদিভি-

৪৩। র্যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং ॥ ষষ্টিম্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা

৪৪। চ তান্যেব নরকে বসেৎ ॥ স্বদত্তাম্পর(+দ+)ত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাং স বিষ্ঠায়াঙ্কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিস্সহ পচ্যতে ॥

৪৫। বিভাগশ্চায়ং ভগবতো রত্নত্রয়স্য রঙ্কুপ্রোতকস্তত্রার্দ্ধপাটকো ভিক্ষদস্য খড্ডোব্বালোকা ব্রাহ্মণার্য্যাণাং ভিক্ষ-

৪৬। দস্য তত্রাপি পঞ্চপাটকাঃ করলকোট্টপাটকদ্বয়ঞ্চ ভোক্তৃণাম্ব্রাহ্মণানা-ম্মেয়ানি পদানি চ ভট্টদিবাকর

৪৭। তস্য পঞ্চপদানি ॥ ভট্টভুবঃ প ৫ ॥[৭] ভট্টবৎসঃ প ৫। বলীবর্দ্দযশাঃ বৃষভযশাস্তয়োঃ প ৫ ॥ ভট্টভদ্রঃ প ৫

৪৮। ॥ ভট্টললিতঃ প ৫ ॥ কুরমণঃ প ৫। আলোকঃ প ৫ ॥ বলীবর্দ্দচন্দ্রঃ প ৩। চন্দ্রস্বামিনঃ প ২। সাধারণঘো-

৪৯। ষঃ প ২ ॥ পশুপতেঃ প ৫ ॥

৭। খড়্গ-শাসনের দ্বিতীয় খণ্ডে মাস-তারিখের দ্বিতীয় অঙ্কের সহিত বর্ত্তমান সংখ্যাঙ্কটির মিল আছে। ৺গঙ্গামোহন লস্কর তাহা ৫ পড়িয়াছিলেন। ডক্টর বসাকের মতে ৫ কিম্বা ৮।

ব্যাখ্যা ও আলোচনা :—এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শাসনলিপি হইতে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাসের এক তমোময় যুগের উপর মূল্যবান্ আলোকপাত করিয়াছে। আমরা অতিসংক্ষেপে তাহার আলোচনা সূচিত করিতেছি। সর্ব্বাগ্রে ইহার কালনির্ণয় আবশ্যক। ত্রিপুরার লোকনাথ-শাসন রচনাকালে (৬৬৩-৪ খ্রীঃ) রাত-শাসনোক্ত শ্রীধারণের পিতা জীবধারণ জীবিত ছিলেন। সুতরাং শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যাঙ্ক কিছুতেই ৬৭৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না। শ্রীধারণের পুত্র যুবরাজ বলধারণ তৎকালে 'প্রবয়াঃ' (১৬ পঙ্ক্তি) অর্থাৎ প্রবীণ বয়স্ক এবং তদীয় 'সন্ততি'গণও নায়কোচিত গুণসম্পদে বর্দ্ধমান ছিল (১৭ পঙ্ক্তি)। সুতরাং রাতলিপির কাল নিঃসন্দেহে প্রায় ৭০০ সন নির্ণয় করা যায়, কিছু পরেও হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বে নহে। রাতলিপির জ-অক্ষরের রূপ লোকনাথ-লিপির পরবর্ত্তী। পক্ষান্তরে ইহা এখন নিঃসন্দেহে অবধারণ করা যায় যে, খড়্গাবংশীয় দেবখড়্গ রাতবংশের পরবর্ত্তী। খড়্গাশাসনের আ-কার, ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, জকার প্রভৃতির রূপ নিশ্চিতই রাতলিপির পরবর্ত্তী। রাতশাসনের আবিষ্কারের ফলে দেবখড়্গের কালনির্দ্দেশ ৭৫০ সনের পূর্ব্বে হয় না। এতদনুসারে সেঙ চি-বর্ণিত সমতটেশ্বর 'রাজভটে'র সহিত দেবখড়্গের পুত্র 'রাজরাজভটে'র অভেদকল্পনা সর্ব্বাংশে পরিত্যাগ করিতে হইবে। পূর্ব্বে যাঁহারা বিচারপূর্ব্বক ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতই সমীচীন প্রতিপন্ন হইতেছে। সেঙ্-চির মতে সমতটাধিপতির নাম ছিল Hoh-lo she-po-t'a অর্থাৎ 'হর্ষভট'—ইহা কেন 'রাজভট'রূপে পরিবর্ত্তনীয়, আমরা ঠিক বুঝি না। আর, রাজভটের সহিতও রাজরাজভট্টের কোনই সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। প্রথম খড়্গাশাসনে ভূমিদান "রাজরাজভট্টস্যায়ুষ্কামার্থং" (১৩ পঙ্ক্তি) হইয়াছিল। ইহার একমাত্র সমীচীন ব্যাখ্যা এই যে, ধর্ম্মশীল লেখক পুরদাস যুবরাজের প্রতি স্নেহ-গৌরব সূচনার জন্য 'ভট্টারক' কিম্বা নাটকীয় 'ভট্টিনী' পদের ন্যায় ভট্ট পদ প্রয়োগ করিয়াছেন—ইহা কিছুতেই যুবরাজের নামের অংশ হইতে পারে না। সুতরাং সেঙ্-চির হর্ষভট কিম্বা রাজভটের সহিত উক্ত যুবরাজের কোনই সম্পর্ক নাই। উভয়ে অভিন্ন হইলে দ্বিতীয় শাসনে "তৎসুতো রাজভট্টঃ" না লিখিয়া "তৎসুতো রাজরাজঃ" লিখিত হইত না (৬-৭ পঙ্ক্তি)। লোকনাথের ন্যায় দেবখড়্গও এক 'বৃহৎ পরমেশ্বরে"র উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং উভয়েই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। রাত-শাসনের সহিত তুলনায় খড়্গাশাসনের মুদ্রা, রচনা, লিপিলেখা প্রভৃতি সবই নিকৃষ্ট এবং ভ্রমসঙ্কুল। এতদ্দ্বারাও উভয় বংশের তারতম্য এবং রাত-বংশেরই সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষ সূচিত হয়।[৮]

৮। রাজভটের মায়া কাটাইতে না পারায় ডক্টর সরকারের সমস্ত প্রবন্ধটি প্রমাদগ্রস্ত ও শিথিল-যুক্তি হইয়াছে। একবার লিখিলেন, খড়্গাবংশের রাজত্বকাল ৭ম শতাব্দীর শেষে ও ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে, এই মতই 'সমীচীন' (পৃ ৩৭০)। আবার লিখিলেন,

আমরা স্থানীয় অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, লোকনাথ-শাসনটি ত্রিপুরাধিপতির জমীদারীর ম্যানেজার Mcminn সাহেব ময়নামতীর Settlement Camp হইতে আনিয়া কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং ময়নামতী অঞ্চলেই ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উক্ত শাসনদত্ত "অটবীভূখণ্ডে"র পূর্ব্বসীমা 'কণামোটিকাপর্ব্বত' ময়নামতী পাহাড়েরই একটা 'মুড়া' (মোটিকাশব্দের অপভ্রংশ, মুণ্ডশব্দের নহে) হইবে, পার্ব্বত্য ত্রিপুরার কোন মুড়া নহে। কারণ, সীমানির্দ্দেশমধ্যে অন্য কোথায়ও পর্ব্বতের উল্লেখ নাই। ইহা ঠিক হইলে লোকনাথ-শাসনের কিছু কাল পরে জীবধারণের সমতটেশ্বরত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, পূর্ব্বে নহে। শশাঙ্ক-হর্ষ-ভাস্করবর্ম্মার তিরোধানের পর দেশব্যাপী অরাজকতার সময়ে অজ্ঞাতকুলশীল জীবধারণ স্বপ্রতিভাবলে সমতটে আধিপত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন—ইহা একপ্রকার নিশ্চিতরূপেই রাত-লিপি হইতে উদ্ধার করা যায়। কিন্তু কোন কোন 'সামন্ত' ও 'বিষয়পতি'র সহিত তাঁহার সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সমতটের যে অংশে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই অংশে সম্ভবতঃ সেঙ্-চির রাজভট জীবধারণের বশ্যতা তখনও স্বীকার না করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জীবধারণের দুইটি সজ্ঘর্ষের বিবরণ লোকনাথ-শাসনে প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত শাসনের ৭-৯ শ্লোকের অর্থ পরিস্ফুট নহে। আমরা একটি অভিনব ব্যাখ্যা দিতেছি। ৭ম শ্লোকে লোকনাথের স্তুতিচ্ছলে লিখিত আছে—"যস্মিঞ্ছ্রীপরমেশ্বরস্য বহুশো যাতং ক্ষয়ং সৈনিকং।" এই পরমেশ্বর স্বয়ং জীবধারণ হওয়াই সম্ভব। তিনি বহু সৈন্যক্ষয় করিয়াও অটবীভূখণ্ডের অধিপতি লোকনাথকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তৎপর, "দুর্জ্জেয় জয়তুঙ্গবর্ষসমরে সদ্যঃপ্রয়োগোর্থিতো" (৮ম শ্লোক, সদ্যঃপ্রয়োগার্থিনাং পাঠ মূলানুগত কিম্বা বিশুদ্ধ নহে বলিয়া মনে হয়) অর্থাৎ জীবধারণ জয়তুঙ্গবর্ষের সহিত সমরে লোকনাথের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং লোকনাথও সদ্যঃ তাহা প্রদান করিয়া তাঁহাকে জয়মণ্ডিত

রাতবংশ ও খড়্গবংশ উভয়ই ৭ম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজত্ব করেন (পৃ. ৩৭২) এবং "ই-সিঙের সমতট আগমনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে খড়্গবংশীয় বৌদ্ধরাজা দেবখড়্গ রাতবংশ দমন করিয়া সমতটে আধিপত্য স্থাপন করেন।" (পৃ. ৩৭১) অর্থাৎ ই-সিঙের (৬৭১-৯৫) কিছু পূর্ব্বে সেঙ্চি ও রাজভট, তৎপূর্ব্বে দেবখড়্গ, তৎপূর্ব্বে শ্রীধারণ ও তৎপূর্ব্বে জীবধারণ, সুতরাং ৬৫০ সনের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন এবং রাত-খড়্গ সংঘর্ষ তাহা হইলে শশাঙ্ক-হর্ষ-ভাস্করবর্ম্মার জীবদ্দশায়ই সংঘটিত হয়। পরিশেষে ডক্টর সরকার রাতবংশকে খড়্গ-বংশের সামন্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন (পৃ. ৩৭৩)! খড়্গবংশের উন্নত খড়্গের আঘাতে অভিনব রাতবংশের মাথা তুলিবার সাধ্য নাই, "সমতটাম্তনেকদেশাধিরাজ্য" খড়্গাঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ডক্টর সরকার তাঁহার প্রবন্ধ 'সুদীর্ঘ করিতে' না চাহিয়া (পৃ. ৩৭০।১) মাত্র ৪ পৃষ্ঠায় শেষ করিয়াছেন। তাঁহার এই আত্মসংযমের ফলে আমরা এই জাতীয় অনেক মূল্যবান্ যুক্তিপরম্পরা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

করেন। ফলে, জীবধারণ সন্তুষ্ট হইয়া "যস্মৈ দদৌ স্ববিষয়ং সহ সাধনেন, শ্রীপট্টপ্রাপ্তকরণায় বিহায় যুদ্ধং।" (৯ম শ্লোক) পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাঁহার কি সাধন সহ বিষয়দানের অধিকার আছে? "জয়তুঙ্গ" নামে সমতটের অন্তর্গত একটি বিষয় ছিল। কেম্ব্রিজের একটি পুথিতে যে সকল বৌদ্ধমূর্ত্তির চিত্র অঙ্কিত আছে, তন্মধ্যে একটির বর্ণনা হইল—"সমতটে জয়তুঙ্গলোকনাথঃ" (Fouche : Iconographie, p. 200)। সুতরাং জয়তুঙ্গবর্ষ ব্যক্তিবিশেষের নাম না ধরিয়া বিষয়ের নামরূপে ধরা যায়। রাত-শাসনের উক্তিবলে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জীবধারণের জীবদ্দশায়ই বিষয়পতিদের সহিত ঐরূপ সজ্বর্ষ সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছিল এবং সমতটাদি নানা দেশের নিষ্কণ্টক আধিরাজ্য শ্রীধারণ 'পিতৃচরণপ্রসাদে' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে, লোকনাথ-শাসনের 'গজলক্ষ্মী'-মুদ্রায় প্রথম শুধু "কুমারামাত্যাধিকরণস্য" লিখিত ছিল, পরে "লোকনাথস্য" লিখিত হয়। কিন্তু রাতশাসনের মুদ্রায় "শ্রীমৎসমতটেশ্বরপাদানুধ্যাতস্য কুমারামাত্যাধিকরণস্য" অঙ্কিত আছে। রাজার নাম অঙ্কিত ছিল না, পরে লক্ষ্মীর দক্ষিণ পার্শ্বে অতিক্ষুদ্রাক্ষরে "শ্রীশ্রীধারণরাতস্য" কোন প্রকারে উৎকীর্ণ হইয়াছে। অনুমান হয়, গুপ্তসাম্রাজ্য হইতে পৃথক্ হওয়ার পূর্ব্বেকার মুদ্রাই লোকনাথ ব্যবহার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে রাতশাসনের মুদ্রানির্ম্মাণকালে সমতট স্বাধীন হইয়াছে। সুতরাং উভয় শাসনের মধ্যে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

রাতশাসনের রচয়িতার নাম পৃথক্ উল্লিখিত হয় নাই। শাসনটি 'শব্দবিদ্যা'-বিৎ যুবরাজ বলধারণরাতের মুখ হইতে প্রচারিত হইয়াছিল এবং যুবরাজ 'স্ফুটচিত্রবক্তভাষী' ছিলেন (১৮ পঙ্ক্তি)। সুতরাং অনুমান হয়, স্বয়ং যুবরাজই শাসনের পাঠ রচনা করিয়াছিলেন। 'পরমবৈষ্ণব' রাজার শাসনারম্ভে দুই শ্লোকে বিষ্ণুবন্দনা আছে। দ্বিতীয় শ্লোকে শ্লেষ অলঙ্কার দ্বারা রাজা শ্রীধারণ ব্যতীত শ্রীধারণ অর্থাৎ লক্ষ্মীধর বিষ্ণুরও বন্দনা আছে। শ্লেষ ও অনুপ্রাসের সহযোগে এই মনোহর আর্য্যাটি গৌড়ীয় রীতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণরূপে গ্রহণযোগ্য। আবিষ্কৃত অন্যান্য তাম্রশাসনের তুলনায় বর্ত্তমান শাসনের পাঠ ও বিষয় নির্দ্দেশ বৈশিষ্ট্য আছে—ইহাতে তৎকালীন শাসনপদ্ধতির বিভিন্ন বিভাগের একটা স্ফুট চিত্র পাওয়া যায়, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। প্রথমতঃ মহাসন্ধিবিগ্রহাধিকারী জয়নাথ রাজাকে নিবেদন করিলেন (১৮-২৪ পঙ্ক্তি)—"আমাদের যা কিছু পুণ্যকার্য্য দেবপাদের অনুগ্রহসাপেক্ষ; জন্মে জন্মে অনুজীবির প্রতি পাদীয় বাৎসল্য জানিয়া কিছু ভূমি প্রার্থনা করি, তাহা পাইয়া আমি রত্নত্রয়ের জন্য এবং ব্রাহ্মণার্য্যগণের পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্ত্তনের জন্য বিভাগ করিয়া প্রদান করিব" ('প্রদামিতি' সংশোধন করিয়া 'প্রদদামীতি' কিম্বা 'প্রদাস্যামীতি' পড়িতে হইবে)। শাসনে রত্নত্রয়ের অধিষ্ঠান কোন বিহারের উল্লেখ নাই। জয়নাথ নিঃসন্দেহ বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৈষ্ণবরাজার প্রীতির জন্য একসঙ্গে উভয় ধর্ম্মের পুণ্যকার্য্য করিতে চাহিয়াছেন। অনুমান হয়, স্বয়ং জয়নাথই রাজধানীতে বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে, প্রদত্ত ভূমির বিভাগস্থলেও শুধু রত্নত্রয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ ব্রাহ্মণার্য্যগণের নামের সম্পূর্ণ সূচি ও প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ সাবধানে

লিখিত হইয়াছে। রাজা তদীয় কুমারামাত্যগণ (গৌরবে বহুবচন নহে) ও অধিকরণকে আদেশ করিলেন, "এই যুক্তিযুক্ত বিজ্ঞাপনের পর আমরা প্রসন্নচিত্তে ২৫ পাটক ক্ষেত্র দান করিলাম। তোমরা ('যূয়ং' অর্থাৎ কুমারামাত্য ও অধিকরণ) আমাদের কটকের শাসন সহ তপ্ত তাম্রে লিখিয়া তাহা প্রদান কর।" রাজার এই আদেশ অষ্টম সম্বৎসরের শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী তিথিতে পড়িয়া শুনাইয়া প্রচারিত হইলে পর ('শ্রাবিতনির্জাতায়াং') অধিকরণ বিষয়পতিকে ভূমির সীমা নির্দ্দেশ করিতে লিখিলেন এবং তাহার প্রতিলিখিতক (অর্থাৎ উত্তর) পাইয়া সীমা লিপিবদ্ধ হয় (২৭-৪০ পং)। শেষাংশে (৪০-৪৯ পং) দানপালন ও অনুমোদনের বাক্য এবং ভূমির বিভাগ লিখিত হইয়াছে।

রাজার আদেশটি স্পষ্টতঃ তাঁহার 'কটক' অর্থাৎ রাজধানী হইতে প্রচারিত হয়—কটক শব্দের অন্যতম প্রসিদ্ধ অর্থ "সেনায়াং রাজধান্যাং চ" (হেমচন্দ্রের অনেকার্থসংগ্রহ)। এ স্থলে রাজধানীর নাম-পরিচয় লিখিত হয় নাই। কুমারামাত্যগণ ও অধিকরণ যে স্থান হইতে বিষয়পতিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়াছেন—ক্ষীরোদানদী-পরিবেষ্টিত দেবপর্ব্বত—তাহাই সমতটেশ্বরের কটক অথবা রাজধানী সন্দেহ নাই। রাজার আদেশ তদীয় 'পাদানুধ্যাত' কুমারামাত্য ও অধিকরণ রাজকটক হইতে পৃথক্ স্থানে বসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান তাম্রলিপি হইতে যে সকল নূতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ হইল রাতবংশীয় সমতটাধিপতি ৩ পুরুষের নাম—জীবধারণ (পত্নী বন্ধুদেবী), পুত্র শ্রীধারণ এবং তৎপুত্র যুবরাজ বলধারণ—এবং তদ্ভিন্ন সমতটের তৎকালীন রাজধানীর নাম ও অবস্থান। এই রাজধানীর বর্ণনায় জয়স্কন্ধাবার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শব্দের পরিবর্ত্তে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম একটি অভিনব পদ প্রযুক্ত হইয়াছে "সর্ব্বতোভদ্রকাং"। সমতটের অন্তর্গত ক্ষীরোদাবেষ্টিত দেবপর্ব্বতের অবস্থান নির্ণয় সহজসাধ্য। কুমিল্লানগরীর পশ্চিমে ১০ মাইলব্যাপী লালমাই-ময়নামতীর অনুচ্চ পাহাড় চারি দিকেই সমতলভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পাহাড়ের সংলগ্ন পশ্চিম দিকে পাইটকারা পরগণা মধ্যে "ক্ষীর" (অথবা গ্রাম্য ভাষায় 'খিরি') নদীর প্রাচীন খাত এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার উৎপত্তিস্থান ও প্রবাহ এখন নূতন করিয়া গবেষণার বিষয় হইয়াছে। প্রবাদ অনুসারে প্রাচীন কালে ইহা একটি বিশাল নদী ছিল এবং সমুদ্রগামী জাহাজ এই নদীর মধ্য দিয়া ময়নামতী পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত আসিত। বর্ত্তমানে ইহার ক্ষীণ ধারা বড়কান্তার দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া গৌরীপুরের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাই যে তাম্রশাসনোক্ত "ক্ষীরোদা" নদী, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, স্থানীয় প্রবাদে লুপ্ত নদীটির নামের রূপান্তর "ক্ষীরদ" ছিল (প্রতিভা, ১৩১৯, পৃ. ৬১৮)। যে নদীতে শত শত মত্ত মাতঙ্গ নানা তীর্থে অবগাহন করিত, অথচ যাহা সমতটের অন্তর্গত এবং নাম দ্বারাই পার্ব্বত্য গোমতী নদী হইতে পৃথক্, তাহা পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অনতিদূরবর্ত্তী অবশ্যই হইবে। এই নদী লালমাই পাহাড়ের পূর্ব্বদিকেও প্রবাহিত ছিল এবং সম্ভবতঃ কোন উপত্যকার মধ্য দিয়া পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছিল। লালমাই পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষ

যাহারা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কেহ কেহ অবগত থাকিতে পারেন যে, ময়নামতী টিলার প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে পাহাড়ের পূর্ব্ব উপকণ্ঠে "আনন্দরাজার বাড়ী" বলিয়া পরিচিত একটি বিশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। এই বাড়ীতে আরোহণ করার পথে একটি ক্ষুদ্র খাত পার হইতে হয়—খাতটি ঘুরিয়া রাজবাড়ীর পশ্চিম ধারে গিয়াছে। স্থানীয় লোকে ইহাকেই "ক্ষীর" নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সুতরাং "আনন্দরাজার বাড়ী"র ধ্বংসাবশেষই পূর্ব্বকালে দেবপর্ব্বত বলিয়া পরিচিত ছিল বুঝা যায়। ইহার আশ্চর্য্য-জনক সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ত্তমান শাসনে দেবপর্ব্বতকে "সর্ব্বতোভদ্রক" নামে পরিচিত করা হইয়াছে। মানসার-গ্রন্থানুসারে (৯ম অধ্যায়) "সর্ব্বতোভদ্র" অষ্টবিধ গ্রামের অন্যতম। অমরকোষে (২।২।১০) ইহা একপ্রকার রাজভবন এবং টীকাকার সর্ব্বানন্দের মতে তাহা "বিহারাকৃতি"। বরাহমতে ইহা চতুর্দ্বার-সমন্বিত, আলিন্দযুক্ত এবং "সমন্ততো বাস্তু"। ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরুতে "ভবিষ্যোত্তর" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত রাশ্যনুসারে দ্বাদশবিধ রাজ-গৃহের অন্যতম সর্ব্বতোভদ্রের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :—

দ্বৌ রাজহস্তাবায়ামে পরিণাহে তথৈব চ।
ইত্যয়ং সর্ব্বতোভদ্রঃ শুক্রশ্চাস্যাধিদেবতা ॥
দানবা রক্ষকাশ্চৈব পূজ্যাস্তে চাত্র যত্নতঃ।
চতুর্দ্দশাস্য দ্বারাণি কৃষ্ণচিত্রাবৃতানি চ ॥
পীতপট্টাবৃতো হ্যেষঃ সর্ব্বানিষ্টবিনাশনঃ।
অত্র স্থিত্বা মহীপালঃ সর্ব্বান্ শত্রূন্ নিকৃন্ততি ॥

(যুক্তিকল্পতরু, ১ম সং, পৃ. ৩৮-৯)

দেবপর্ব্বত নামক কটককে "সর্ব্বতোভদ্রক" বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা সমান দীর্ঘ প্রস্থ তাদৃশ "সর্ব্বতোভদ্র" গৃহময় ছিল, কিম্বা ইহা দেখিতে সর্ব্বতোভদ্রের মত ছিল। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন। বিগত যুদ্ধের সময় লালমাই পাহাড়ের বহু মুড়া ইষ্টকরাশির জন্য খনিত হয় এবং তাহার ফলে কয়েকটি ধ্বংসাবশেষের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। "আনন্দ রাজার বাড়ী"টি এই প্রকারে একটি সর্ব্বতোভদ্র-জাতীয় বিরাট্ বৌদ্ধবিহার ছিল বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। (B. C. Law Volume, Part II, Poona, p. 220 দ্রষ্টব্য) ইহার এক একটি ভুজ প্রায় এক ফার্লঙ্গ অর্থাৎ ৬৫০ ফুট দীর্ঘ।

এই ধ্বংসাবশেষ হইতে আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের বৃষলাঞ্ছন মুদ্রার অনুরূপ বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি মুদ্রায় "পটিকের" লিখিত আছে (ঐ প্রবন্ধের Plate V দ্রষ্টব্য)। অক্ষরগুলি প্রায় রাত শাসনের লিপির অনুরূপ, কিন্তু ট-কারের আকৃতি বিভিন্ন এবং পরবর্ত্তী। অনুমান হয়, ৮ম শতাব্দীতে রাতবংশের পরে এই অঞ্চল চন্দ্রবংশের অধীনে আসে এবং অভিনব 'দেবপর্ব্বত' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'পটিকের' নাম (পুনঃ)

প্রবর্ত্তিত হয়। পটিকের নগরের নাম বটে—রাতশাসনের প্রমাণবলে অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্য ইহা সমতটমণ্ডলের অন্তর্ভূত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।[৯]

রাত-শাসনের আবিষ্কারের ফলে সমতটের রাজধানী "বড়কাম্তা"য় ছিল বলিয়া যে মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, খড়্গাশাসনের 'জয়কর্ম্মান্তবাসকাৎ' পদে কর্ম্মান্ত-শব্দের পূর্ব্বে জয়-শব্দের প্রয়োগদ্বারাই বুঝা যায়, কর্ম্মান্ত শব্দ স্কন্ধাবারের ন্যায় জাতিবাচক পদ, বিক্রমপুরাদির ন্যায় সংজ্ঞাবাচক নহে। দ্বিতীয়তঃ, এক ত্রিপুরা জেলায়ই বড়কাম্তা ছাড়া বহু গ্রাম বিদ্যমান আছে, যাহার শেষে 'কাম্তা' শব্দ সংযুক্ত আছে। মেহার পরগণায় 'কামতা' নামে জোয়ার ও গ্রাম বিদ্যমান আছে। ঐ অঞ্চলেই একটি গ্রামের নাম 'দেওকাম্তা'। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তের নিকটে দুইটি ঠিক্ 'জয়কামতা' গ্রামই বিদ্যমান আছে। তদ্ভিন্ন আশকাম্তা, নয়কাম্তা প্রভৃতি বহু গ্রামের নাম পাওয়া যায়। যশোহর জেলায় 'কামতা' নামে গ্রাম আছে—৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং 'কর্ম্মান্ত' নামে কোন রাজধানীর অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ নহে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মান্ত পদই রাজকীয় শস্যাগার অথবা যন্ত্রাগার অর্থে এই সকল গ্রামের নামমধ্যে ঢুকিয়াছে। বড়কাম্তায় আবিষ্কৃত নর্ত্তেশ্বরলিপির 'কর্ম্মান্তপাল' শব্দ ও অর্থশাস্ত্রোক্ত 'কার্ম্মান্তিক' (২।৪।১৬) পদের পর্য্যায়রূপে গ্রহণীয়, কর্ম্মান্তনামক কোন রাজধানীর নাম যুক্ত নহে।

যে গ্রামে তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা "দোল্লাই" নামক পরগণার অন্তর্গত। এই পরগণাটি এখনও স্থানে স্থানে জলাভূমিতে পরিপূর্ণ এবং শাসনের সীমানির্দ্দেশ অংশে যেরূপ নৌ-ঘটিত শব্দের বাহুল্য তদ্দ্বারা বুঝা যায়, প্রদত্ত ভূমি এই পরগণারই অন্তর্ভূত ছিল। প্রাচীন দলীলপত্রে পরগণার নাম "দোল্লাই" কিম্বা "ডোর্লাই"রূপে লিখিত পাওয়া যায়। ১০৮২ হিজরি সনের সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের এক সনদেও "দোর্লাই" (Dorlai) নাম

৯। ডক্টর সরকারের মতে শাসনোক্ত দেবপর্ব্বত সমতটের রাজধানী নহে, পরন্তু তাহার অন্তর্গত প্রদেশবিশেষের শাসনকেন্দ্র মাত্র (পৃ. ৩৭১) কিম্বা একটি গিরিদুর্গ। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার "দেবতামুড়া"র সহিত ইহার অভেদ কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু নিবিড় পার্ব্বত্য অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, গোমতী নদীর (ক্ষীরোদানদীর নহে) তটস্থ (কিন্তু তদ্দ্বারা পরিবেষ্টিত নহে) দেবতামুড়া সমতটের অন্তর্গত দেবপর্ব্বত কোন প্রকারেই হইতে পারে না। সমতটের সমতটত্বই একান্তভাবে নষ্ট হইয়া যায় এবং হিউএন-সেঙ্ প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়; তাঁহার প্রবন্ধে ত্রিপুরাধিপতি অমরমাণিক্য (১৫৯৭—১৬১১) ও ধর্ম্মমাণিক্যের (১৪৩৯—১৫১৫, ধনমাণিক্য নহে) নাম ও রাজত্বকাল উল্লেখ করার (পৃ. ৩৭১ ও ৩৭৩) কোনই সার্থকতা ছিল না, তদ্দ্বারা ত্রিপুরার ইতিহাস সম্বন্ধে কেবল অজ্ঞতাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। অভিষেকমুদ্রাদির প্রমাণবলে ঐ দুই রাজার রাজত্বকাল যথাক্রমে ১৫৭৭—৮৬ এবং ১৪৯০—১৫২৫ সন বহু পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে।

গৃহীত হইয়াছে। সরকার সোণারগাঁর অন্তর্গত এই প্রাচীন পরগণার নাম আইন্‌-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পরগণার অন্যতম আদি জমীদার "দিলাওয়ার খাঁর" নামানুসারে ইহা "দিলাওয়ারপুর" নামে পরিচিত ছিল কিম্বা সংলগ্ন "নারায়ণপুর" পরগণার কুক্ষিগত হইয়াছিল। দোল্লাই নামটি প্রাক্‌মুসলমান যুগের প্রাচীন নাম বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান শাসনে একটি বিষয়ের (অর্থাৎ পরগণার) নাম আছে "পটলায়িকা"। ১১৫৬ শকাব্দীয় দামোদরদেবের মেহার-শাসনে "সমতটমণ্ডলান্তর্গত পরণায়ি-বিষয়" পটলাইকা হইতে অভিন্ন সন্দেহ নাই। মেহারশাসনে ল ও ণ দেখিতে প্রায় একরূপ—সুতরাং 'পরলায়ি' পাঠই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। পটলায়িকা হইতে "পোর্‌লাই" এবং তাহা হইতে বর্ণবিকারদ্বারা দোর্‌লাই হওয়া অসম্ভব নহে। অপর বিষয়ের নাম "গুপ্তীনাটন"। সিংহেরগাঁও পরগণার অন্তর্গত "গুপ্টী" গ্রাম হয় ত তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে। কৈলাইনের অনতিদূরে "আড্ডা" অথবা "আড্যা" গ্রাম ও তৎসংলগ্ন একটি খাল আদ্রাগঙ্গা হইতে অভিন্ন মনে হয়। শাসনোল্লিখিত অন্যান্য নাম এখনও বাচিয়া আছে কি না, স্থানীয় গবেষণা-সাপেক্ষ।

সীমানির্দ্দেশের দুই স্থলে "দণ্ডানাং প্রাপিণাং" এবং "বপ্‌পবশঃ প্রাপিণাং" পাটকের বিশেষণরূপে পাওয়া যায়। দেবখড়্গের দ্বিতীয় শাসনেও দুই স্থলে (বুদ্ধমণ্ডপপ্রাপি ও চাটপ্রাপি) এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ বর্ত্তমানে তত্তৎস্থান পর্য্যন্ত ব্যাপী (reaching up to) না করিয়া তত্তৎব্যক্তি কিম্বা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য করাই সমীচীন। শাসনের শেষে ১৩ জন দানীয় ব্রাহ্মণের নাম আছে—নামগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ। ৫ জন ভট্ট উপাধিধারী অর্থাৎ কৃতবিদ্য। পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে ঐ স্বাধীন যুগে ব্রাহ্মণের মধ্যেও John Bullএর অভাব ছিল না। বলীবর্দ্দযশাঃ, বৃষভযশাঃ ও বলীবর্দ্দচন্দ্র তিনটি বিচিত্র নাম বটে। ব্রাহ্মণের মধ্যে সাধারণ ঘোষ নামটিও অসাধারণ। বাঙ্গালীর সাধের 'বড়বাবু'র পদটিও "মহাকায়স্থ"রূপে ঐ প্রাচীন যুগেও প্রচলিত ছিল (৩৮ পঙ্‌ক্তি)। ব্রাহ্মণদের প্রাপ্যাংশের বিবরণমধ্যে 'পদ' নামক (ভূমি-) পরিমাণের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। তের জন ব্রাহ্মণের 'নেয়' মোট পদসংখ্যা ৫২। ইহার সহিত পাটকের কিরূপ সম্বন্ধ বুঝা যায় না। 'নেয়' পদদ্বারা ভূমিপরিমাণ না বুঝাইয়া লাভাংশও বুঝাইতে পারে। সীমানির্দ্দেশমধ্যে "অর্দ্ধত্রিকশতকুলপুত্রকানাং" একটি অদ্ভুত পদ দুই বার উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয়, কুলপতির অধীন কুলপুত্রক অর্থাৎ সম্ভ্রান্তবংশীয় মাণবকদের জন্য পৃথক্ প্রতিষ্ঠান ও ভূদানের সূচনা ইহাতে পাওয়া যায়। সীমানির্দ্দেশ মধ্যে 'স্বতাম্র' (অর্থাৎ স্বকীয় তাম্রশাসন দ্বারা প্রদত্ত ভূমি) প্রভৃতির সঙ্গে এক স্থলে 'তীরদেশীয়-তাম্রের উল্লেখ আছে। ইহা স্বতাম্র অর্থাৎ সমতটেশ্বর-প্রদত্ত শাসন হইতে পৃথক্ ধরিতে হইবে। 'তীরদেশ' তাহা হইলে সমতট হইতে পৃথক্ বলিতে হয়, যদিও "সমতটাদ্যনেক-দেশাধিরাজ্য" বিশেষণ হইতে শ্রীধারণের ঐ দেশের উপর সাময়িক আধিপত্য সূচিত হয়। তৎকালে লৌহিত্য নদই সমতট অঞ্চলের প্রধান নদী এবং তাহার উভয় তীর লইয়া একটি

পৃথক্ 'দেশ' বা রাজ্যের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। হর্ষ শশাঙ্ক-ভাস্করবর্ম্মার অব্যবহিত পরবর্ত্তী মাৎস্যন্যায় অরাজকতার কালে সমতটের বিভিন্ন অংশ কিয়ৎকাল স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল বুঝা যায়। এই সময়েই সম্ভবতঃ হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সমতট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভূমির বিভাগ স্থলে "ভিক্ষদে"র নাম দুই বার উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যক্তিবিশেষের নাম না হইয়া একটি রাজকীয় কর্ম্মচারীর পদ বলিয়া মনে হয়। ভিক্ষ্ ধাতুর এক অর্থ লাভ—যিনি দানভাজন ব্যক্তিদের লভ্যাংশ বিভাগ করিয়া বিতরণ করিতেন, তাঁহাকেই সম্ভবতঃ ভিক্ষদ-পদে অভিহিত করা হইয়াছে এবং প্রদত্ত ভূমির একটি বিশিষ্ট অংশ তাঁহার বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসনোক্ত রাজবংশের 'রাত' উপাধিটি অভিনব। বাঙ্গালার কায়স্থ-সমাজে 'রাউত' ও 'রাহা' উপাধি বিদ্যমান আছে, ত্রিপুরা জেলায়ও পাওয়া যায়। ইহাই রাত-বংশের পরিণতি কি না বিবেচ্য।

মোট ২৫ পাটক ক্ষেত্রের মধ্যে ১৮ পাটক 'দণ্ডানাং' অর্থাৎ দণ্ডাধিকারীদের 'প্রাপি' অর্থাৎ প্রাপ্য ছিল—দণ্ডজয়সেন শব্দেও (৩৩ পং) দণ্ডাধিকারী পদই সংক্ষেপে দণ্ডরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৫ পাটক বপ্পযশঃ নামক ব্যক্তিবিশেষের প্রাপ্য ছিল এবং অবশিষ্ট ২ পাটক 'বহিঃক্ষেত্র' অর্থাৎ কাহারও প্রাপ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল না। এক পাটকের পরিমাণ বৈন্যগুপ্ত-শাসনোক্ত প্রমাণবলে ৪০ দ্রোণাবাপ অর্থাৎ দ্রোণ। পূর্ব্ববঙ্গে কুল্যবাপের প্রয়োগ নাই এবং কোন শাসনেও পাওয়া যায় নাই। গুপ্তীনাটন বিষয়ে অবস্থিত মোট ২৩ পাটক ভূমির বর্ণনায় খাড়োব্বা, রঙ্কুপৌত্তক প্রভৃতি আপাততঃ গ্রামনাম বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিভাগস্থলে রঙ্কুপ্রোতক ও খড্ডোব্বালোকাঃ যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রামনাম না হইয়া শস্যক্ষেত্রের বর্ণনাত্মক কি না সন্দেহ হয়। সীমা বর্ণনায় নৌ-ঘটিত শব্দের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনে হয়, প্রদত্ত ভূমি 'বিল্ল'জাতীয় নিম্নক্ষেত্রই ছিল। দোল্লাই পরগণার স্থানে স্থানে এখনও এইরূপ বিল ও জলাভূমি বিদ্যমান আছে।[১০]

১০। ডক্টর সরকারের প্রবন্ধে বহুতর নিষ্প্রমাণ উক্তি স্থান লাভ করিয়াছে। ইহাদের সকলের স্বরূপপ্রকাশ ও আলোচনা অনাবশ্যক। কিরূপ অনবহিত চিত্তে তিনি লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি মাত্র নিদর্শন প্রদর্শিত হইল। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন—"শীলভদ্র সমতটের যে ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন, উহাই কি কইলান লিপির রাত রাজবংশ?" (পৃ. ৩১২১২) হিউএন্-সঙ্গের সহিত সাক্ষাৎকালে শীলভদ্র অতিবৃদ্ধ ছিলেন, কোন কোন চীনদেশীয় প্রামাণিক উক্তি অনুসারে তৎকালে তাঁহার বয়স ছিল ১০৬ বৎসর (H. M: Vaisesika Philosophy, 1917, p. 10)। অর্থাৎ তাঁহার জন্মাব্দ প্রায় ৫৩০ সন এবং তিনি রাত-বংশীয় হইলে রাত-শাসন অবশেষে বৈন্যগুপ্তের রাজত্বকালীনই হইয়া পড়ে!

পরিশিষ্ট

বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পর ডক্‌টর ভট্টশালী মহাশয় (যাঁহার অকস্মাৎ পরলোক-প্রাপ্তিতে বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ আজ শোকগ্রস্ত) রাতশাসন সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছেন (*I. H. Q., Vol. XXII, pp. 169-71*)।[১১] তন্মধ্যে কতিপয় অভিনব মতবাদ বিবৃত হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি। লোকনাথশাসনের কালনির্দ্দেশস্থলে তিনি "দ্বিশতাধিকে" পাঠ আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্থাৎ উক্ত শাসন ২৪৪ গুপ্তাব্দে (৫৬৩-৪ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। শাসনোক্ত 'সুব্বুঙ্গ' বিষয় তাঁহার মতে বর্ত্তমান কাছাড় অঞ্চল এবং কামরূপাধিপতি ভূতিবর্ম্মাই (ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ) সম্ভবতঃ লোকনাথের "পরমেশ্বর" ছিলেন। লোকনাথ-শাসনের এই অভিনব কালনির্দ্দেশ ঠিক হইলে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। লোকনাথ-শাসনটি বর্ত্তমানে কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। আমরা মূল শাসনে এবং তাহার প্রতিলিপিতে "দ্বিশতাধিকে" পাঠ উদ্ধার করিতে অসমর্থ। আশা করি, বিশেষজ্ঞগণ শাসনটি পরীক্ষা করিয়া নূতন পাঠোদ্ধারের শুদ্ধাশুদ্ধি ও ফলাফল বিচার করিয়া প্রকাশ করিবেন। অক্ষরতত্ত্বের প্রমাণানুসারে কালনির্দ্দেশ সকল সময়ে নির্ভরযোগ্য না হইলেও রাতশাসনের অক্ষর যে শশাঙ্ক ও ভাস্কর-বর্ম্মার তাম্রশাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা সমকালীন নহে, ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভাস্করবর্ম্মার শ জ প্রভৃতি অক্ষর পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং লোকনাথের নূতন কালনির্দ্দেশ সন্দেহনির্ম্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রাতশাসন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আলোচনার পুনর্বিচার অনাবশ্যক। আর, ভাস্করবর্ম্মার রাজ্যারোহণের মাত্র ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহের রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করা যায় না। সুতরাং ভূতিবর্ম্মার বরগঙ্গালিপির সম্বৎ ২৩৪ কিম্বা ২৪৪ গুপ্তাব্দ না হইয়া অভিনব কোন কামরূপাব্দ কি না বিবেচ্য।

১১। আমরা অবগত আছি, রাতশাসন সম্বন্ধে একটি নাতিক্ষুদ্র বাঙ্গলা প্রবন্ধও তিনি "ভারতবর্ষে" প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রচনাপঞ্জী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

১৮৬১—১৯৩০

'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম,' 'ফিরিঙ্গী বণিক্' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত।

১৩০২ সাল (ইং ১৮৯৫) হইতে তিনি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় রীতিমত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৩০২ সালে তাঁহার লিখিত "সিরাজদ্দৌলা"র প্রথমাংশ রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'সাধনা'য় (ভাদ্র-কার্ত্তিক) ও "সীতারাম" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্যে' (মাঘ-চৈত্র) প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাঁহার রচনার সন্ধান প্রধানতঃ 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'প্রদীপ', 'উৎসাহ', 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী', 'বঙ্গভাষা', 'মানসী', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ও 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় মিলিবে। মাতৃভাষায় রচিত এই সকল রচনার অতি অল্পমাত্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; অধিকাংশই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাগুলি একত্র করিয়া একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলে তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। এই কার্য্য অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য করিবার আশায় আমরা বিভিন্ন সাময়িক-পত্রের সাহায্যে তাঁহার একটি নির্ভরযোগ্য কালানুক্রমিক রচনাপঞ্জী সঙ্কলন করিয়া দিলাম। এই তালিকাকে কেহ যেন চরম বলিয়া গ্রহণ না করেন; কারণ, সকল রচনার সন্ধান হয় ত আমরা পাই নাই।

১৩০৩,	বৈশাখ	...	'সাহিত্য'	...	কাঙ্গাল হরিনাথ
	ভাদ্র	...	,,	...	পৌণ্ড্রবর্দ্ধন
	কার্ত্তিক	...	,,	...	মন্বন্তর
	ফাল্গুন	...	,,	...	গোলাম হোসেন
	চৈত্র	...	'ভারতী'	...	হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র
১৩০৪,	বৈশাখ, শ্রাবণ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন		'সাহিত্য'	...	রাণী ভবানী
	জ্যৈষ্ঠ	...	,,	...	দুর্ভিক্ষ না অন্নকষ্ট ?
	কার্ত্তিক	...	,,	...	কাজির বিচার
	মাঘ-চৈত্র, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩০৫		'প্রদীপ'	...	লাল পল্টন
	মাঘ	...	'উৎসাহ'	...	বাঙ্গালা ভাষার লেখক

১৩০৫,	বৈশাখ, আষাঢ়	'সাহিত্য'	... মহারাজ রামকৃষ্ণ
	আষাঢ় ...	"	... সেকালের 'কলিকাতা গেজেট'
	বৈশাখ ...	'উৎসাহ'	... পুণ্যাহ
	আষাঢ় ...	"	... হেষ্টিংসের শিক্ষানবিশী
	পৌষ-ফাল্গুন ...	'ঐতিহাসিক চিত্র'	... সম্পাদকের নিবেদন
		"	... 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' (উপক্রমণিকা)
			... নবাবিষ্কৃত [মাধাই নগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেন দেবের] তাম্রশাসন
	পৌষ ...	'প্রদীপ'	... হিন্দু-সমুদ্রযাত্রা
	জ্যৈষ্ঠ ...	'ভারতী'	... ঢাকা
	আষাঢ় ...	"	... পট্টবস্ত্র
			... প্রসঙ্গ কথা
	শ্রাবণ ...	"	... বস্ত্ররঞ্জন-বিদ্যা
	অগ্রহায়ণ ...	"	... এণ্ডি
১৩০৬,	চৈত্র (১৩০৫)-জ্যৈষ্ঠ	'ঐতিহাসিক চিত্র'	... 'চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত' কবি নবীনচন্দ্র সেনের ভূমিকা সহ (সমালোচনা)
			... তাম্রশাসন সমালোচনা
			... নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন
	আষাঢ়-ভাদ্র ...	"	... নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য
	জ্যৈষ্ঠ ...	'প্রদীপ'	... বালি দ্বীপের হিন্দুরাজ্য
	মাঘ ...	"	... সেকাল
	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ...	'উৎসাহ'	... খুকুমণির ছড়া (সমালোচনা)
	আষাঢ়-মাঘ ...	"	... শাহ আলম
১৩০৭,	ফাল্গুন ...	'প্রদীপ'	... অল্-বেরুণী
	পৃ. ১৪ ...	'উৎসাহ'	... চৈনিক তীর্থযাত্রী
	পৃ. ৪৩ ...	"	... গুজব
	পৃ. ৯১, ১২৪, ১৮৭	"	... ফা হিয়ান
	পৃ. ২৫২	"	... 'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (সমালোচনা)
	পৃ. ৩৪৮	"	... শিক্ষা-সমস্যা
১৩০৮,	ভাদ্র ...	'প্রদীপ'	... 'কথা' (সমালোচনা)
	পৌষ ...	"	'গাজি মিয়ার বস্তানি' (সমালোচনা)

১৩০৮,	মাঘ ও ফাল্গুন	'প্রদীপ'	... 'দেবীযুদ্ধ' (সমালোচনা)
	অগ্রহায়ণ ...	'বঙ্গদর্শন'	... 'বাঙ্গালার ইতিহাস। নবাবী আমল।' (সমালোচনা)
	চৈত্র ...	,,	গৌড়ীয় হিন্দু সাম্রাজ্য। উপক্রমণিকা
	জ্যৈষ্ঠ	,,	... বাঙ্গালী
	অগ্রহায়ণ-পৌষ	,,	... 'খিচুড়ী' (সমালোচনা)
	অগ্রহায়ণ-চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩০৯...	'প্রবাসী'	... ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ
১৩০৯,	ভাদ্র ...	'উৎসাহ'	... 'রঙ্গিনী' (সমালোচনা)
	জ্যৈষ্ঠ ...	'বঙ্গদর্শন'	... গৌড়ের পূর্ব্বকাহিনী
	আষাঢ় ...	,,	... পঞ্চগৌড়েশ্বর জয়ন্ত
	শ্রাবণ ...	,,	... পঞ্চ পাল-নরপাল
	ভাদ্র ...	,,	... যবন
	আশ্বিন ...	,,	... রাজতরঙ্গিণী
	ভাদ্র ...	'প্রবাসী'	... কপিলবস্তু
	আশ্বিন ...	,,	... পাটলিপুত্র
	বৈশাখ ...	,,	... ভারত শিল্প-সম্ভার
১৩১০,	ভাদ্র ...	'সাহিত্য'	... অব্যক্তানুকরণ
	চৈত্র ...	,,	... মুসলমান-শিক্ষাসমিতি
	ভাদ্র ...	'প্রদীপ'	... 'রাঘব-বিজয় কাব্য' সমালোচনা
	ভাদ্র, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ,	'বঙ্গদর্শন'	... বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়
	পৌষ	,,	... শ্রমণ
১৩১১,	বৈশাখ ...	'সাহিত্য'	... কবিকল্পদ্রুম
	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ	'বঙ্গদর্শন'	... ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য
	কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১৩১১; জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩১২	,,	... রামায়ণের রচনাকাল
	অগ্রহায়ণ ...	,,	... ব্রাহ্মণ
	কার্ত্তিক ...	'ঐতিহাসিক চিত্র'	... দান-সাগর
	অগ্রহায়ণ ...	,,	... ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব
১৩১২,	বৈশাখ ...	'বঙ্গদর্শন'	... প্রাচ্য সভ্যনিষ্ঠা
	শ্রাবণ ...	,,	... সাহিত্য ও ব্যাকরণ

১৩১২,	কার্ত্তিক ...	'বঙ্গদর্শন' ...	মর্ম্মচ্ছেদ
	পৌষ ...	,, ...	নবজীবন
	কার্ত্তিক ...	'ভাণ্ডার' ...	প্রশ্নোত্তর (পৃ. ২৬৮)
১৩১৩,	পৌষ ...	'বঙ্গদর্শন' ...	সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিশেষত্ব
	ভাদ্র ...	'বঙ্গভাষা' ...	কাব্য-সমালোচনা
	অগ্রহায়ণ ...	,, ...	'তারাবাই' (সমালোচনা)
	পৌষ-ফাল্গুন ...	,, ...	ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ
	বৈশাখ ...	'ভাণ্ডার' ...	প্রশ্নোত্তর (পৃ. ৪১)
১৩১৪,	অগ্রহায়ণ-পৌষ	'বঙ্গভাষা' ...	কর্পূর-মঞ্জরী
	মাঘ ...	,, ...	রামায়ণ-তত্ত্ব
	আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্ত্তিক,		
	অগ্রহায়ণ, পৌষ, চৈত্র ১৩১৪।		
	বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র,		
	আশ্বিন ১৩১৫ ...	'বঙ্গদর্শন' ...	গৌড়-কাহিনী
	চৈত্র ...	'প্রবাসী' ...	আদিনা
	ভাদ্র ...	,, ...	গৌড়-দুর্গ
	শ্রাবণ ...	,, ...	গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষ
	আশ্বিন ...	,, ...	গৌড়ীয় নগরোপকণ্ঠ
	কার্ত্তিক ...	,, ...	পুরাতন মালদহ
	অগ্রহায়ণ ...	,, ...	পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত
	আষাঢ় ...	,, ...	লক্ষ্মণাবতী
	মাঘ ...	,, ...	হজরত পাণ্ডুয়া
	বৈশাখ ...	'ঐতিহাসিক চিত্র' ...	বাঙ্গালীর ইতিহাস
	ভাদ্র-আশ্বিন ...	,, ...	খুরশিদ জাঁহানামা
১৩১৫,	আশ্বিন ...	'জাহ্নবী' ...	বাঙ্গালীর ইতিহাস
	শ্রাবণ ...	'বঙ্গদর্শন' ...	উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন
	কার্ত্তিক ...	,, ...	গৌড়-তত্ত্ব
	অগ্রহায়ণ ...	,, ...	প্রাচ্য ভারত
	বৈশাখ ...	'প্রবাসী' ...	পাণ্ডুয়ার কীর্ত্তিচিহ্ন
	কার্ত্তিক ...	,, ...	উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বসংগ্রহ
	অগ্রহায়ণ ...	,, ...	একডালা-দুর্গ
	মাঘ ...	,, ...	লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক
	শ্রাবণ-আশ্বিন ...	'রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান

১৩১৫,	মাঘ-চৈত্র	'রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	বাভ্রবী কায়া
১৩১৬,	পৌষ-চৈত্র	'বঙ্গদর্শন'	শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি
	মাঘ	'প্রবাসী'	উৎকল-চিত্র
	অগ্রহায়ণ	'মানসী'	খণ্ডগিরি
	শ্রাবণ-আশ্বিন	'রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	বোধিসত্ত্ব লোকনাথ
১৩১৭,	বৈশাখ	'সাহিত্য'	বঙ্গ-পরিচয়
	ভাদ্র	"	ধীমানের ভাস্কর্য্য
	মাঘ, জ্যৈষ্ঠ (১৩১৮)	"	দেশের কথা
	ফাল্গুন	'মানসী'	উদয়গিরি
১৩১৮,	কার্ত্তিক	'সাহিত্য'	নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন
	চৈত্র	"	ভারতীয় শিল্পাদর্শ
	শ্রাবণ, ভাদ্র	'জাহ্নবী'	গৌড়-কাহিনী
	কার্ত্তিক	'মানসী'	নাট্যাভিনয়
	বৈশাখ	'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন'	বিশ্বকর্ম্মা
	ভাদ্র, আশ্বিন	"	সারনাথ
১৩১৯,	বৈশাখ	'সাহিত্য'	ভারতশিল্পের ইতিহাস
	জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ। আষাঢ়- শ্রাবণ, কার্ত্তিক (১৩২০)	"	সাগরিকা
	পৌষ	"	প্রত্নবিদ্যা
	ফাল্গুন	"	উড়িষ্যা ও তাহার ধ্বংসাবশেষ
	চৈত্র	"	গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দী
	চৈত্র	'মানসী'	ভারতশিল্পের বর্ণপরিচয়
	কার্ত্তিক	"	কান্তকবির স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা
১৩২০,	বৈশাখ	'সাহিত্য'	মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন
	জ্যৈষ্ঠ	"	গৌড়-কবি মনোরথ
			ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন [প্রশস্তি-পাঠ]
	আষাঢ়	"	গৌড়-কবি চতুর্ভুজ
			মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ
	ভাদ্র	"	তন্ত্র-পরিচয়
	অগ্রহায়ণ	"	ভারত-স্থাপত্য
১৩২১,	বৈশাখ	'সাহিত্য'	ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
	আশ্বিন	"	মহিষমর্দ্দিনী

১৩২১,	কার্ত্তিক ...	'সাহিত্য'	...	ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক
	অগ্রহায়ণ ..	,,	...	ঐতিহাসিক রচনা-গরজ
	আষাঢ় ...	'মানসী'	...	'পাষাণের কথা' (সমালোচনা)
১৩২৩,	বৈশাখ ...	'সাহিত্য'	...	বাঙ্গালীর আদর্শ
	জ্যৈষ্ঠ । অগ্রহায়ণ ১৩২৭ ,,		...	গঙ্গবংশানুচরিতম্
	মাঘ-চৈত্র ...	,,	...	বরেন্দ্র-খনন-বিবরণ
	বৈশাখ ...	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	...	কলিকাতা অবরোধ
	ফাল্গুন ...	,,		বাঙ্গালীর জীবন-বসন্তের স্মৃতি-নিদর্শন
	চৈত্র ...	,,	...	আলেকজান্দারের অভিযান
	বৈশাখ ...	'ভারতী'	...	অন্ধকূপহত্যা
	জ্যৈষ্ঠ ...	,,	...	'নূরজহান' (সমালোচনা)
	আষাঢ় ...	'প্রতিভা'	...	মধ্যযুগে বঙ্গদেশ
১৩২৪,	আশ্বিন ...	'সাহিত্য'	...	সিন্ধু (কবিতা)
	বৈশাখ ...	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	...	বৌদ্ধ কলাবিদ্যা
১৩২৭,	ফাল্গুন চৈত্র ...	'সাহিত্য'	...	সুরেশ-স্মৃতি
১৩২৮,	বৈশাখ ...	'সাহিত্য'	...	কোন্ পথে ?
	কার্ত্তিক ...	,,	...	গঙ্গা-দেবী
	চৈত্র ...	,,	...	'বাঙ্গালীর বল' (সমালোচনা)
১৩২৯,	শ্রাবণ, ভাদ্র ...	'সাহিত্য'	...	ভারত-শিল্পতত্ত্ব
	ফাল্গুন ...	'ভারতবর্ষ'	...	ভারত-শিল্পচর্চ্চার নববিধান
	চৈত্র ...	,,	...	বঙ্গভাস্কর্য্য-নিদর্শন
	আশ্বিন ...	,,	...	ভারত চিত্রচর্চ্চা
১৩৩০,	বৈশাখ ...	'বঙ্গবাণী'	...	পাহাড়পুর
	পৌষ ...	'ভারতবর্ষ'	...	'পোলাও' (সমালোচনা)
১৩৩১,	১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১	'সচিত্র শিশির'	...	অর্দ্ধেন্দুশেখর
	ভাদ্র ...	'প্রাচী'	...	প্রাচ্যশিল্প সম্বর্দ্ধনা
১৩৩২,	মাঘ ...	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	...	শেষ দেখা [জগদিন্দ্রনাথ রায়]
১৩৩৩,	অগ্রহায়ণ ...	'ভারতবর্ষ'	...	আতঙ্ক-নিগ্রহ
১৩৩৪,	ফাল্গুন ...	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	...	মানব-সভ্যতার আদি উদ্ভব-ক্ষেত্র
১৩৩৫,	কার্ত্তিক ...	'ভারতবর্ষ'	...	শাক্যবুদ্ধ—বোধিদ্রুম

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১৩৩৭,	আষাঢ় ...	'ভারতবর্ষ'	...	ভৌগোলিক তথ্য

চৌরপঞ্চাশিকা

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

বঙ্গ সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে অনেকেই 'চৌরপঞ্চাশৎ' বা 'চৌরপঞ্চাশিকা' এই নামের সহিত সুপরিচিত। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর কয়েকটি সংস্করণে সানুবাদ 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য ভারতচন্দ্র-রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায়* দেখান হইয়াছে যে, এই সানুবাদ 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনন্দকুমার দত্ত শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌম-রচিত টীকা অবলম্বনে রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের সহিত এই পুস্তকের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা এক্ষণে মূল 'চৌরপঞ্চাশৎ' সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

'চৌরপঞ্চাশৎ' বা 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্য একটী আদিরসাত্মক শ্লোকসমষ্টি। ইহার একটি শ্লোকের সহিত অপর শ্লোকের সম্বন্ধ নাই; অমরুশতক, শৃঙ্গারশতক প্রভৃতি কাব্যের ন্যায় ইহার শ্লোকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যেকটি অন্যটীর অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং-সম্পূর্ণ। কোন নায়ক প্রণয়িনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার সহিত অতিবাহিত সুখ-মুহূর্ত্তগুলির বর্ণনা করিতেছেন, ইহাই কাব্যের বিষয়বস্তু।

এই কাব্যের রচয়িতা কে, তাহা লইয়া বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে প্রচলিত 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য 'বিদ্যাসুন্দরম্' কাব্যের পরিশিষ্টরূপে প্রচারিত এবং সকল শ্লোকই দ্ব্যর্থবোধক; পণ্ডিতগণ ইহার কালীপক্ষে ও বিদ্যাপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যত্র ইহাকে 'বিহ্লনকাব্য' নামক একটি আদিরসাত্মক কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, এই 'বিহ্লনকাব্য' বিখ্যাত কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত বিহ্লনের রচিত। কিন্তু ইহা যে বিহ্লনের নিজের রচিত নহে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত 'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় দেখান হইয়াছে যে, বিহ্লনের জীবনীর সহিত কাব্যে বর্ণিত ঘটনার সামঞ্জস্য করা যায় না। এতদ্ব্যতীত উত্তর-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত দুইটি বিভিন্ন কাব্যের উপাখ্যানের নায়ক বিহ্লন হইলেও নায়িকা, নায়িকার পিতামাতা, ঘটনাস্থল প্রভৃতি সকলই বিভিন্ন। আমরা পাঠকগণের সুবিধার জন্য সেই বিষয়ের পুনরবতারণা করিতেছি।

উত্তর-ভারতে প্রচলিত 'বিহ্লনকাব্য' নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত 'কাব্যমালা'র ত্রয়োদশ গুচ্ছকের অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে এই ভাবে কাহিনীটী লিখিত আছে :—

---

* ভূমিকার এই অংশ সম্পাদকদ্বয় মল্লিখিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির সাহায্যে রচনা করিয়াছিলেন।

গুর্জ্জরদেশে মহিলপত্তন নামক এক নগরীতে বীরসিংহ নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি অবন্তীনৃপতির কন্যা সুতারাকে বিবাহ করিয়া পাটরাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে 'শশিকলা'নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। রাজা তাঁহাকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য কাশ্মীরবাসী কবি বিহ্লনকে নিযুক্ত করেন। সুপুরুষ বিহ্লনের নিত্য সাহচর্য্যে রাজকুমারী তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হন এবং গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহিতা হন। অন্তঃপুররক্ষিগণ রাজকন্যার এই গোপন প্রেমের কথা জানিতে পারিয়া রাজার কর্ণগোচর করে; কিন্তু রাজা তাহা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। পরে কবি স্বয়ং রাজপুরোহিতের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া রাজার সমীপে রাজকন্যার পাণি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। ক্রুদ্ধ নৃপতি চৌর কবিকে শূলে চড়াইয়া বধ করিতে আদেশ দিলেন। বধ্যভূমিতে নীত হইয়া কবি রাজকন্যার সহিত অতিবাহিত সুখমুহূর্ত্তগুলির কল্পনা করিয়া পঞ্চাশটী শ্লোক রচনা করেন। তাহাই 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য।

দাক্ষিণাত্যের কাহিনীটী* এইরূপ,—পঞ্চালদেশে লক্ষ্মীমন্দির নামে এক নগরে মদনাভিরাম নামক এক রাজার 'মন্দারমালা'নাম্নী এক মহিষীর গর্ভে যামিনীপূর্ণতিলকা নাম্নী পরমাসুন্দরী এক কন্যা জন্মে। রাজা কন্যার শিক্ষার নিমিত্ত বিহ্লন নামক এক রূপবান্ পণ্ডিতকে কন্যার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পাছে কন্যা বিহ্লনের রূপ দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হন, এই আশঙ্কায় মন্ত্রিগণের পরামর্শে রাজা, শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে এক জবনিকা অন্তরাল করিয়া দিলেন। এবং রাজকন্যাকে বলা হইল, শিক্ষক অন্ধ এবং বিহ্লনকে বলা হইল, ছাত্রী কুষ্ঠরোগগ্রস্তা। একদা পূর্ণিমা-রজনীতে কবি পূর্ণচন্দ্রের শোভা দেখিয়া তদুদ্দেশ্যে এই শ্লোকটী রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন,—

জাতং সুজন্ম বিফলং ভুবনে নলিন্যাঃ।
দৃষ্টং যয়া ন বিমলং তুহিনাংশুবিম্বং ॥

অর্থাৎ, 'নলিনীর পৃথিবীতে জন্মই বৃথা, যেহেতু সে বিমল হিমাংশুবিম্বকে দেখিতে পায় না।' ইহা শুনিয়া রাজকন্যা শ্লোক রচনা করিলেন,—

হৃষ্টানি কোকমিথুনানি ভবন্তি যৈশ্চ
সূর্য্যাংশুভির্জ্জগদিদং নিখিলার্থমেতি।
সম্পূর্ণতাপি শশিনশ্চ হি নিষ্ফলৈব
দৃষ্টা যয়া ন নলিনী পরিপূর্ণরূপা ॥

অর্থাৎ, 'যে সূর্য্যাংশু সকল দেখিয়া চক্রবাকমিথুন সকল হৃষ্ট হয়, সেই সূর্য্যকিরণ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ যাহা কিছু সকলই লাভ করে, কিন্তু চন্দ্র সম্পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হইলেও তাহা নিষ্ফল; কারণ, সে পরিপূর্ণরূপা নলিনীকে দেখিতে পায় না।'

---

* উত্তর-ভারতের কয়েকটি পুঁথিতে এই জবনিকান্তরালস্থ প্রেম-কাহিনীটী অতিরিক্ত শ্লোকসংযুক্ত করিয়া কাব্যান্তর্গত করা হইয়াছে।

এই কবিতা শুনিয়া কবি ও রাজকন্যা উভয়েই বুঝিলেন যে, তাহারা এত দিন প্রতারিত হইয়াছেন। রাজকন্যা জবনিকা সরাইলেন ও উভয়ে উভয়কে দেখিয়া প্রেমে পড়িলেন। ক্রমে এই প্রেমের কাহিনী রাজার কর্ণগোচর হইল এবং কবির মৃত্যুদণ্ডাদেশ হইল। বধ্য-ভূমিতে কবি 'চৌরপঞ্চাশৎ' রচনা করিলেন।*

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও বধ ভূমিতে সুন্দর কর্তৃক 'চৌরপঞ্চাশৎ' রচনার কথা আছে। 'চৌরপঞ্চাশিকা'র বঙ্গদেশীয় টীকাকার শ্রীরাম তর্কবাগীশ এই পঞ্চাশতের আদিতে ও অন্তে কয়েকটী শ্লোক জুড়িয়া দিয়া সংক্ষেপে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিষয়বস্তুটী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতেও লিখিত আছে, রাজা সুন্দরকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি পঞ্চাশ শ্লোকে বিদ্যার সহিত সুখ বর্ণনাচ্ছলে কালিকার স্তুতি করেন। সেই স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবী সুন্দরের জিহ্বায় আশ্রয় করিয়া রাজার মুখ হইতে বলাইয়া দিলেন—'ইনিই বিদ্যার পতি।' সুন্দর তখন রাজাকে বলিলেন,—রাজন্, আপনি আপনার কথা রক্ষা করিয়া ধর্ম্মভাজন হউন। রাজা তখন বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিবাহ দিলেন।

পঞ্চাশিকার সকল সংস্করণেই শেষ শ্লোকে নায়িকার পিতার কোন অঙ্গীকারের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে—

"অদ্যাপি নোজ্‌ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
শেষো [কূর্ম্মো] বিভর্তি ধরণীং খলু মস্তকেন [পৃষ্ঠকেন]।
অম্ভোনিধির্বহতি দুঃসহ[দুর্বহ]বাড়বাগ্নিং
অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥"

বিহ্লন-কাব্যে কিন্তু এই অঙ্গীকারের কথা নাই, কিন্তু বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দরে আছে,—

"প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।"
[ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ২১৩]

"প্রতিজ্ঞা করিল এই ভূপতির বালা।
যে জন বিচারে জিনে তারে দিবে মালা॥" [কৃষ্ণরাম]

রামপ্রসাদ বিদ্যার বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ ব্যতীত রাজার মুখ দিয়া সুন্দরকে 'জামাই' বলিয়া স্বীকার করাইয়াছেন,—

"রাজা বলে, মিথ্যাবাক্যছলে কায নাই।
মশানে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই॥"

এই ত গেল চৌরপঞ্চাশতের উৎপত্তির কাহিনী। এখন দেখা যাউক, এই বিহ্লন-রাজ-কন্যাঘটিত প্রেমের কাহিনীর মূলে কতখানি সত্য আছে। আমরা কবি বিহ্লনকৃত 'বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত' কাব্যের শেষ সর্গ হইতে তাঁহার জীবনীর অনেক বিবরণ জানিতে পারি।

* মল্লিখিত প্রবন্ধ 'বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান' দ্রষ্টব্য ['আজকাল', বাসন্তী সংখ্যা, ১৩৫১]

বিহ্লন কাশ্মীরদেশে প্রবরপুর নগরের নিকটবর্ত্তী খোনমুখগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জ্যেষ্ঠকলশ ও মাতার নাম নাগাদেবী। কাশ্মীরে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বিহ্লন কাশ্মীররাজ কলশের রাজত্বকালে (১০৮০-৮৮ খ্রীঃ) দেশ ভ্রমণে নির্গত হন [রাজতরঙ্গিণী, ৭।৯৩৬]। কাশ্মীর হইতে বাহির হইয়া তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ, বারাণসী ও অযোধ্যা পরিদর্শন করেন এবং চেদীরাজ কর্ণের রাজসভায় কবি গঙ্গাধরকে পরাস্ত করেন। বিহ্লনের ধারাধিপতি ভোজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা পূর্ণ হয় নাই।* সোমনাথ দর্শন করিয়া তিনি ভোজের অদর্শনজনিত দুঃখ দূর করেন। বিহ্লন গুর্জ্জররাজধানী অনহিলবাড়ে গিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেখানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন নাই। কারণ, তিনি গুর্জ্জরদিগের বেশভূষা ও আচারের নিন্দা করিয়াছেন।† এই সময়ে অনহিলবাড়ের রাজা ছিলেন ভীমদেব। বিহ্লন তথা হইতে সমুদ্রপথে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। চালুক্য নৃপতি ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল বিহ্লনকে 'বিদ্যাপতি' উপাধি দিয়া তাঁহার সভাকবি করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ বিহ্লন-কাব্যের 'মহিলপত্তন' যদি 'অনহিলপত্তন' বা 'অনহিলবাড়' হয়, তবে সেই স্থানে বীরসিংহ নামে কোন নরপতি ছিলেন কি না দেখা যাউক। আমরা 'রাসমালা' হইতে জানিতে পারি, অনহিলবাড়ে চাপোৎকটবংশীয় বৈরীসিংহ নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। কিন্তু তিনি ৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। বিক্রমাঙ্ক ত্রিভুবনমল্ল পরমার্ডি ১০৭৮—১১২৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সভাকবি বিহ্লন বৈরীসিংহের সমসাময়িক হইতে পারেন না।‡ কবি নিজ স্ত্রী সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিতে পারেন না।

বিহ্লন-কাব্যের রচনাকাল নির্দ্দেশের আর একটী প্রমাণ পাওয়া যায়—ইহার অন্তর্গত কয়েকটী শ্লোক হইতে। বিহ্লন ও শশিকলার সুরত-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি কয়েকটী রতিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) সম্পুটিত, (২) পীড়িতক, (৩) পদ্মাসন, (৪) দোলা এবং (৫) নাগরিক। এতদ্‌ব্যতীত 'স্ত্রীনৈপুণং' ও 'পুরুষায়মানা' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা পুরুষায়িত বন্ধসমূহের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' সম্পুটক, পীড়িতক ও পদ্মাসন বন্ধের উল্লেখ পাই। কিন্তু দোলা বা নাগরিক বন্ধের উল্লেখ বাৎস্যায়নে নাই। বাৎস্যায়ন ব্যতীত লব্ধপ্রতিষ্ঠ কামশাস্ত্রকার হইতেছেন কোক্কোক।

---

* সম্ভবতঃ সেই সময়ে ভোজ পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

† "কক্ষাবন্ধং বিদধতি ন যে সর্বদৈবাবিশুদ্ধাস্তদ্ভাবস্তে কিমপি ভজতে যজ্জুগুপ্সাস্পদত্বম্।
তেষাং মার্গে পরিচয়বশাদর্জ্জিতং গুর্জ্জরাণাং যঃ সন্তাপং শিথিলমকরোৎ সোমনাথং
বিলোক্য॥" [বিক্রমাঙ্কদেবচরিতম্, ১৮।৯৭]

‡ এই প্রসঙ্গে 'ঐতিহাসিক রহস্যে' (১৮৭৯।৩—পৃঃ ৭৪-৫) রামদাস সেন-লিখিত 'বিদ্যাপতি বিহ্লন' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—পত্রিকাধ্যক্ষ।

তাঁহার রতিরহস্যে 'নাগরক'-বন্ধের উল্লেখ আছে, কিন্তু দোলা-বন্ধের উল্লেখ নাই। কোক্কোকের ও রতিরহস্যের রচনাকাল পণ্ডিতগণের মতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক। পদ্মশ্রী-বিরচিত নাগরসর্ব্বস্ব কামশাস্ত্রের আর একটী প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু রতিরহস্যের ন্যায় তাহার সমাদর ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নাগরসর্ব্বস্বে অবশ্য 'নাগরক' ও 'দোলা' উভয় বন্ধের উল্লেখ আছে। নাগরসর্ব্বস্বের রচনাকাল আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। রুদ্রকৃত স্মরদীপিকায় নাগরক ও দোলায়িত-বন্ধের উল্লেখ আছে। রুদ্রকৃত স্মরদীপিকার রচনাকাল ঠিক নির্ণীত না হইলেও দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নহে। এই সকল হইতে স্পষ্টই মনে হয়, বিহ্লনকাব্য কখনও বিহ্লনের রচিত হইতে পারে না। ইহা বিহ্লনের রচিত হইলে বিহ্লন কামসূত্রেরই মতানুসরণ করিতেন। নাগরসর্ব্বস্ব বা রতিরহস্য প্রভৃতি অর্ব্বাচীন গ্রন্থকে তিনি কখনই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।

অধিকন্তু বিহ্লন-কাব্যটী একটী কাল্পনিক উপাখ্যান, সুতরাং বিহ্লনের রচিত নহে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা ইহার প্রথম শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"ধ্যাত্বা গণেশমখিলাগমসারভূতং
শ্রীশারদাং সুরনমস্কৃতপাদপদ্মাম্।
কিঞ্চিৎ স্বকীয়মতিসংস্ফুরিতেন নব্যং
কাব্যং করোমি বিদুষাং সুখবোধনার্থং॥"

অর্থাৎ অখিলসারভূত গণেশকে ও সুরগণ কর্ত্তৃক বন্দিত পাদপদ্ম যাঁহার, সেই শারদাকে ধ্যান করিয়া বিদ্বান্‌গণের সুখবোধনার্থ নিজকল্পনাপ্রসূত একটী নব্য কাব্য রচনা করিতেছি। এই স্থানে "কিঞ্চিৎ স্বকীয়মতিসংস্ফুরিতেন" শব্দে এই কাব্যের কাল্পনিকত্ব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'বিহ্লনকাব্য'টী বিহ্লনের রচিত নহে। বিহ্লনের মৃত্যুর পর অপরাপর কয়েকটী কবি তাঁহাকে নায়ক করিয়া বিভিন্ন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন* এবং তাঁহারা 'চৌরপঞ্চাশিকা' নামক ক্ষুদ্র কাব্যটীকে নিজ নিজ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন অথবা চৌরপঞ্চাশতের পরিপূরক হিসাবে 'বিহ্লনকাব্য' বা 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' রচিত হইয়াছিল।

এখন দেখা যাউক, চৌরপঞ্চাশৎ বিহ্লনের রচনা কি না। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত বিদ্যাসুন্দর নামক সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা বররুচি বলিয়া পরিচিত এবং তিনি আপনাকে বিক্রমাদিত্যের সভাকবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বররুচি কে, এ সম্বন্ধে আমরা

---

* বেঙ্কটেশ্বর ষ্টীম প্রেস হইতে মুদ্রিত রামকৃষ্ণকৃত গুরুপরম্পরাচরিত্রের উত্তরার্দ্ধে (২।১১) কতিপয় শ্লোকে বিহ্লন ও শশিকলার প্রেমকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে কিন্তু 'চৌরপঞ্চাশিকা' নাই।

এখন আলোচনা করিব না।* কারণ, তিনি যিনিই হউন না কেন, 'চৌরপঞ্চাশৎ' তিনি রচনা করেন নাই। ডক্‌টর সল্‌ফ্‌ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'চৌরপঞ্চাশিকা'র কাশ্মীর-সংস্করণে কাব্যের পরিচয়ে লেখা আছে—"অথ চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা পণ্ডিতবিহ্লনকৃতা" এবং প্রারম্ভে দুইটী শ্লোক আছে, তাহার সহিত পঞ্চাশিকার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার দ্বিতীয় শ্লোকটী উদ্ধৃত করিতেছি।

"অয়ি কিমনিশং রাজদ্বারে সমুদ্ধর কন্ধরে
কুবলয়দলস্নিগ্ধে বিমুঞ্চসি লোচনে।
অমররমণীলীলা বল্গদ্‌বিলোচনবাগুরা-
বিষয়পতিতো ন ব্যাবৃত্তিং করিষ্যতি বিহ্লনঃ ॥"

ইহা হইতে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, বিহ্লনই এই কাব্যের রচয়িতা এবং তিনি যেন স্বর্গগমনোদ্যত হইয়া ইহা রচনা করিয়াছেন। অপর দিকে চৌরপঞ্চাশিকা এই নাম হইতে চৌর নামক কোন ব্যক্তি যে এই কাব্যের রচয়িতা, তাহা মনে করা অযুক্তিসঙ্গত হইবে না। চৌর শব্দের অর্থ তস্কর ধরিয়া সম্ভবতঃ বিহ্লন-কাব্য প্রভৃতি রচনা হইয়াছিল। অথচ চৌর কবি এবং বিহ্লন একই ব্যক্তি নহেন, তাহা মনে করিবার হেতু আছে।

চৌর নামক কোন কবি অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার নাম আমরা বহু সুভাষিতের সহিত সংযুক্ত দেখিতে পাই এবং জয়দেব তাঁহার প্রসন্ন-রাঘব নাটকের প্রারম্ভে চৌরকবি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

"যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো" ইত্যাদি। চৌরকবি সম্বন্ধে আরও শ্লোক আছে—

"কবিরমরঃ কবিরমরুঃ কবী চোরময়ূরকৌ"

এবং "মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুররিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ।" এতদ্ব্যতীত ভোজ তাঁহার 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থে পঞ্চাশিকা হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভোজরাজ বিহ্লনের দাক্ষিণাত্য গমনের কিছু পূর্ব্বে সম্ভবতঃ পরলোকগমন করিয়াছিলেন† এবং পণ্ডিতগণ মনে করেন, বিহ্লনের সাহিত্য-সেবার কাল একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। সুতরাং তিনি বিহ্লনের কাব্য হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত জক্কন নামক এক তেলেগু কবি তাঁহার 'বিক্রমার্কচরিত' নামক কাব্যে কবিপ্রশস্তিতে বিহ্লন ও চৌরকে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ধনঞ্জয়ের 'দশরূপ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থে চৌরপঞ্চাশতের একটী শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে।‡

---

* বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান ['আজকাল', বাসন্তী সংখ্যা, ১৩৫১]

† ভোজরাজের রাজ্যকাল ১০১৮—১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

‡ ধনঞ্জয় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে প্রমাণ হয়, চৌর কবি ও বিহ্লন এক ব্যক্তি নহেন। দুঃখের বিষয়, চৌর কবি সম্বন্ধে আমরা বর্ত্তমানে ইহার অধিক কিছু জানি না ও তাঁহার রচিত অপর কোন কাব্যের নামও অবগত নহি। তবে তিনি যে বিহ্লনের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইবার দেখিব, 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য কোথায় কি আকারে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ বঙ্গদেশে প্রচারিত সংস্কৃত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের পরিশিষ্টরূপে আমরা চৌর-পঞ্চাশিকার পঞ্চাশটী শ্লোক দেখিতে পাই। ইহার কয়েকটী মাত্র বিভিন্ন বাঙ্গালী কবি তাঁহাদের রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই শ্লোকগুলির দুইটী করিয়া অর্থ করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রচারিত 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্যের দুইটী বিখ্যাত টীকার সহিত আমরা পরিচিত। একটীর নাম 'কাব্যসন্দীপনী', তাহা শ্রীরাম তর্কবাগীশ ১৭২৮ শকাব্দে (১৮০৬ খ্রীঃ) রচনা করেন ও অপরটীর রচয়িতা কাশীনাথ সার্ব্বভৌম, তাঁহারই টীকা অনুসারে নন্দকুমার দত্ত চৌরপঞ্চাশতের বাঙ্গলায় কালীপক্ষে ও বিদ্যাপক্ষে কবিতায় ব্যাখ্যা করিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গণপতি শর্ম্মা, রামোপাধ্যায় ও বাসবেশ্বর নামক তিনটী অপেক্ষাকৃত প্রাচীন টীকাকারের নাম আমরা জানিতে পারি।

ভারতচন্দ্রের সময় চৌরপঞ্চাশতের এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক টীকা বিদ্যমান ছিল। কারণ, তিনি বলিতেছেন—

"চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া।
শুনি চমকিত লোক শুনি চমকিত লোক
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥" [বিদ্যাসুন্দর, পৃ. ১৩৭]

পুনরায়

"লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয়॥
ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণয়।
মহাবিদ্যাস্তুতি করে গুণাকর কয়॥
দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায়॥" [বিদ্যাসুন্দর, পৃ. ১৩৯]

বঙ্গদেশে প্রচলিত চৌরপঞ্চাশৎ ব্যতীত অন্যান্য চৌরপঞ্চাশতে যে পাঠ আছে, তাহার সম্ভবতঃ কেহ এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক টীকা করেন নাই।

কাশ্মীর-সংস্করণে সর্ব্বসমেত ৫৬টী শ্লোক আছে। তাহার মধ্যে প্রথম দুইটীর সহিত চৌরপঞ্চাশিকার কোন সম্বন্ধ নাই। অপর দুই সংস্করণে অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর ও বিহ্লন-

কাব্যান্তর্গত পঞ্চাশিকার শ্লোকগুলির সংখ্যা ৫০। বিভিন্ন পঞ্চাশিকায় বিভিন্ন শ্লোক আছে। তাহার মধ্যে কোন্ শ্লোক কোন্ সংস্করণে আছে, তাহার একটী তুলনামূলক তালিকা দেওয়া গেল।

এই তিনটী সংস্করণের মধ্যে মিলাইলে দেখা যায়, মাত্র পাঁচটী শ্লোক সম্পূর্ণভাবে তিন সংস্করণেই আছে। বঙ্গীয় সংস্করণের তৃতীয় শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধ কাশ্মীর-সংস্করণের ৩৬ শ্লোকের* প্রথমার্দ্ধের সহিত মিলে; এই অংশ বিহ্লন-কাব্যে নাই। অপরার্দ্ধ কাশ্মীর-সংস্করণের পঞ্চম শ্লোকের এবং বিহ্লন-কাব্যের ষষ্ঠ শ্লোকের শেষার্দ্ধ। এই শ্লোকগুলি নিম্নলিখিত ভাবে বিভিন্ন সংস্করণে দৃষ্ট হয়।

(ক)

বঙ্গীয়	১	২ ৩		১০	১১	৫০
কাশ্মীর	১	৩ ৩৬|৫		৩৫	৩৩	৫৪
বিহ্লন-কাব্য	১	৪ —|৬		৫	৩	৫০

(খ) এতদ্ব্যতীত কাশ্মীর-সংস্করণের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বঙ্গীয় সংস্করণে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে রহিয়াছে—

কাশ্মীর	৫১	৫২	৩৫	৩৩	৪০	৩৯	৪১	৪২	৪৩	৪৪		৪৫	৪৬	৪৭	৫৩	৫০	৪৯
বঙ্গীয়	৮	৯	১০	১১	১৬	১৭	১৮	২১	২২	২৪	২৩	২৯	৩৬	৩৭	৪৩	৪৪	৪৬

(গ) সেইরূপ কাশ্মীর-সংস্করণের কতকগুলি শ্লোক বিহ্লনকাব্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে দৃষ্ট হয়—

কাশ্মীর	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
বিহ্লনকাব্য	২	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৬	১৪	১৫	১৭	১৮	১৯	২০	২২	২১	২৪	২৩	২৫	২৬

কাশ্মীর	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
বিহ্লনকাব্য	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩৪	৩২

কাশ্মীর-সংস্করণের ৩৪ এবং ৩৬—৫৩ শ্লোক অপর দুই সংস্করণে নাই। বঙ্গীয় সংস্করণের ৪—৭, ১২—১৫, ১৯, ২০, ২৫—২৮, ৩০—৩৫, ৩৮—৪২, ৪৫ এবং ৪৭—৪৯ শ্লোক অপর দুই সংস্করণে নাই। এবং বিহ্লনকাব্যান্তর্গত পঞ্চাশিকার ৩৩—৪৯ শ্লোক অপর দুই সংস্করণে নাই।

শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট যে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথি আছে, তাহাতে চৌরপঞ্চাশতের ৫০টী শ্লোক ব্যতীত বিদ্যার মুখ দিয়া আরও ঐরূপ ৫০টী শ্লোক বলান হইয়াছে। ইহা চৌরপঞ্চাশতের পাল্টা জবাব। বলা বাহুল্য, এই শ্লোক কয়টীই উক্ত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের আধুনিকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

---

* আমরা Dr. Salfএর পুস্তকের প্রথম দুইটী শ্লোক বাদ দিয়া হিসাব করিয়াছি। বিহ্লন-কাব্যে পঞ্চাশিকার শ্লোকসংখ্যা ৭৫ হইতে ১২৪।

আমরা এক্ষণে বঙ্গভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলিতে উদ্ধৃত চৌরপঞ্চাশতের শ্লোকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথমতঃ কৃষ্ণরামের কাব্যে চৌরপঞ্চাশতের ৮টী শ্লোক উদ্ধৃত আছে। তাহার মধ্যে প্রথম ও শেষ শ্লোক দুইটী সকল বিদ্যাসুন্দরে ও পঞ্চাশিকায় আছে। প্রথম শ্লোকের শেষ পংক্তিটী "বিদ্যাং প্রমাদগলিতা[গুনিতা বা গলিতা]মিব চিন্তয়ামি [সংস্মরামি]"। ইহা কাশ্মীর সংস্করণের দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ পংক্তি। ঐ সংস্করণের প্রথম শ্লোকের শেষ পংক্তি "মদনলভাং সমদ-হংসগতিং স্মরামি"। এই "বিদ্যা" শব্দ এবং বিহ্লনের "বিদ্যাপতি" উপাধির সহিত 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যান রচনার কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। কৃষ্ণরামের উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটী ভারতচন্দ্র ব্যতীত অপর দুইটী বিদ্যাসুন্দরে* আছে এবং অন্যান্য পঞ্চাশিকাতেও রহিয়াছে।† কৃষ্ণরাম-উদ্ধৃত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক কেবলমাত্র বলরামের বিদ্যাসুন্দরে আছে, অপর বিদ্যাসুন্দরে নাই। কৃষ্ণরামের উদ্ধৃত ষষ্ঠ শ্লোকটী কেবলমাত্র বলরামের কাব্যে আছে, অপর কোন পঞ্চাশিকাতেও ইহা নাই।‡ কৃষ্ণরামের উদ্ধৃত সপ্তম শ্লোকটী বলরাম ও ভারতচন্দ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র মাত্র তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামপ্রসাদ পাঁচটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—প্রথম ও শেষ শ্লোক, কৃষ্ণরামের উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোক ও বঙ্গীয় সংস্করণের ২৮ ও ৩৩ সংখ্যক শ্লোক। বলরাম কৃষ্ণরাম কর্তৃক উদ্ধৃত আটটী শ্লোক ব্যতীত আরও সাতটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকে একটী শ্লোকের অনুবাদমাত্র মুদ্রিত হইয়াছে, শ্লোকটী পুঁথিতে না থাকায় ভ্রষ্ট হইয়াছে।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, মূল চৌরপঞ্চাশিকা রচনার পর বহু কবি নিজ নিজ কাব্যে মূলের কয়েকটী শ্লোকের সহিত নিজ নিজ রচিত শ্লোক সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের কবি মূল হইতে মাত্র ২০টী শ্লোক লইয়া বাকী ৩০টী দ্ব্যর্থবোধক শ্লোক রচনা করিয়া দিয়াছিলেন এবং উক্ত উদ্ধৃত ২০টী শ্লোকও দ্ব্যর্থবোধক করিবার উদ্দেশ্যে আবশ্যকমত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। মূল পঞ্চাশিকা আদিরসাত্মক কবিতা। তাহাতে কালীমাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা আদৌ ছিল না। বিহ্লন-কাব্যের রচয়িতাও অনুরূপভাবে তাঁহার কাব্যের মধ্যে মূল পঞ্চাশতের ৩৪টী শ্লোক লইয়া বাকী ১৬টী শ্লোক স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

* রামপ্রসাদ ও বলরাম।

† "অদ্যাপি তাং শশীমুখীং" ইত্যাদি।

‡ "অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ শ্রবণায়তাক্ষীং পশ্যামি দীর্ঘবিরহজ্বরিতাঙ্গযষ্টিম্।
অঙ্গৈরহং সমুপগুহ্য ততোঽতিগাঢ়ং প্রোন্মীলয়ামি নয়নে নতু তাং ত্যজামি ॥"

বিদ্যাপতির শিবগীত

[৫৩শ বর্ষের ১ম-২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

কছনী কাছি মৈয়া ভাউরি দেলি।
অঙ্গুঠাক শব্দ মেদনী টরি গেলি॥
ভনহি বিদ্যাপতি কালীক কেলি।
সদা রহব মৈয়া দাহিন ভেলি॥

৮

কোন ফুল হরিঅর কোন ফুল লাল।
কোন ফুল গাথব কালী গ্রিবহার॥
বেলি ফুল হরিঅর চমেলী ফুল লাল।
ওড়ুল ফুল গাথব কালী গ্রিবহার॥
সেহো হার পহিরথু কালিকা দেবি।
সেবকে অশীষ দেথু॥
পহিরি ওড়িয় মৈয়া ভয় গেলি ঠায়।
সূর্য্যক জ্যোতি মলিন ভেল জায়॥
ভনহি বিদ্যাপতি কালিক কেলি।
সদা রহব মৈয়া দাহিন ভেলি।

৮। হরিঅর—হরিদ্বর্ণ। ওড়ুল—রক্তজবা। পহিরথু—পরুন। দাহিন—দক্ষিণা, দয়ালু।

৯

কনকভূধরশিখরবাসিনি চন্দ্রিকাচয় চারু হাসিনি
দশনকোটি বিকাশবঙ্কিমতুলিতচন্দ্রকলে।
ক্রুদ্ধসুররিপুবলনিপাতিনি মহিষশুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি
ভীতভক্তভয়াপনোদনপাটল প্রবলে॥
জয় দেবি দুর্গে দুরিতহারিণি দুর্গমারিবিমর্দ্দকারিণি
ভক্তিনম্রসুরাসুরাধিপমঙ্গলায়তরে।
গগনমণ্ডলগর্ভগাহিনি সমরভূমিষু সিংহবাহিনি

পরশুপাশকৃপাণশায়কশঙ্খচক্রধরে ॥
অষ্টভৈরবীসঙ্গশালিনি সুকরকৃত্তকপালকদম্বমালিনি
দনুজশোণিতপিশিতবর্দ্ধিতপারণারভঁসে।
সংসারবন্ধনিদানমেচিনি চন্দ্রভানুকৃশানুলোচিনি
যোগিনীগণগীতশোভিতনৃত্যভূমিরসে ॥
জগতপালনজননমারণরূপকার্য্যসহস্রকারণ
হরিবিরিঞ্চিমহেশশেখরচুম্ব্যমানপদে।
সকলপাপকলাপরিচ্যুতি সুকবিবিদ্যাপতিকৃতস্তুতি
তোষিতে শিবসিংহ ভূপতি কামনাফলদে ॥

৯। কনকভূধর—সুমেরু পর্ব্বত। শায়ক—বাণ। পাটল—পটু। পিশিত—মাংস। দশনকোটি—দন্তপংক্তি। মঙ্গলায়তরে—মঙ্গলের আলয়। জগতবন্ধনিদান—সাংসারিক বন্ধনের মূল কারণ। কৃশানু—অগ্নি। বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা। পরিচ্যুতি—মুক্তি।

গঙ্গাস্তব

১০

কত সুখসার পাওল তুঅ তীরে।
ছোড়ৈত নিকট নয়ন বহ নীরে ॥
কর জোড়ি বিনমওঁ বিমলতরঙ্গে।
পুনি দরসন হোয় পুনমতি গঙ্গে ॥
এক অপরাধ ছমব মোর জানী।
পদ পরসল মাতু তুঅ পানী ॥
কি করব জপ তপ যোগ অরু ধেয়ানে।
জনম কৃতারথ একহি সনানে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সমদৌ তে হি।
অন্তকাল জনু বিসরব মোহি ॥

১০। বহ নীরে—জল বহে। বিনমওঁ—বিনয় করি, প্রার্থনা করি। ছমব—ক্ষমা করিবে। কৃতারথ—কৃতার্থ। সনানে—স্নানে। সমদৌ—প্রার্থনা করি। জনু—না।

১১

সুরসরি সেরি কিছুও ন ভেলা।
পুনমতি গঙ্গা ভগীরথ লয় গেলা ॥
জখন মহাদেব গঙ্গা কয়ল দানে।
সূন ভেল জটা ও মলিন ভেল চানে ॥

উঠবহ বণিয়া তেঁ হাট বজারে।
এহি পথ আওতা সুরসরি ধারে॥
ছোট মোটি ভগীরথ ছিতনী কপারে।
সে কোনা লও তাহ সুরসরি ধারে॥
বিদ্যাপতি ভন বিমল তরঙ্গে।
অন্তে শরণ দেব পুনমতি গঙ্গে॥

১১। সুরসরি—সুরসরিৎ, গঙ্গা। পুনমতি—পবিত্র। কয়ল—করিলেন। সুন—শূন্য। চানে—চন্দ্র। উঠবহ—উঠাও। বণিয়া—বণিক্। আওতা—আসিবে। ধারে—ধারা। ছিতনী কপারে—চেপ্টা মাথা। লও তাহ—লইয়া আসিবে।

১২

পুণিত গঙ্গাজী লয় ভগীরথ বেহাল।
জয় জয় গঙ্গাজীক ধার।
কেও নীপে আগু পাছু কেও পছু আর
ভগীরথ নিপৈত ছথি শিবক দুয়ার।
কেও জোহে অক্ষত চন্দন কেও বেলপাত
ভগীরথ জোহৈত ছথি শিবজীক লাত।
কানি কানি ভগীরথ গঙ্গা মাঁগি লেল।
হাঁসি হাঁসি শিবজীজটা ফোলি দেল।
সমটু সমটু বস্তু সব বানিয়া হো বেকাল
এই বাটে আওতী সুরসরিধার।
ছোট ছথি ভগীরথ ছিতরল কপার
ইয়হ মুনি লৌতাহ সুরসরিধার।
আগা আগা ভগীরথ দৌড়ল জাথি
পাঁছা পাঁছা সুরসরি সসরল জাথি।
ভনহি বিদ্যাপতি শুনু হে মহেশ
একবের হেরহু মিটত কলেশ।

১২। বেহাল—বিব্রত। নীপে—লোপ। জোহে—জোটায়। লাত—পদ। কানি কানি—কোনওরূপে। ফোলি—খুলিয়া। সমটু—সামলাও। বাটে—পথে। কলেশ—ক্লেশ।

১৩

ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসসুবাসিনি সাগরনাগর গৃহবালে।
পাতকমহিষবিদারণকারণ ধৃতকরবালবীচিমালে॥
জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে, শরণাগতভয়ভঙ্গে॥
সুরমুনিমনুজরচিতপূজোচিতকুসুমবিচিত্রিততীরে।
ত্রিনয়নমৌলিজটাচয়চুম্বনভূতিভূষিতসিতনীরে॥
হরিপদকমলগলিতমধুসোদরপুণ্যপুণিতসুরলোকে।
প্রবিলসদমরপুরীপদদানবিধানবিনাশিতশোকে॥
সহজদয়ালুতয়া পাতকিজননরকবিনাশনিপুণে।
রুদ্রসিংহনরপতিবরদায়ক বিদ্যাপতিকবিভণিতগুণে॥

১৩। সাগরনাগর—সাগররূপী নাগর। বীচি—ঢেউ। মৌলি—মস্তক। ভূতি—বিভূতি। সিত—শুভ্র। সোদর—ন্যায়, মত। প্রবিলসদ্—বিলাসময়।

শিবস্তব

১৪

শিব হো উতরব পার কোন বিধি।
লোঢ়ব কুসুম তোড়ব বিলুপাত, পূজব সদাশিব গৌরীক সাথ।
বসহা চঢ়ল শিব ফিরথি মশান, ভাঙ্গিয়া জঠর দরদ হুঁন জান।
জপ তপ নহি কৈলহু নিত দান, বীত গেলা তিন পণ করইত আন।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনহ মহেশ, নিরধন জানি হরহুঁ কলেস॥

১৪। উতরব—উত্তীর্ণ হইব। লোঢ়ব—তুলিব। তোড়ব—ছিঁড়িব। বসহা—বৃষভ। ভাঙ্গিয়া জঠর—পেটে ভাঙ্গ। বীত গেলা—অতীত হইয়া গেল। আন—অন্য। কলেস—ক্লেশ।

১৫

শিব শঙ্কর ভোলা।
দুখ মোরা দুরি করু জপব মৈঁ তোরা।
আগরক উধরী চন্দন মুশরা
গৌরা দাই কুটথি ভাঙ্গ ধথুরা॥
বড়রে জতন শিব সেবলহুঁ তোরা।
লছ অপরাধ ছমা করু মোরা॥

ভনহি বিদ্যাপতি সুনু জগদম্বা।
এহি কলি যুগ মেঁ তোহিঁ অবলম্বা॥

১৫। আগর—সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ, অগুরু। উখরী—উদূখল। মুশরা—মুষল। গৌরা—গৌরী। দাই—মেয়ে। ধথুরা—ধুতুরা। লছ—লক্ষ। ছমা—ক্ষমা।

১৬

কখন হরব দুঃখ মোর, হে ভোলানাথ।
দুখহি জনম ভেল দুখহি গমায়ব।
সুখ সপনহুঁ নহি ভেল, হে ভোলানাথ।
আছত চানন অগর গঙ্গাজল
বেলপাত তোহি দেব ; হে ভোলানাথ।
যদি ভব সাগর থাহ্ কতহুঁ নহি।
ভৈরব ধরু কর আয়ে, হে ভোলানাথ।
ভন বিদ্যাপতি মোর ভোলানাথ গতি
দেহু অভয় বর মোহি, হে ভোলানাথ।

১৬। গমায়ব—যাপিব। আছত—অক্ষত, ধান। অগর—অগুরু। থাহ—থই। ভৈরব ধরু কর আয়ে—হে ভৈরব, আসিয়া আমার হাত ধর।

১৭

বম বৈদ্যনাথ সিংহেশ্বর ঈশ্বর আর্জী লিজে ঝট দৈ।
দাতা দিগম্বর ওঢ়ত বাঘাম্বর চঢ়ত বয়েলপর ঝট দৈ।
ব্যাল বিশাল শোভন শির উপর গঙ্গা বহত হৈ লট দৈ।
ফিরত মাতঙ্গা ভূত্তন সঙ্গা চমকত চপলা চট দৈ।
খাক লপেটত জটা বঢ়াওত ডমরু বজাওত পট দৈ।
কুণ্ডী নিকালত সোঁটেসে রগরত পিবত ভাঙ্গ ঘোরি ঘট দৈ।
জো জন তেরা নাম পুকারত রহাঁ চলত হো ঝট দৈ।
করহু কৃপা ভক্তনকে উপর কাটহু সঙ্কট ঝট দৈ।
ভনহি বিদ্যাপতি সুন শিব শঙ্কর একবের হেরহু ঝট দৈ।

১৭। আর্জী—প্রার্থনা। ঝট দৈ—শীঘ্র করিয়া। ওঢ়ত—পরেন। ভূত্তন—ভূতগণ। খাক লপেটত—ছাই মাখেন। কুণ্ডী—পাথরের বাটি। সোঁটা—ভাঙ্গ ঘোঁটা বেলের ডাল। ঘোরি—ঘুঁটিয়া। পুকারত—ডাকে।

মন্তব্য—এই গানটী আধুনিক ও নিম্নহস্তের রচনা বলিয়া মনে হয়।

১৮

তোঁহ প্রভু ত্রিভুবননাথ।
হে হর হম নিরুদেস অনাথ॥
করম ধরম তপহীনে।
পড়লহ পাপ অধীনে॥
বেড় ভাসল মাঝ ধারে।
ভৈরব্‌ ধরু করুয়ারে॥
সায়র সম দুখভারে।
অবহু করিয় প্রতিকারে॥
ভনহি বিদ্যাপতি ভানে।
সঙ্কট করিঅ তরানে॥

১৮। নিরুদেস—নিরুদ্দেশ। বেড়—ভেলা, নৌকা। ধার—স্রোত। ভৈরব—হে মহাদেব। করুয়ার—নৌকার হাল। সায়র—সাগর।

১৯

শিব শঙ্কর হে
ভলি অনুগতি ফল ভেলা।
এতয়ে সঙ্গতি এতি পরতর কোন গতি
মনোরথ মনহি রহলা।
তোঁহে হোয়ব পরসন পাওব অমোল ধন
জনম বহলি এহি আশে।
যমহু সঙ্কট শুনু উপেখি হলহ জনু
সেওলা হে বড়ে পরয়াসে॥
শ্রবণ নয়ন গেল তনু অরসন ভেল
যদি তোহে হোয়ব পরসনে।
কি করব তহিখনে হয় গজ মণিধনে
ঝখইতে বেয়াকুল মনে॥
ইন চান গণ হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেৱা।
ভকত বছল প্রভু বাণ মহেশ্বর
ই জানি কইলি তুঅ সেবা॥

বিত্তাপতি ভন পূরহ হমর মন
ছাড়ও যমক তরাসে।
হরহ হমর দুখ তথিহু তোহর সুখ
সব হোয়ত তুঅ পরসাদে॥

১১। এতয়ে—এখানে। এতি—এই। পরতর—পরকালে। পরসন—প্রসন্ন। অমোল—অমূল্য। বহলি—বহিল। যমহু সঙ্কট—মৃত্যুকালে। হলহ—যাইও। উপেখি হলহ জনু—উপেক্ষা করিয়া যাইও না। সেওলা—সেবা করিলাম। পরয়াসে—প্রয়াসে। তহিখনে—তখন। ঝখইতে—শোক করিতে। ইন চান গণ—ইন্দ্র, চন্দ্র ও গণপতি। দেবা—দেবতা। বছল—বৎসল। বাণ মহেশ্বর—বাণেশ্বর মহাদেব (ভেরবা গ্রামস্থিত)। ছাড়ও—ছাড়ুক। তথিহু—তাহাতে।

২০

এ হর গোসাএঁ নাথ তোহর শরণ কয়েলওঁ।
কিছু ন ধরব সবে বিসরব পছা জে জত কয়েলওঁ॥
কপট মহ পড়ু কলেবর গিলল মদন গোহে।
ভাল মন্দ সবে কিছু ন গুনল জনম বহল মোহে॥
কয়েল উচিত ভেল অনুচিত মনে মনে পচতারে।
আরে কি করব শির পয় ধুনব গেল দিন নহি আরে॥
অপথ পথে চরণ চলাওল ভকতি মন দেলা।
পরধনী ধন মানস বাঢ়ল জনম নিফলে গেলা॥
চরিত চাতর মন বেয়াকুল মোর মোর অনুবন্ধা।
পূত কলত্ত সহোদর বন্ধুর অন্তকাল সবে ধন্ধা॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ শঙ্কর কইলি তোহর সেবা।
এতয়ে জে বরু করব ওতয়ে শরণ দেবা॥*

২০। গোসাএঁ—গোসাঁই। কয়েলওঁ—করিলাম। ন ধরব—ধরিবে না। সব বিসরব—সব বিস্মৃত হইবে। পছা—পূর্ব্বে। কয়েলওঁ—করিয়াছি। মহ—মধ্যে। গোহে—গ্রাহে, হাঙ্গরে। বহল—বহিয়া গেল। কয়েল—করিলাম। পচতারে—পশ্চাত্তাপ। পয়—পায়ে। ধুনব—খুঁড়িব। চলাওল—চালাইলাম। ভকতি—ভক্তিতে। পরধনী—পরস্ত্রী। ধন—পরধন। চরিত—চরিত্র। চাতর—চাতুরীতে। অনুবন্ধা—চেষ্টা। পূত—পুত্র। কলত্ত—কলত্র। ধন্ধা—সংশয়। এতয়ে—এখানে,* ইহকালে। জে বরু করব—যাহা ভাল বোঝ, তাহা করিও। ওতয়ে—ওখানে, পরকালে।

---

* ভনে বিদ্যাপতি সুন মহেসর তৈলক আননদেবা। চন্দন দেবিপতি বৈদ্যনাথগতি চরণশরণ মোহি দেবা।—পাঠান্তর।

২১

হর জনি বিসরব মো মমিতা।
হম নর অধম পরম পতিতা॥
তুঅ সন অধম উধার ন দোসর।
হম সম জগ নহি পতিতা॥
যমকে দ্বার জবাব কোন দেব।
জখন বুঝত নিজগুণ কর বতিয়া।
জব যম কিঁকর কোপি উঠাওত।
তখন কে হোত ধর হরিয়া॥
ভন বিদ্যাপতি সুকবি পুনিত মতি।
শঙ্কর বিপরীত বাণী।
অশরণ শরণ চরণ শির নাওল।
দয়া করু দিঅ শূলপাণি॥

২১। জনি—না। মো—আমার প্রতি। মমিতা—মমতা। সন—সমান। অধম উধার—অধমোদ্ধারী। কর বতিয়া—খোঁজ করিয়া। নিজগুণ কর বতিয়া—নিজের গুণের কথা জিজ্ঞাসা করিবে। কিঁকর—কিঙ্কর। ধর হরিয়া—রক্ষক। বিপরীত—বিপরীত স্বভাবের। নাওল—নত করিল।

২২

হে হর জানিনে ভেল গরু দরবার॥
অশরণ শরণ ধয়ল হম তোহি।
তেঁ দিন দিন দুরগতি ভেল মোহি॥
অবলা জানি বিসরল মোর।
ভাঙ্গ খায় সুতলাহ ভোর॥
দাতা হমর সিংহেশ্বর নাথ।
তনিক সেবা কয় ভেল ছঁসনাথ॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুনহ মহেশ।
আপন সেবককের মেটহ কলেস॥

২২। গরু—গুরু, কঠিন। তেঁ—তাহাতে। খায়—খাইয়া। সুতলাহ ভোর—বিভোর হইয়া শুইলেন। তনিক—তাঁহার।

গৌরীর পূর্ব্বরাগ।

২৩

মাটি ভলি জোহিকহু আনলি বাণী।
শম্ভু আরাধয় চললি ভবানী॥
আক ধুথুর ফুল দেল মোঞে জোহি।
জগত জনমি ডর ছাড়ল মোহি॥
যমকিঙ্কর মোর কি করত অঙ্গে।
রহ অপরাধী বলিয় সঙ্গে॥
জে সব কয়ল হর সবে মোর দোষে।
সে সব কয়ল হর তোহরি ভরোসে॥
ভনই বিদ্যাপতি শঙ্কর সুনু।
অন্তকাল মোহি বিসরহ জনু॥

২৩। মাটি ভলি—ভাল মাটি। জোহিকহু—খুঁজিয়া। বাণী—সরস্বতী। আক—অর্ক, আকন্দ। ধুথুর—ধুতুরা। জোহি—খুজিয়া। মোহি—আমাকে। বলিয়—বলী, শিব। ভরোসে—ভরসায়। জনু—না। রহ··· সঙ্গে—আমি অপরাধী হইলেও শিবের সঙ্গেই থাকি। জে সব···ভরোসে—যাহা করিলাম, সব আমার দোষ, সে সব তোমারই ভরসায় করিলাম।

২৪

অঞ্জলি ভরি ফুল তোড়ি লেল আনি।
শম্ভু অরাধয় চললি ভবানী॥
জাতি যুথী তোড়ল মোঞে আওর বেলপাতে।
উঠিয় মহাদেব ভই গেল পরাতে॥
জখন হেরলি হরে তিনিহু নয়নে।
তাহি অবসর গোরী পীড়লি মদনে॥
করতল কাঁপু কুসুম ছিড়িয়াউ।
বিপুল পুলক তনু বসন ঝপাউ॥
ভল হর ভল গোরী ভল ব্যবহারে।
জপ তপ দূর গেল মদন বিকারে॥
ভনই বিদ্যাপতি ই রস গাবে।
হর দরসন গোরী মদন সঁতাবে॥

২৪। তোড়ি—ছিঁড়িয়া। অরাধয়—আরাধনা করিতে। জাতি, যুথী—পুষ্পবিশেষ। তোড়ল—ছিঁড়িলাম। পরাতে—প্রাতঃকাল। তিনিহু—তিন। পীড়লি—পীড়িতা হইলেন। ছিড়িয়াউ—ছড়াইয়া পড়িল। ঝপাউ—ঢাকা দিলেন। গোরী—গৌরী। সঁতাবে—সন্তাপিত করিবে।

২৫

মালা গাঁথু হে গৌরী।
বম্ভোলা কে পহিরাবন মালা গাঁথু হে গৌরী।
নহি ঘর হম সুত চরখা কাটল নহিঁ বাটল হম ডোরী।
পৈঁচ উধার কইঁা সঁলায়ব নহি ঘর দাম ন কৌড়ী।
একসৌ আঠ রুদ্রকমালা সউসে সর্পক ডোরী।
নির্গুণ বান্হ গেঁট দস বান্হল নাগ ফেঁচকে ভূরী।
মালা গাঁথি কয়ল তৈয়ারী লয় চলু শিবক দুআরী।
পারবতী পতিথিকা শিব শঙ্কর দেখি মাল মুসুকাই।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনুএ মনাইল ইহো পদথিক নিরবাণী।
জাতি পাঁতি একো নহি হিনকা তীন ভুবন কে জানী।

২৫। পহিরাবন—পরাইতে। বাঁটল—পাকাইলাম। পৈঁচ উধার—ধার কর্জ্জ। কৌড়ী—কড়ি। সউসে—সমস্ত। গেঁট—গ্রন্থি। ফেঁচকে—ফণা। ভূরী—মালার প্রধান গ্রন্থি, যেখানে জপ শেষ হয়। মুসুকাই—হাসিলেন। ইহো…নিরবাণী—ইহা নির্ব্বাণের বা মোক্ষের পদ।

২৬

আজ অকামিক আয়ল ভেখধারী।
ভিখি ভুগুতি লয় চলনি কুমারী॥
ভিখিয়া ন লেয় বঢ়াবয় রিষি।
বদন নিহারয় বিহুসি হসি॥
এহি ঠাম সখি সঙ্গে নিকহি অছলি।
রহি যেগিয়া দেখি মুরুছি পড়লি॥
দূর কর গুণপণ অরে ভেখধারী।
কাঁ দিঠি আওল রাজকুমারী॥
কেও বোল দেখয়ে দেহে জনু কাহু।
কেও বোল ওঝা আনি চাহু॥
কেও বোল যোগী আহি দেহে দহু আনি।
হনি কি অভয় বরু জীবও ভবানী॥
ভনহি বিদ্যাপতি অভিমত সেবা।
চন্দল দেবী পতি বৈজল দেবা॥

২৬। ভুগুতি—উপযোগী। রিষি—ঈর্ষা, রাগ। বিহুসি—মুচকি। কাঁ—কেন। দিঠি আওল—দৃষ্টি দিতে আসিল। নিকহি—ভালই। দেহে জনু—দিও না। হনি কি অভয় বরু—উহার অভয় বরে। চন্দল—চণ্ডী। বৈজল—বৈদ্যনাথ। অভিমত সেবা—সেবাই আমার অভিমত।

২৭

আগে মাই, আজু আচম্বিত আয় লাহ ভেখধারী ॥
আগে মাই, ভিখি ওনে লেই যোগী মুখহুনে বাজে।
ঘুমে ঘুমি আরে যোগী ধ্যান লগারে ॥
এহিখন গৌরী হসইত ছলি।
আগে মাই, যোগী মুখ দেখিয়ে খসু মুরছলি ॥
আগে মাই, কেও কহে ওঝা গুণী আনি দেখাও।
কেও কহে যোগী য়হি বাহি নাচাও ॥
ভনহি বিত্তাপতি সুনিয়ে মনাইনি।
ইহো নহি যোগী থিক ত্রিভুবন দানী ॥

২৭। আগে—ওগো। আগে মাই—মা গো। ভিখি—ভিক্ষা। ঘুমি—ঘুরিয়া। মুখহুনে বাজে—মুখেও (কিছু) বলে না। ধ্যান—মনোযোগ। হসইত ছলি—হাসিতেছিল। খসু মুরছলি—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বাহি—বাঁধিয়া। মনাইনি—মেনকা।

২৮

এতয় কতয় আয়ল যতি গোরী অছ তপে।
রাজরে কুমারী বেটী ডরব দেখি সাপে ॥
তোড়ব মোয় জটাজুট ফোড়ব বোকানে।
হটল ন মান যতি হোয়ত অপমানে ॥
তিনু নয়ন হর বিষম জর দহনু।
উমা মোরি নহুমি হেরহ জনু ॥
ভনহি বিত্তাপতি সুন জগমাতা।
ও নহি উমত ত্রিভুবন দাতা ॥

২৮। এতয় কতয়—এখানে কোথায়। অছ—আছে। তোড়ব, ফোড়ব—ছিড়িয়া দিব। হোয়ত—হইবে। তিনু—তিন। জর দহনু—জ্বালা জ্বলিতেছে। নহুমি—ছোট মেয়ে। হেরহ জনু—দেখিও না। উমত—উন্মত্ত।

২৯

পাহুন আয়ল ভরানী বাঘছাল।
বইসয় দিঅ আনি ॥
বসহ চঢ়ল শিব বুঢ় আরে।
ধথুর গজায় ভোজন ছনি ভাবে ॥

ভসম বিলপিত অঙ্গে।
জটা বসথি শির সুরসরি গঙ্গে॥
হাড়মাল ফণিমাল শোভেঁ।
ডমরু বজাও হর যুবতীক লোভে॥
বিদ্যাপতি করি ভানে।
ও নহি বুঢ়বা জগত কিসানে॥

২৯। পাহুন—অতিথি। বসহ—বৃষ। চঢ়ল—চড়িয়া। আবে—আসিয়াছে। গজায়—গাঁজা। হুনি—উঁহার। ভাবে—কচে। জগত কিসানে—জগতের কৃষক, অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা।

৩০

দৌড়ি দৌড়ি ফিরতি ব্যাকুল গৌরী।
ইহী পথ দেখল যোগী দিগম্বর হে॥
দেখৈত বুঢ় সন বসৈত সভক মন।
হাসি হাসি ডমরু বাজাওত হে॥
দেখলোঁ মৈঁ দেখলোঁ যহীরে কৈলাস রে।
কি ত্রিশূল গলা রুদ্রমালা হে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু গৌরী পারবতী।
শিবজেঁ প্রকট ভেল গৌরীকে ধ্যানে হে॥

৩০। বসৈত সভক মন—সকলের মন বসে অর্থাৎ আকৃষ্ট হয়।

৩১

এ মা কহয়ে মোয় পুছো তোহি।
ওহি তপোবন তপসী ভেটল।
কুসুম তোড়য় দেল মোহি॥
আঁজুলি ভরি কুসুম তোড়ল
জে জত অছল জহাঁ।
তিন নয়নে খনে মোহি নিহারয়
বইসলি রহলি জহাঁ॥
গরা গরল নয়ন অনল
শির সোভইনহি শশী।
ডিমি ডিমি কর ডমরু বাজয়
এ হে আয়ল তপসী॥

শির সুরসরি ভ্রমু কপালা
হাথ কমণ্ডলু গোটা।
বসহ চঢ়ল আয়ল দিগম্বর
বিভূতি কয়ল ফোঁটা ॥
ভন বিদ্যাপতি সামিক নিন্দা
ন কর গৌরী মাতা।
তোহর সামী জগত ঈসর
ভুগুতি মুকুতি দাতা ॥

৩১। কহয়ে—কহ, বল। মোয়ঁ—আমি। তোহি—তোমাকে। তোড়য়—ছিঁড়িতে। আঁজলি—অঞ্জলি। নিহারয়—দেখে। গরা—গলায়। সোভইন্হি—শোভা পাইতেছে। বিভূতি—ভস্ম। সামিক—স্বামীর। বইসলি রহলি—বসিয়াছিলাম।

৩২

জোগিয়া এক হম দেখল গে মাই।
অদভুত রূপ মোহি কহলো নে জাই ॥
পাঁচ বদন তিন নয়ন বিশালা।
বসন বিহুন ওঢ়ন বাঘছালা ॥
শিব বহে গঙ্গ তিলক সোভে চন্দা।
হেরিয় সরূপ মেটল দুঃখ দ্বন্দা ॥
জাহি জোগিয়া লয় রহলি ভবানী।
সেহ আনল বর কোন গুণ জানি ॥*
কুল নাহি শিল নহি তাত মাইতারী।
বয়স দিনক থিক লছ যুগ চারি ॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুনু মনাইনি।
এহো জোগিয়া থিক ত্রিভুবনদানী ॥

৩২। কহলো নে জাই—কহা যায় না। বিহুন—বিনা। ওঢ়ন—পরণে। দ্বন্দা—সংশয়। তাত মাইতারী—পিতামাতা। লছ—লক্ষ। মনাইনি—মেনকা।

* এই পংক্তির কয়েকটী পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—

১। মন আনল বর কোন গুণ জানি। (মন অর্থাৎ মৈনাক)।
২। সেহ জোগিয়া মাই আবি তুলানী। (অর্থাৎ আসিয়া হাজির)।
৩। সেহ জোগিয়া কে আয়ল জানি।

"সুনু মনাইনি" স্থলে "সুনু ভবানী" পাঠও আছে।

৩৩

জোগিয়া মন ভারই হে মনাইনি ॥
আয়লা বসহা চঢ়ি বিভূতি লগায় হৈ।
মন মোর হরলনি ডমরু বজায় রে ॥
সুন্দর গাত অজর পতি সে নাহে।
চিত সোঁ নহি ছুটথি জানথি কিছু টোনা হে ॥
তিনি নয়ন এক অগনিক জ্বালা হে।
মাল তিলক চান ফটিকক মালা রে ॥
ওহে সিংহেশ্বর নাথ থিকা মোর পতি হে।
বিদ্যাপতি কহ মোর গৌরী হর গতি হে ॥

৩৩। ভারই—ভাল লাগে। গাত—গাত্র। অজর পতি—মহাদেব, দেবপতি। নাহে—নাথ। টোনা—গুণ, জাদু। চিত সোঁ……টোনা হে—চিত্ত হইতে ছুটিতেছে না, সে কি কিছু জাদু জানে? তিনি—তিন। অগনিক—আগুনের।

৩৪

বসি ভেলী ভবানী জোগিয়া সঁ নৌরঙ্গিয়া সঁ ॥
ছোটী মোরী গৌরী কহল নহি মানথি।
হাসথি খেলথি সঙ্গ সাথিয়া সঁ ॥
কানথি খিজথি মায় মনাইনি।
কোন যোগ লাগল তপসিয়া সঁ ॥
অন্নো নহি খাথি নিন্দো নহি সুতথি।
কিয়ে বিধি লিখল মোরা ধিয়া সঁ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিয়ে মনাইনি।*
গৌরীকে মন বসি বুঢ়বা সঁ ॥

৩৪। বসি ভেলী—মন বসিয়া গেল। নৌরঙ্গিয়া—নবরঙ্গিয়া, রসিক। সঁ—সহিত। কানথি—কাঁদে। খিজথি—শোক করে। নিন্দো—নিদ্রা। নিন্দো নহি সুতথি—নিদ্রা যায় না। ধিয়া—মেয়ে (আদরে), দুলালী। মনাইনি—মেনকা।

* সুবং শলাল ভন—ইতি পাঠান্তর।

৩৫

আগে মাই, সুরসরি তীর যোগী এক বৈসল
নাম ছৈন্‌হি তনিক মহেশ।
তনিকর ঘটনা বেরি বেরি অবইন
কহয়িত বর বর ভেষ॥
আইহে মাইগণ হে পরোসিন
নারদ লাইয় বজায়।
কি আই হুনকর কুল মূল থিকন্‌হি
সে সব কহথু বুঝায়॥
সম্পতি মেঁ এক বূঢ় বড়দ হৈন্‌হি
দুজে ছৈন্‌হ ভাঙ্গক ঝোরি।
কে নহি জানথি মহীতল হর থিক।
নহি ছৈন্‌হ তাত মাহতারী॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুনু এ মনাইনি
গাইন লাবিয় বজায়।
শুভ শুভ কয় গৌরী বিবাহিতা
গাইয় মঙ্গল জায়॥

৩৫। সুরসরি—গঙ্গা। বৈসল—বাস করে, বসতি স্থাপন করিয়াছে। ছৈন্‌হি—হয়। তনিক—তাঁহার। ঘটনা—ঘটকালী, বিবাহের সম্বন্ধ। বেরি বেরি—বার বার। অবইন—আসিতেছে। বর—সুন্দর। ভেষ—বেশ। পরোসিন—প্রতিবেশিনী। বজায়—ডাকিয়া। হুনকর—উঁহার। থিকন্‌হি—হয়। কহথু—বলুক। দুজে—দ্বিতীয়, দুই নম্বর। ঝোরি—ঝুলী। গাইন—গ্রামিনী বা গায়িকা। লাবিয় বজায়—ডাকিয়া আন। জায়—যাইয়া।

ক্রমশঃ